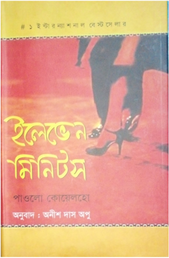
BANGLAPDF.NET/USARKER



১ ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার
ইলেভেন মিনিটস
পাওলো কোয়েলহো
অনুবাদ : অনীশ দাস অপু



আমার প্রিয় লেখক পাওলো কোয়েলহো। তাঁর সব বই আমি পড়েছি। ইলেভেন মিনিটস পড়ে মনে হয়েছে এ গল্প যেন কখনও শেষ হবার নয়। দারুণ!

— অর্পণ রজনী

এ বই পড়ে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে!

— জাভা

আরেকখানা মাস্টারপিস।

— স্যার গেজ

বর্তমান বিশ্বে অন্যতম জনপ্রিয় লেখক পাওলো কোয়েলহো। তাঁর ইলেভেন মিনিটস নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালি উপন্যাস। সাহসী একটি বিষয় নিয়ে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন-সেক্স! এ বইতে তিনি সেক্সের নানান দিক নিপুণ দক্ষতায় তুলে এনেছেন।

— ইউ এস এ টুডে

ইলেভেন মিনিটস

মূল : পাওলো কোয়েলহো
অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
৯ বাংলাবাজার ঢাকা
সেল : ০১৭১১-৭৮৯১২৫

ইলেভেন মিনিটস
মূল : পাওলো কোয়েলহো
অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০৭

প্রচ্ছদ
হাসান খুরশীদ রুমী

অক্ষর বিন্যাস ও মেকআপ
খোরশেদ আলম সবুজ

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স

পরিবেশক
অন্বেষা প্রকাশন
৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

Eleven Minutes by Paulo Coelho Translated by Onis Das Opu
First Published June 2007
Published by Riaz Khan of Rodela Prokashani
9 Banglabazar Dhaka 1100

Price : Bdt 200.00 Only

ISBN : 984 32 3896 6

উৎসর্গ

২৯ মে ২০০২, আমি এ বইয়ের কাজটি শেষ করলাম। বোতলে বসন্ত থেকে কিছু অলৌকিক পানি ভরার জন্য আমি ফ্রান্সের লর্ডস-এর গ্রুটো গেলাম। শান্ত সৌম্য ব্যাসিলিকা আমাকে বললো, 'তুমি কি জানো, তুমি দেখতে ঠিক পাওলো কোয়েলহোর মতো!' আমি বললাম, 'আমিই পাওলো কোয়েলহো। লোকটি আমার সাথে কোলাকুলি করল এবং আমাকে তার স্ত্রী ও নাতি-নাতনির সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। সে তার জীবন থেকে আমার বইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলে চললো। অবশেষে বললো, 'তারা আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে।' আমি প্রায়ই এ কথা আগেও শুনেছি এবং তারা সবসময় আমাকে মহান বলে ভাবে। যা হোক, এ মুহূর্তে আমি প্রকৃতপক্ষে ভয় অনুভব করছি। কারণ, আমি জানি এটা আমার প্রথম উপন্যাস 'ইলেভেন মিনিটস'-এ তুলে ধরা হয়েছে কর্কশ, কঠিন, আঘাত-প্রবণভাবে। আমি বসন্তে সেখানে গেলাম বোতলগুলো ভরতে। আমি ফিরে এলাম, তারপর জিজ্ঞাসা করলাম সে কোথায় বাস করে (ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে, বেলজিয়ামের নিকটে) এবং তা লিখে রাখলাম।

মার্সি গ্রাভেলাইন, এ বইটি তোমাকে উৎসর্গ করলাম। আমার কর্তব্য তোমার স্ত্রীর এবং নাতি-নাতনির সাথে কথা বলা এবং আমার পছন্দের কথা সব জানানো। কিছু বই আমাদের স্বপ্ন দেখায়, অন্যান্যরা আমাদেরকে বাস্তবের মুখোমুখি এনে দেয়। কিন্তু কোন্ বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে লেখকের সততা, যা এ বইয়ে লেখা হয়েছে।

অনুবাদকের উৎসর্গ

দীর্ঘদিন পরে আবারও রুমী ভাইকে

পাওলো কোয়েলহোর আরো কিছু সৃষ্টি

দ্য অ্যালকেমিস্ট (রোদেলা থেকে প্রকাশিত)
ভেরোনিকা ডিসাইডস টু ডাই (রোদেলা থেকে প্রকাশিতব্য)
ম্যানুয়াল অব দ্য ওয়ারিয়র অব লাইট (রোদেলা থেকে প্রকাশিতব্য)
বাই দ্য রিভার পিয়েদ্রা আই স্যাট ডাউন অ্যান্ড উইপ্ট
দ্য পিলগ্রিমেজ
দ্য ভালকিরিস
দ্য ফিফথ মাউন্টেন
দ্য ডেভিল অ্যান্ড মিস প্রিম

সেক্স বা যৌনতার পবিত্র প্রকৃতি আবিষ্কার করতে আমার দীর্ঘ সময় লেগেছে। যৌবনে আমি ছিলাম খুবই স্বাধীন, যা ইচ্ছা তা-ই করে বেড়িয়েছি।

সত্তরের দশকে আরভিং ওয়ালেস আমেরিকার সেন্সরশিপ নিয়ে একটি বই লেখেন। বইয়ের নাম *'দ্য সেভেন মিনিটস'* এ উপন্যাসে যৌনতার বিষয়টি খুব বেশি আসে নি।

১৯৯৭ সালে, ইতালির মানতুয়ায় একটি বক্তৃতা দান শেষে আমি ফিরে যাই আমার হোটেলে। দেখি কে একজন একটি পাণ্ডুলিপি রেখে গেছে রিসেপশনে। আমি অযাচিত কোনো পাণ্ডুলিপি পড়ি না। তবে এটি পড়লাম– একজন ব্রাজিলীয় পতিতার সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চার। ২০০০ সালে, আমি জুরিখ দিয়ে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওই পতিতার, পেশাদারভাবে সে সোনিয়া নামে পরিচিত। জানতে চাইল তার লেখা আমার পছন্দ হয়েছে কিনা। আমি বললাম লেখাটি আমার ব্রাজিলীয় প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিতে। তবে প্রকাশক শেষে সিদ্ধান্ত নেয় বইটি প্রকাশ করবে না। সোনিয়া ওই সময় ইটালি থাকত। জুরিখে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। সে আমাকে, আমার এক বন্ধু এবং 'ব্লিক' পত্রিকার এক মহিলা সাংবাদিককে (ইনি আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন) নিমন্ত্রণ জানাল ল্যাংস্ট্রাসে যাবার

জন্য। এটা স্থানীয় পতিতালয়। আমি জানতাম না সোনিয়া ইতিমধ্যে তার সহকর্মীদের বলে দিয়েছে যে আমরা আসছি। আমি অবাক হয়ে গেলাম দেখে অনেক মেয়েই এলো আমার লেখা বই হাতে। তারা অটোগ্রাফ চাইছিল।

ওই সময় সেক্স নিয়ে লেখার চিন্তা-ভাবনা চলছিল মাথায়। তবে প্লট বা মূল চরিত্রগুলো খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ল্যাংস্ট্রাসে গিয়ে মনে হলো সেক্স নিয়ে লিখতে হলে আসলে আগে জানা উচিত কেন সেক্স নিষিদ্ধ বস্তু।

'সুইস ম্যাগাজিন *L'llustree*'র এক সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপকালে আমি ল্যাংস্ট্রাসের অভিজ্ঞতার কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলছিলাম তাকে। সে এ নিয়ে দীর্ঘ একটি প্রতিবেদন রচনা করল।

এর ফল যা হলো– জেনেভায় বহু পতিতা এলো আমার অটোগ্রাফ নিতে। এদের একজন আমার নজর কেড়ে নেয়। এই মেয়েটির সঙ্গে আমি বেশ কয়েকদিন বৈঠক করি। সঙ্গে ছিল আমার এজেন্ট এবং বান্ধবী মোনিকা আন্তন। ওই মেয়ের সঙ্গে বৈঠকের ফলে জন্ম নিয়েছে *ইলেভেন মিনিটস*।

আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার সুইশ প্রকাশক অ্যানা ভন প্লান্টাকে যিনি তার দেশের পতিতাবৃত্তি সম্পর্কে আমাকে প্রচুর তথ্যের যোগান দিয়েছেন। ধন্যবাদ দিতে চাই জুরিখের সোনিয়াকেও যার সঙ্গে মানতুয়ায় প্রথম দেখা আমার (হয়তো একদিন তোমার বইও প্রকাশ হবে!) ধন্যবাদ রইল মার্থা, আন্তেনোয়া এবং ইসাবেলাকে। আরও ধন্যবাদ থাকল জেনেভার এমি, লুসিয়া, আন্দ্রেই, ভ্যানেসা, প্যাট্রিক, থেরেস ও অ্যানা ক্রিস্টিনাকে।

সবশেষে ধন্যবাদ দিব আসল মারিয়াকে, যার অভিজ্ঞতা আমাকে এ বই লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই মারিয়া বর্তমানে তার স্বামী এবং চমৎকার দুটি কন্যা সন্তান নিয়ে লুসানে বাস করছে।

পাওলো কোয়েলহো

ভূমিকা

রোদেলা'র তরুণ প্রকাশক রিয়াজের সঙ্গে বছরখানেক আগে বসুন্ধরা সিটির বর্ষার বইমেলায় পরিচয় করিয়ে দেন রুমী ভাই (প্রচ্ছদ শিল্পী এবং সায়েন্স ফিকশন সংকলন করে বিখ্যাত হাসান খুরশীদ রুমী।) রিয়াজ তখন প্রকাশনার জগতে পা দেয়ার তোড়জোড় করছেন। বললেন আমি যেন তাঁকে হিট কোনো লেখকের থ্রিলার অনুবাদ করে দিই। 'দিব'-আশ্বাস দিয়েছিলাম তাঁকে। এরপর রিয়াজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না আমার।

গত বইমেলায় তিনি চমৎকার প্রচ্ছদের একটি বই নিয়ে এসে হাজির। বললেন, 'দাদা, আপনাকে এ বইটি অনুবাদ করে দিতে হবে। রুমী ভাই বলেছেন এ ধরণের বই আপনার চেয়ে ভালো কেউ অনুবাদ করতে পারবে না।'

কী ধরণের বই ? বইয়ের নাম *ইলেভেন মিনিটস*, লেখক পাওলো কোয়েলহো। আমি এর আগে পাওলো কোয়েলহো'র নামই শুনি নি। (নাম না শোনারই কথা। কারণ আমার জগত থ্রিলার, হরর, সায়েন্স ফিকশন ও ক্ল্যাসিকস-এ সীমাবদ্ধ। কোয়েলহো'র জগত এ থেকে আলাদা।) রিয়াজ সোৎসাহে জানালেন কোয়েলহো নামকরা পর্তুগিজ লেখক, ব্রাজিলের হুমায়ূন আহমেদ। *ইলেভেন মিনিটস* তাঁর লেটেস্ট বই। এক পতিতাকে নিয়ে গল্প। রিয়াজ বইটি আরেকজনকে অনুবাদ করতে দিয়েছিলেন, (আমার কাছে ওই সময় আসেন নি কারণ তিনি জানতেন থ্রিলার বা হরর ছাড়া অন্য কিছুতে আমার তেমন উৎসাহ নেই।) সেই লোক নাকি বইটি কয়েকপাতা পড়েই রিয়াজকে ফেরত দেন 'অশ্লীল' বলে এবং পরামর্শ দেন এ বই প্রকাশ না করার জন্য। রিয়াজ তাঁর পরামর্শে

চটে লাল হয়ে যান এবং উল্টো তাঁকে শুনিয়ে দেন, যার মধ্যে সৃজনশীলতা নেই তাঁর পক্ষে কোয়েলহো'র বই'র মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এরপর রিয়াজ রুমী ভাই'র কাছে পরামর্শ চাইতে যান কাকে দিয়ে *ইলেভেন মিনিটস*-এর গ্রহণযোগ্য অনুবাদ করানো সম্ভব। রিয়াজের ভাষ্য অনুযায়ী, রুমী ভাই তাৎক্ষণিকভাবে আমার নাম উল্লেখ করে বলেন, 'অনীশই এ ধরণের বই অনুবাদে সেরা।'

রিয়াজের কথা শুনে আমি মুচকি হাসি। এ ধরণের বই বলতে রুমী ভাই কী বোঝাতে চেয়েছেন তা তিনিই জানেন, তবে আমার মনে হয় সরাসরি তিনি যেটা বলেন নি তাহলো- বইতে যৌন বর্ণনা থাকলে তা সংক্ষেপিত করার পক্ষপাতি আমি নই। এটা আমি কখনো করি না। কিছু থ্রিলার বইতে প্রচুর সেক্স থাকে। আমি সে সব বর্ণনায় কখনো কাঁচি চালাই না। কারণ লেখক যদি যৌন বর্ণনায় উদার হতে পারেন, অনুবাদক হিসেবে আমি কেন সেন্সরশিপের মাতব্বরী করতে যাব? তাছাড়া এসব বইতে আমি পরিষ্কার উল্লেখ করে দিই এগুলো অপ্রাপ্তবয়স্কদের পড়া বারণ।

যাহোক, রিয়াজের উৎসাহেও আমি শুরুতে খুব একটা উৎসাহ বোধ করি নি। কারণ যেসব লেখক সম্পর্কে আমি অবগত নই তাদের বই না পড়ে অনুবাদে সম্মতি প্রদানের কাজটি কখনোই করি না। তবু রিয়াজের অনুরোধে বইটি আমি বাসায় নিয়ে আসি এবং প্রথম পৃষ্ঠাটি পড়তে গিয়েই চমকে যাই। কী সুন্দর একটা শুরু... *এক দেশে ছিল এক পতিতা, নাম তার মারিয়া।* আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়তে থাকি। কোয়েলহো'র চমৎকার সহজ ভাষা, কাহিনীর গাঁথুনি কোথাও আটকায় না আমাকে, তরতর করে এগিয়ে যেতে থাকি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রকাশকদের চাপে এবং সময় স্বল্পতার জন্য অনেক সময়ই পুরো বইটা পড়া হয়ে ওঠে না আমার। তবে *ইলেভেন মিনিটস* এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করেছি আমি। এতই ভালো লেগেছে। আমার বোধগম্য হয় না রিয়াজের ওই অনুবাদক কী করে এতা চমৎকার একটি বইকে অশ্লীল আখ্যায়িত করলেন। বইটিতে কাহিনীর

প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় অনিবার্যভাবে এসেছে সেক্স। তবে কোয়েলহো'র দারুণ লেখনীতে সেইসব যৌন বর্ণনা শিল্প বা আর্টের রূপ পেয়েছে, কোনোভাবেই একে অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট করার অবকাশ নেই। পাঠক বইটি পড়লে আমার সঙ্গে একমত হবেন আশা করি।

ইলেভেন মিনিটস মারিয়া নামের এক ব্রাজিলীয় পতিতার চমৎকার মানবিক কাহিনী। বিদেশী এ কাহিনী পড়ার সময় আপনার কিন্তু মনে হবে না মারিয়া একজন বিদেশিনী, তাকে মনে হবে কাছের কেউ। তার জন্য আপনার মায়া লাগবে, কষ্ট হবে। বইটি পড়া শেষে একটি সুলিখিত উপন্যাস পাঠের তৃপ্তিতে সন্তুষ্ট হবেন। হয়তো পাওলো কোয়েলহো'র আরো বই পড়ার ইচ্ছে জাগবে আপনার। যেমনটি আমার জাগছে। ভাবছি রিয়াজকে বলব ব্রাজিলের হুমায়ূন আহমেদটির আরো বই আমাকে পড়তে দেওয়ার জন্য। উনি যদি আমাকে কোয়েলহো'র আর কোনো বই অনুবাদ করে দিতে বলেন, এবারে আমি কাজটা করে দিতে একপায়ে খাড়া।

অনীশ দাস অপু
মুঠো ফোন: ০১৭১২৬২৪৩৩৬

আর নগরীর সেই পাপিনী যখন জানতে পারলো যে, প্যারিসি'র বাড়িতে সে অবস্থান করছে, তখন সে একটি অভিশাপের ছোঁয়া বয়ে আনলো।

তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলো। অশ্রুতে তার পা ভিজে এলো। মাথার চুল এলোমেলো হয়ে গেল। সে তার পায়ে চুমো খেলো। ছোঁয়ায় সে উষ্ণ হলো।

আর প্যারিসি যখন তাকে নিষেধ করলো, সে দেখলো নিজেকে আর বললো, এই লোক, যদি সে মহামানব হয়ে থাকে, নারীর প্রতি তার নীতি ও ছোঁয়া, যে নারী একজন পাপিনী।

যিশু উত্তর দিল, সিমন, তাকে আমার কিছু বলার আছে। সে অনুগত এবং এক প্রভু, একথা বলা যায়।

দুজনের এই বিশ্বাস যেন পাঁচশত পেন্সের সমান। আর অন্যদের জন্য পঞ্চাশ পেন্স।

যেখানে তাদের পরিশোধ করার কিছুই নাই, তারা উভয়ই তা ক্ষমা করে দেন। কেননা তারা ভালোবাসে তাদের খুব গভীরভাবে।

একথা শুনে সিমন উত্তর দিল এবং বললো, আমি মনে করি, সে তাকে ক্ষমা করেছে, আর তাকে বলেছে, এটা অবশ্যই সঠিক বিচার।

ফিরে আসার মুহূর্তে মহিলাটি সিমনকে বললো, দেখে নাও এই নারীকে? সে প্রবেশ করেছে পাপের ঘরে, পায়ে ফেলেছে অশ্রু। এই অশ্রু ধুয়ে দিয়েছে তার পা, আর তার চুলে করেছে বিন্যস্ত।

সে আমাকে চুমেছে; যখনই আমি এসেছি। সে আমার পায়ের চুমোকে দীর্ঘায়িত করেছে।

আমার মাথায় তেল মেখেছে কিন্তু আঁচড় দেয় নি। কেবল পায়ে মালিশ মেখেছে।

শেষে আমি তাকে বলি, তার পাপ অনেক, আর তা ক্ষমা করা হয়েছে, তাকে অনেক ভালোবাসা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ক্ষমা যেমন ক্ষুদ্র ভালোবাসাও তেমনি ক্ষুদ্র।

লুক : ৭ : ৩৭-৪৭

প্রথম আর শেষের জন্য আমি
আমি হতাশ, আমি বিধ্বস্ত
আমি বেশ্যা, আমি পাপিনী
আমি বধূ, আমি কুমারি
আমি মা, আমি কন্যা
আমি আমার মায়ের একটি বাহু
আমি শিশুদের বাহক, সেই যারা আমারই
আমি বিবাহিতা নারী, আমি অশালীন
আমি নারী, জন্ম দেয় যে তাকে
যে কখনোই আটকে না
জন্মব্যথার শান্ত্বনা প্রাপ্ত আমি
আমি স্ত্রী, আমি স্বামী
আর যে ছিল আমার, যে সৃষ্টি করেছে আমাকে
আমি আমার পিতার একজন মা
আর স্বামীর একজন বোন আমি
বিচ্ছিন্ন হওয়া পুত্র সে আমার
শ্রদ্ধার সাথে সে আমার অস্তিত্ব সর্বদা,
এজন্য আমি লজ্জিতা আর ত্যাগিনীর একজন।

—আইসিসের প্রতি হেমন
খ্রিস্টপূর্ব ৩য় অথবা ৪র্থ শতাব্দী
নাগ হামাদি কর্তৃক আবিষ্কৃত



এক

একদেশে ছিল এক পতিতা, নাম তার মারিয়া। দাঁড়ান, দাঁড়ান। 'এক দেশে ছিল' কথাটা বাচ্চাদের রূপকথার মত শোনাচ্ছে না। আর 'পতিতা' শব্দটি তো প্রাপ্তবয়স্কদের। এরকম প্রত্যক্ষ বিভেদ নিয়ে কি করে গল্প শুরু করি? কিন্তু আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেহেতু এক পা দিয়ে রেখেছি রূপকথার ভুবনে, আরেক পা নরকের অতল খাদে, কাজেই শুরুটা এভাবেই হোক না।
এক দেশে ছিল এক পতিতা, নাম তার মারিয়া।

আরও অনেক বারবণিতার মতই সে জন্ম নিয়েছিল কুমারী, নিষ্পাপ একটি মেয়ে হিসেবে, কৈশোরে স্বপ্ন দেখত সে তার স্বপ্নের রাজপুত্রের দেখা পেয়েছে (ধনী, সুদর্শন, বুদ্ধিমান), তাকে বিয়ে করছে (বিয়ের পোশাক পরে), দু'টি সন্তান হয়েছে তাদের (তারা বড় হয়ে বিখ্যাত হবে) এবং বাস করছে চমৎকার একটি বাড়িতে (সেখান থেকে সাগর দেখা যায়)।

মারিয়ার বাবা ভ্রাম্যমান সেলসম্যান, কাঠখোট্টা ভাষায় যাকে বলে ফেরিঅলা। তার মা অতি সাধারণ গৃহিণী। মারিয়ারা থাকে ব্রাজিলের এক মফস্বলে, তাদের শহরে একটি মাত্র সিনেমা হল, একটি নাইটক্লাব এবং

একটি ব্যাংক। মারিয়া সব সময় স্বপ্ন দেখে একদিন হঠাৎ করেই হাজির হয়ে যাবে তার স্বপ্নের রাজপুত্তুর, ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে দুনিয়া দখল করতে।

স্বপ্নের রাজকুমারের দেখা পাবার আশায় প্রতীক্ষায় প্রহর গোণে মারিয়া। এগারো বছর বয়সে তার জীবনে প্রস্ফুটিত হলো প্রথম প্রেম। প্রেমে পড়ল মারিয়া, স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে।

মারিয়া সেদিন আবিষ্কার করল স্কুলের যাত্রাপথে সে একা নয়, আরেকটি ছেলেও একই রাস্তা ধরে স্কুলে যায়। ছেলেটি পাড়ারই, মারিয়া যে সময় স্কুলে যায়, একই সময় সে-ও স্কুলে যাচ্ছে। দু'জনের মাঝে বাক্য বিনিময় হয় না একবারও, তবে স্কুলে যাওয়ার সময়টুকু দারুণ উপভোগ করে মারিয়া। ধুলো মেখে, চাঁদি ফাটা গরমে প্রবল তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে ছেলেটি আগে আগে হাঁটে, মারিয়া ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে।

একই দৃশ্য অভিনীত হতে লাগল মাসের পর মাস; মারিয়া, পড়াশোনায় যার প্রবল অনীহা এবং টিভি দেখা যার একমাত্র শখ, প্রার্থনা করতে থাকে দিনগুলো যেন দ্রুত শেষ হয়ে যায়। তার বয়সী মেয়েদের মত ছুটির দিনগুলো মারিয়ারও নিতান্তই নীরস এবং একঘেয়ে কাটে । মারিয়ার প্রচণ্ড রাগ হয় কারণ দিনগুলো বিশাল লম্বা হলেও ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে সে মাত্র দশ মিনিট কাটানোর সময় পায় এবং বাকি হাজার হাজার ঘণ্টা তার ভেবে চলে যায় ছেলেটির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলে কী মজাটিই না হতো।

সুযোগটা মিলেও গেল একদিন।

সেদিন সকালে, স্কুলে যাবার পথে ছেলেটি এল মারিয়ার কাছে, জানতে চাইল মারিয়া তাকে একটি পেন্সিল ধার দিতে পারবে কি না। মারিয়া জবাব দিল না; আসলে অপ্রত্যাশিত এই আগমনে সে বরং বিরক্তই হয়েছে, তার পদক্ষেপ দ্রুততর হলো। সে আতঙ্ক বোধ করল দেখে ছেলেটি তার দিকেই আসছে, শঙ্কিত বোধ করল ভেবে ও হয়তো জেনে যাবে মারিয়া তাকে কতটা ভালোবাসে, তার জন্য কত ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করে, কত স্বপ্ন দেখে তার হাত সে নিজের মুঠোয় পুরে নিয়েছে, তার সঙ্গে স্কুলের গেটের সামনে দিয়ে

হন হন করে এগিয়েছে, চলে গেছে রাস্তার শেষ মাথায়, যেখানে– লোকে বলে– রয়েছে বিরাট এক শহর, সেখানে চলচ্চিত্র এবং টিভি তারকারা বাস করেন, আছে প্রচুর প্রেক্ষাগৃহ এবং মজা করার হাজারও উপকরণ।

সেদিন সারাদিন পড়ায় মন বসাতে পারল না মারিয়া, ছেলেটির সঙ্গে কেন অমন অদ্ভুত আচরণ করল ভাবতেই নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে । তবে একই সংগে মনের গভীরে স্বস্তি অনুভব করছে কারণ সে জানে ছেলেটির নজর কেড়েছে সে, পেন্সিল চাওয়াটা কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির অজুহাত মাত্র। কারণ মারিয়া লক্ষ করেছে ছেলেটি যখন তার কাছে এল, তার পকেটে কিন্তু পেন্সিল ছিল। মারিয়া ছেলেটির সঙ্গে কথা বলার সুযোগের অপেক্ষায় থাকল– রাত যায়- মারিয়া রিহার্সাল দেয় কীভাবে সে ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবে।

কিন্তু কথা বলার সুযোগ আর আসে না। যদিও একই সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছে দু'জনে। মারিয়া কখনও কয়েক কদম সামনে, ডান হাতে পেন্সিল, আবার কখনও ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়ে, বারবার তাকায় ছেলেটির দিকে। কিন্তু ছেলেটি মারিয়ার সঙ্গে কোনও বাতচিৎ করে না। মারিয়া ছেলেটিকে এক তরফা ভালোবেসে যাবার যন্ত্রণা সহ্য করে যেতে লাগল।

স্কুলে গরমের ছুটি চলছে। একদিন সকালে মারিয়া ঘুম থেকে জেগে দেখে তার পা মাখামাখি হয়ে গেছে তাজা খুনে। ও নির্ঘাৎ মারা যেতে চলেছে, নিশ্চিত হয়ে গেল মারিয়া। সে ছেলেটিকে একটি চিঠি লিখবে সিদ্ধান্ত নেয়। বলবে ছেলেটি ছিল তার জীবনের একমাত্র প্রেম। এরপর মারিয়া বনে চলে যাবে। ওখানে যে দুই ভয়ঙ্কর দানব থাকে তাদের যে কোনও একজনের হাতে খুন হয়ে যাবে সে। ওই দুই দানব ওদের শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছে। একটি হলো মায়া নেকড়ে, অপরজন মুলা-সেম-কাবেসা (এক ধর্মযাজকের রক্ষিতা, খচ্চরের রূপ ধরে ঘুরে বেড়ায় রাতের আঁধারে)। তবে মারিয়ার খোঁজ না পেয়ে তার বাবা মা হয়তো ভাববেন কেউ তাদের সুন্দরী মেয়েটিকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। একদিন মারিয়া ফিরে আসবে ধনী এবং খ্যাতিমান হয়ে। ওদের দরিদ্র শহরের গরীব বাবা-মা'রা

এরকমটাই আশা করেন কিনা। এদিকে মারিয়াকে দেখতে না পেয়ে তার কিশোর প্রেমিক নিদারুণ জ্বালায় দগ্ধ হবে। মারিয়াকে সে ভুলতে পারবে না। নিজেকে সে নির্যাতন করবে কেন মারিয়ার সঙ্গে কথা বলে নি।

তবে চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না। কারণ তার মা ঘরে এসে রক্তমাখা চাদর দেখে হেসে বলেন :

'তুমি এখন বড় হয়ে গেছ।'

মারিয়া বুঝে উঠতে পারে না পায়ের রক্তের সঙ্গে বড় হয়ে ওঠার মধ্যে কী সম্পর্ক। কিন্তু মা ওকে সন্তুষ্ট করার মত কোনও ব্যাখ্যা দিলেন না; তিনি শুধু বলেন এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, আজ থেকে, প্রতি মাসে চার/পাঁচদিন মারিয়াকে তার দু'পায়ের মাঝখানে পুতুলের বালিশের মত ি জিনিস পরে থাকতে হবে। মারিয়া জিজ্ঞেস করে ছেলেদের ট্রাউজার রক্ত ভরে গেলে তারা রক্তপাত বন্ধ করতে কোনও টিউব ব্যবহার করে কিনা। জবাব আসে, এ রকম রক্তস্রাবের ঘটনা কেবল মেয়েদের ক্ষেত্রেই ঘটে।

মারিয়া এ বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে নালিশ জানায়। কিন্তু অবশেষে 'মাসিক'-এর ব্যাপারটিতে সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তার জীবনযাত্রাও বদলে যায়। ছেলেদের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ একদম বন্ধ। তাকে শুধু শহরের গির্জায় যাবার অনুমতি দেয়া হয় এবং সেন্ট অ্যান্থনির সামনে শপথ নিতে হয় সে কখনও সেধে কোনও ছেলের সঙ্গে কথা বলতে যাবে না।

পরদিন নিজের সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরে স্কুলে যায় মারিয়া। ছুটির অসহ্য দিনের সমাপ্তি ঘটেছে বলে সে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। তবে রাস্তায় ছেলেটিকে দেখতে পায় না মারিয়া। আরেকটি যন্ত্রণাকাতর সপ্তাহ চলে যায়। মারিয়া স্কুলের বান্ধবীদের কাছে জানতে পারে ছেলেটি শহর ছেড়ে চলে গেছে। 'দূরের কোনও শহরে গেছে বলে শুনেছি' জানায় একজন।

ওই মুহূর্তে মারিয়া বুঝতে পারে কিছু কিছু জিনিস কখনও ফিরে পাওয়া যায় না। জানতে পারে 'দূরে কোনও শহরে' আছে, সে পৃথিবীটি বিশাল। সে তুলনায় তাদের নিজেদের শহরটি অতিশয় ক্ষুদ্র, এজন্যই তাদের শহর ছেড়ে দূরে চলে যায় মানুষ।

মারিয়ারও ইচ্ছে করে চলে যেতে। কিন্তু ওতো এখনও অনেক ছোট। তবু ধুলো মাখা নোংরা রাস্তার দিকে তাকিয়ে মারিয়া সিদ্ধান্ত নেয় সেও একদিন ছেলেটির পথ ধরবে। সে ভার্জিন মেরীর কাছে প্রার্থনা করে মেরী যেন তাকে দূরে কোথাও নিয়ে যাবার সুযোগ করে দেন।

ছেলেটি ঠিক কোথায় গেছে, খোঁজ-খবর করেও জানা সম্ভব হয় না। ছেলেটির জন্য মন খারাপ হয় মারিয়ার। তার মনে হতে থাকে পৃথিবীটা অনেক বড়, এখানে ভালোবাসা খুব বিপজ্জনক এবং ভার্জিন মেরী এতদূরের স্বর্গলোকের বাসিন্দা যে তাঁর কানে ছোটদের প্রার্থনা পৌঁছায় না।



দুই

তিন বছর কেটে গেল; মারিয়া ভূগোল এবং অঙ্ক শিখল, টিভিতে সে এখন নিয়মিত নাটক দেখে; স্কুলে পড়ল প্রথম যৌন পত্রিকা; নিজের নীরস, একঘেয়ে জীবনের বর্ণনা দিয়ে লিখতে শুরু করল ডায়েরি। স্কুলে যে সব বিষয় নিয়ে গল্প করা হয়– সাগর, বরফ, পাগড়ি মাথায় পুরুষ, অলঙ্কার পরা অভিজাত নারী, এদেরকে স্বচক্ষে দেখার অভিলাষ ব্যক্ত করে মারিয়া তার ডায়েরিতে।

পনের বছর বয়সে মারিয়া আবার প্রেমে পড়ল। হলি উইক অনুষ্ঠানে গিয়ে ছেলেটির সঙ্গে তার পরিচয় হলো।

ছেলেবেলার ভুলের পুনরাবৃত্তি করল না মারিয়া। তারা কথা বলল, সম্পর্ক মোড় নিল বন্ধুত্বে এবং পার্টি ও সিনেমায় যেতে লাগল একত্রে। প্রথম ছেলেটির মতো দ্বিতীয় ছেলেটির ক্ষেত্রেও একই জিনিস লক্ষ করল মারিয়ার। সে প্রেমিকের অবর্তমানেই বরং তার প্রতি বেশি প্রেম অনুভব করছে, সে কল্পনা করে পরের দিন যখন মিলিত হবে, কী কথা বলবে, একত্রে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত সে স্মরণ করে, চেষ্টা করে বুঝতে। সে কী ঠিক কাজটি করেছে আর ভুলটাই বা কী করেছে। নিজেকে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তরুণী ভাবতে ভালো

লাগে মারিয়া। যার জীবন থেকে কিনা ফস্কে গেছে প্রথম প্রেম এবং যে এই যন্ত্রণার স্বরূপ জানে। এখন সে এই লোকটিকে বিয়ে করার জন্য সকল শক্তি দিয়ে লড়াই করতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। মারিয়া একে বিয়ে করে তার সন্তান জন্ম দেবে, সাগর তীরে তাদের বাড়ি হবে– এ স্বপ্নে সে বিভোর। সে মা'র সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলল।

মা মিনতির গলায় বললেন,' কিন্তু তুমি তো এখনও ছোট, সোনা।'

'তুমি কিন্তু বাবাকে ষোলো বছর বয়সে বিয়ে করেছ।'

মা আর বললেন না যে আকস্মিক গর্ভধারণের কারণে ওই সময়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। 'তখন ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম' বলে মা তর্কের অবসান ঘটান।

পরদিন মারিয়া তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে গাঁয়ের ধারে গেল বেড়াতে। ওরা অল্পস্বল্প কথা বলছে, মারিয়া জানতে চাইল ছেলেটি ঘুরে বেড়াবে কিনা। জবাব না দিয়ে বয়ফ্রেন্ড মারিয়াকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল।

মারিয়ার প্রথম চুম্বন! এ মুহূর্তটির জন্য কত না স্বপ্ন দেখেছে সে। চুমু খাওয়ার জন্য নিসর্গও কত চমৎকার– সারস উড়ছে, অস্ত যাচ্ছে সূর্য, দূর থেকে ভেসে আসছে সঙ্গীত। মারিয়া পিছিয়ে যাবার ভান করল, কিন্তু পরক্ষণে সিনেমা এবং টিভিতে দেখা দৃশ্যের মত আলিঙ্গন করল প্রেমিককে : ছেলেটির ঠোঁটে ঘষতে লাগল নিজের রসে টসটস অধর, মাথাটা ছন্দবদ্ধভাবে ডানে-বামে ঘোরাচ্ছে। টের পেল তার দাঁতের ফাঁকে ঢুকে গেছে প্রেমিকের জিভ। স্বাদটা দারুণ লাগল মারিয়ার কাছে।

হঠাৎ বিরতি দিল ছেলেটি। জিজ্ঞেস করল :

'তুমি চাওনা?'

কী জবাব দেবে মারিয়া? ওকি চায় ঘটনাটা ঘটুক? অবশ্যই চায়। কিন্তু কোনও নারীর এভাবে নিজেকে মেলে ধরা উচিত নয়, বিশেষ করে তার ভবিষ্যৎ স্বামীর কাছে, তাহলে বাকি জীবনটা সে হয়তো মারিয়ার 'হ্যাঁ' বলার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু খুঁজে বেড়াবে, ভাববে মারিয়া সহজলভ্য বস্তু। মারিয়া চুপ করে রইল।

ছেলেটি আবার চুমু খেতে লাগল মারিয়াকে। তবে এবার আগের মত উৎসাহ নিয়ে নয়। আবার থেমে গেল ছেলেটি। লাল মুখ। মারিয়া বুঝতে

পারে কিছু একটা ভজকট হয়ে গেছে, তবে সমস্যাটা জানতে চাইতে ভয় লাগল ওর। প্রেমিকের হাত ধরল ও, একসঙ্গে ফিরে এল শহরে অন্যান্য নানান বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে, যেন কিছুই ঘটেনি ওদের মধ্যে।

সে রাতে মারিয়া ডায়েরিতে লিখল :

> *আমরা যখন কারও সঙ্গে মিলিত হই এবং প্রেমে পড়ি, তখন আমাদের মনে হয় গোটা পৃথিবী চলে এসেছে হাতের মুঠোয়। আজ সূর্যাস্তের সময় আমার এমনই মনে হয়েছিল। কিন্তু কী যে হঠাৎ করে হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। সুন্দর কি এত দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে?*
> *জীবন খুব দ্রুত এগিয়ে চলে। আমাদেরকে এক লহমায় নিয়ে যায় স্বর্গ থেকে নরকে।*

পরদিন বিষয়টি নিয়ে বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলল মারিয়া। ওরা সবাই ওকে তার ভবিষ্যৎ 'বাগদত্ত'র সঙ্গে ঘুরতে যেতে দেখেছে। বান্ধবীরা আগ্রহে মরে যাচ্ছে কী ঘটেছে জানার জন্য, মারিয়া উৎসাহে টগবগ করতে করতে চুম্বনের বর্ণনা দিয়ে চলল। যেই বলল ছেলেটির জিভ যখন তার দাঁত স্পর্শ করেছে তখন মারিয়া কামড়ে দিয়েছে জিভ, হেসে উঠল একটি মেয়ে।

'তুমি তোমার মুখ খোলো নি?'

হঠাৎ সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায় মারিয়ার কাছে– ছেলেটির প্রশ্ন, তার হতাশা।

'কীসের জন্য?'

'ওর জিভ তোমার মুখের মধ্যে ঢোকানোর জন্য।'

'তাতে কী হবে?'

'তাতেই সবকিছু হয়। নারী-পুরুষ এভাবেই চুমু খায়।'

মারিয়ার অনভিজ্ঞ চুম্বন অভিজ্ঞতা নিয়ে বান্ধবীরা খুব হাসাহাসি করে। মারিয়াও হাসার ভান করে, যদিও তার আত্মা কাঁদছিল। যে সব ছবি সে দেখেছে ওগুলোকে মনে মনে গালিগালাজ করে মারিয়া। কারণ সিনেমায় সে দেখেছে চুমু খাওয়ার সময় মেয়েটির চোখ বুজে যায়, হাত রাখে পুরুষের মাথায়, মেয়েটি নিজের মাথা ঈষৎ ডানে-বামে নাড়াতে থাকে। তবে চুম্বনের আসল বিষয়টিই তারা দেখায় নি। মারিয়া আবার চুমু খাওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে।

তিন দিন পরে ছেলেটির সঙ্গে মারিয়ার দেখা হলো স্থানীয় এক ক্লাবের পার্টিতে, দেখল তার এক বান্ধবীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওই বান্ধবীই মারিয়ার কাছে চুমুর অভিজ্ঞতা শুনতে চেয়েছিল। মারিয়া বান্ধবীকে দেখেও না দেখার ভান করে। সে তার অন্য বান্ধবীদের সিনেমা তারকা, স্থানীয় ছেলেদের নিয়ে গল্প করতে থাকে। তার বান্ধবীরা তার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, এ বিষয়টিও অগ্রাহ্য করে মারিয়া।

বাড়ি ফিরে এসে সারা রাত কাঁদল ও। পরবর্তী আটটি মাস দগ্ধ হলো ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণায়। অবশেষে এ সিদ্ধান্তে এল প্রেম-ট্রেম তার জন্য নয়। তাকে প্রেম করার জন্য তৈরি করা হয় নি, প্রেমও তার জন্য প্রস্তুত নয়। সন্ন্যাসিনী হবার সিদ্ধান্ত নেয় মারিয়া। ঠিক করে বাকি জীবনটা উৎসর্গ করবে এমন এক ভালোবাসার জন্য যা তাকে আঘাত করবে না, অন্তরে সৃষ্টি করবে না যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতের। সে যীশুর জন্য ভালোবাসায় কাটিয়ে দেবে সারা জীবন। স্কুলে আফ্রিকাগামী মিশনারীদের নিয়ে পড়ানো হয়, মারিয়ার ধারণা ওই জগতে প্রবেশ করাই তার জন্য ভালো হবে। সে এই নীরস জীবন থেকে মুক্তি পাবে। পরিকল্পনা করে কনভেন্টে ঢুকবে, শিখবে প্রাথমিক চিকিৎসা, (শিক্ষকরা বলেছেন আফ্রিকায় বহু লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে), ধর্মের ক্লাসে মন দিয়ে পড়াশোনা করবে, কল্পনায় দেখতে থাকে সে আধুনিক যুগের সন্ন্যাসিনী হয়ে মানুষের জীবন রক্ষা করছে এবং সিংহ ও বাঘ অধ্যুষিত আফ্রিকার অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্ভয়ে।

পনেরো বছর বয়সে মারিয়া শুধু শিখলই না যে মুখ খুলে চুমু খেতে হয়, প্রেম যে যন্ত্রণা দেয় তাও সে জানল। তবে এ বয়সে সে আরেকটি অভিজ্ঞতার

সঙ্গে পরিচিত হলো : বমেছল। হঠাৎ করেই ঘটল ঘটনাটা। সে বাড়িতে বসে মা'র জন্য অপেক্ষা করছিল। অলস হাত ঘোরাঘুরি করছিল নিজের যৌনাঙ্গে। ছেলেবেলা থেকেই যৌনাঙ্গ ঘাটাঘাটি করে আসছে সে, মজা লাগে এতে। একদিন বাবা ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে সপাটে চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন মেয়ের গালে। মারিয়া চড় খেয়ে হাঁ হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারে নি তার দোষটা কী। কারণ বাবা ব্যাখ্যা করেন নি। তবে মারের কথাটা জীবনে ভোলে নি সে, পরে জেনেছে জনসমক্ষে একান্ত অঙ্গ নিয়ে ঘষাঘষি শোভনীয় নয়। যেহেতু রাস্তায় বসে কাজটা করা যাবে না এবং বাড়িতে নিজের কোনও ঘর ছিল না তা-ই মারিয়া যৌনাঙ্গ ঘর্ষণের আনন্দের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

সেদিন বিকেলে, চুমু খাওয়ার মাস ছয় পরে, মা'র বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছিল, মারিয়ার করার মত কোনও কাজও ছিল না; বাবা তার এক বন্ধুর সঙ্গে বাইরে গেছেন, টিভিতেও চিত্তাকর্ষক কিছু দেখাচ্ছিল না, সে নিজের শরীর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অপ্রত্যাশিত লোম চোখে পড়লে তুলে ফেলবে। যোনি দেশ ফাঁক করে দেখছিল মারিয়া। অবাক হয়ে লক্ষ করল তার যৌনাঙ্গের ঠিক উপরে ছোট্ট একটি মাংসখণ্ড ফুলে আছে; মাংসখণ্ডে আঙুল ছোঁয়াল মারিয়া। অদ্ভুত আবেশে শিরশির করে উঠল তনু-মন। সে বারবার আঙুল দিয়ে ঘষতে লাগল জায়গাটা। অসহ্য একটা সুখে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ও। সারা শরীরে কী যে একটা সুখ! ভাষায় প্রকাশ করার নয়। দেখতে দেখতে যোনির উপরের মাংসখণ্ডটি শক্ত ও খাড়া হয়ে উঠল। ওখানটাতে যত ঘষছে মারিয়া, তত স্বর্গসুখে আকুল হয়ে উঠছে। হঠাৎ সুখময় অনুভূতিটা প্রচণ্ড হয়ে উঠল, শক্ত মাংসখণ্ডে দ্রুততর হয়ে উঠল আঙুল চালনা, মারিয়ার শরীর ঝাঁকি খেতে লাগল, মুখ দিয়ে 'আহ্! আহ্!' গোঙানি বেরিয়ে আসছে, ও যেন কিছু দেখতে পাচ্ছে না, শুনতে পাচ্ছে না, পুরো দুনিয়া আকস্মিক হলুদ রঙ ধারণ করল। তীব্র সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে, গোঙাতে গোঙাতে রেতঃপাত ঘটল পঞ্চদশী মারিয়ার।

রেতঃপাত!

এ যেন স্বর্গে ভাসতে ভাসতে তারপর প্যারাসুটে চেপে ধীরগতিতে মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন। ঘামে জবজবে মারিয়ার গা, কিন্তু পূর্ণ একটা শক্তিতে

বলীয়ান। সে তৃপ্ত, সন্তুষ্ট। তাহলে এর নাম সেক্স! কী দারুণ একটা অনুভূতি! এ সুখের জন্য পুরুষ মানুষের দরকার হয় না বরং নারী শরীর চায় কিন্তু নারীর অনুভূতির মূল্যায়ন করে না। এ সুখের রাজ্যে একা একাই প্রবেশ করতে পারে মারিয়া, কারও হাত ধরার দরকার নেই।

আবার হস্তমৈথুন করল মারিয়া। এবারে কল্পনা করল এক সিনেমা তারকাকে। কল্পনায় দেখল তারকাটি ওকে আদর করছে, ওর সারা শরীরে হাত বোলাচ্ছে, হরণ করছে মারিয়ার অনাঘ্রাতা যৌবন। মুভিস্টারের কথা কল্পনা করতে করতে আবার সুখের স্বর্গে চলে গেল মারিয়া, স্বপ্নের পরে ভাসতে ভাসতে নেমে এল মাটির পৃথিবীতে। প্রথমবারের চেয়েও বেশি মজা পেল। মজাটা আবার নিতে ইচ্ছে করল মারিয়ার। সম্ভব হলো না মা এসে পড়ায়।

মারিয়া তার নতুন আবিষ্কার নিয়ে গল্প করল বান্ধবীদের সঙ্গে। তবে সদ্য এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার কথা চেপে গেল। ওদের প্রায় সবাই– দু'জন বাদে– এ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত, তবে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার সাহস পায় নি কেউ। মারিয়ার মনে হলো সে যেন একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে। 'গোপন স্বীকারোক্তি'র একটা খেলা যেন এটা, মারিয়া তার নেত্রী। সবার কাছে একে একে জানতে চাইল কে কীভাবে স্বমেহন করে। জানল হস্তমৈথুনে একেকজন একেকরকম কৌশল অবলম্বন করে। একজন জানাল প্রচণ্ড গরমের সময় (ঘামলে নাকি সেক্স বাড়ে) সে হাঁসের পালক ঘষতে থাকে ওই জায়গাটায় (জায়গাটির নাম সে জানে না)। আরেকজন বলল তাকে তার ছেলেবন্ধু ওখানটা ঘষে দেয়, তার অতিক্রুত রেতঃপাত ঘটে (মারিয়া ভাবে, এ আনন্দ পেতে ছেলে বন্ধুর দরকার নেই) একজন বাথরুমে বসে শাওয়ারের মুখ ব্যবহার করে। শাওয়ার থেকে ঝিরঝির ধারায় জল পড়ে, জলের স্পর্শে অতুলনীয় সুখ পাওয়া যায়। (মারিয়ার বাসায় শাওয়ার নেই। তবে সে বড়লোক কোনও বান্ধবীর বাসায় গিয়ে এ অভিজ্ঞতাটা সঞ্চয় করবে।)

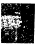
স্বমেহন আবিষ্কার এবং এটা করার নানান কৌশল জানার পরে সন্ন্যাসিনী হবার চিন্তা বাদ দিয়ে দিল মারিয়া। মাস্টারবেশন আশ্চর্য সুখ দেয় মারিয়াকে। যদিও ওর দু'একজন বান্ধবী বলেছে মাস্টারবেশনে যৌনাঙ্গে দাগ

পড়ে যায়, পাগল হয়ে যায় মানুষ, মা হতে পারে না। কিন্তু এতসব ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও সপ্তাহে অন্তত একদিন, বিশেষ করে বুধবার (ওইদিন বাবা তাস খেলতে যান বন্ধুদের সঙ্গে) এ আশ্চর্য আনন্দের সঙ্গী হয় মারিয়া।

একই সঙ্গে ছেলেদের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিল মারিয়া এবং ক্ষুদ্র এ শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার তাগিদ আরও বেশি অনুভব করছিল। সে তৃতীয় এবং চতুর্থবারের মত প্রেমে পড়ল। সে এখন জানে কীভাবে চুমু খেতে হয়। সে ওদেরকে স্পর্শ করে, নিজেকে ছুঁতে দেয়, কিন্তু সবসময়ই একটা না একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। অমুক ছেলেটির সঙ্গে বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মারিয়ার সম্পর্কের অবসান ঘটে ওই মুহূর্তে যখন ছেলেটির সঙ্গে আর মিলিত হওয়া সম্ভব হয় না।

দীর্ঘদিন পরে মারিয়া উপসংহারে পৌঁছায় পুরুষরা আসলে তার জন্য শুধু যন্ত্রণা এবং হতাশাই নিয়ে আসে।

এক বিকেলে এক মাকে তার দু'বছরের ছেলের সঙ্গে খেলা করতে দেখে মারিয়া ভাবে সে ঠিকই বিয়ে করবে, তার সন্তান হবে, থাকবে সাগর-তীরে বাড়ি, তবে সে আর কোনওদিন কারও প্রেমে পড়বে না। কারণ প্রেম সবকিছু নষ্ট করে দেয়।



তিন

বয়ঃসন্ধিকাল পার হয়ে আসে মারিয়া। সে যত বড় হচ্ছে, ততই যেন তার রূপ ফেটে পড়ছে। তার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরেরা তার পাশে গুঞ্জন করে। কোনওদিন প্রেম না করার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও সে একেকদিন একেক ছেলের সঙ্গে ডেট করে। এমনি একদিন ডেটিং-এ কুমারীত্ব বিসর্জন দিল মারিয়া। একটি গাড়ির পেছনের আসনে শুয়ে।

পরস্পরের শরীর স্পর্শ করছিল ওরা। ছেলেটি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কারণ তার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একমাত্র তারই নারীসঙ্গের অভিজ্ঞতা নেই। সে মারিয়ার শরীরে প্রবেশ করল। স্বমেহন মারিয়াকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যৌন মিলন তাকে দিল ব্যথা! এবং এ কাজটা করতে গিয়ে তার স্কার্টে রক্ত লেগে গেল (এ রক্তের দাগ তুলতে গিয়ে জান শেষ হয়ে গিয়েছিল মারিয়ার)। প্রথম চুম্বনের জাদুকরী অনুভূতি ছিল না এর মধ্যে–সারস পাখির উড়ে যাওয়া, সূর্যাস্ত, সঙ্গীত... তবে ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল না মারিয়া।

ছেলেটির সঙ্গে আরও কয়েকবার মিলিত হলো মারিয়া। যদিও ছেলেটি আর চাইছিল না বলে তাকে হুমকি দিতে হয়েছে। মারিয়া বলল সে যা বলছে তা যদি ছেলেটি না করে তবে সে তার বাবাকে বলে দেবে ছেলেটি তাকে

ধর্ষণ করেছে। মারিয়ার বাবার ভয়ে ছেলেটিকে মারিয়ার নির্দেশ পালন করতে হলো। ছেলেটিকে মারিয়া ব্যবহার করছিল কিছু শেখার আশায়। একজন পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে যৌন মিলনে কতটা আনন্দ পাওয়া যায় জানতে চাইছিল মারিয়া।

তবে যৌন মিলনের বিষয়টি তেমন পরিষ্কার হলো না মারিয়ার কাছে। তার কাছে হস্তমৈথুন বরং অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক এবং কম ঝামেলামুক্ত মনে হয়েছে। অথচ মারিয়া যত পত্রিকা পড়েছে, টিভি অনুষ্ঠান দেখেছে, তার বান্ধবীদের কাছে শুনেছে, সবকিছু এবং সবার বক্তব্য এক– যৌন আনন্দের জন্য পুরুষ অবশ্য প্রয়োজনীয়। মারিয়া ভাবে তার বোধহয় ভয়ানক কোনও যৌন সমস্যা হয়েছে। সে এটা ভুলে থাকতে পড়ায় বেশি বেশি মনোযোগী হলো। প্রেমের মত সুন্দর বিষয়টি সে ভুলে গেল।

মারিয়ার ডায়েরি থেকে, যখন তার বয়স সতের :

> আমার লক্ষ্য হলো ভালোবাসা কী তা বুঝতে পারা। আমি জানি আমি যখন প্রেমে পড়তাম তখন কেমন জীবন্ত হয়ে উঠতাম, কিন্তু এখন আমার সবকিছু আছে, অথচ কোনও কিছুই আমাকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে না।
>
> *তবে ভালোবাসা ভয়ানক জিনিস : আমি আমার বান্ধবীদের কষ্ট পেতে দেখেছি এবং চাই না ওরকম ঘটনা আমার জীবনেও ঘটুক। ওরা আমার সরলতা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত। কিন্তু এখন জানতে চায় আমি কীভাবে পুরুষদের বশ করি। আমি শুধু হাসি, কিছু বলি না। কারণ আমি তো আসলে প্রেমে পড়ি না। প্রতিটি দিন আমি আবিষ্কার করি পুরুষরা কত অসহায়, অস্থির, অনিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মানুষ। অবাক ব্যাপার, আমার কয়েকজন বান্ধবীর বাবাও আমাকে প্রেম করার প্রস্তাব দিয়েছেন। আমি তাঁদের সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছি।*

প্রথমে রুষ্ঠিত হয়েছি, পরে ভেবেছি পুরুষ জাতটাই এরকম।

যদিও আমার লক্ষ্য ভালোবাসা কী তা জানা এবং যদিও আমি যাদেরকে মন দিয়েছি তাদের কথা ভেবে বক্ষস্পন্দিত হই, তবু আমি দেখতে পাই যারা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে তারা আমার শরীর জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে আর যারা আমার দেহ উত্তপ্ত করতে পেরেছে তারা আমার অন্তর ছুঁতে পারে নি।

চার

উনিশে পা দিল মারিয়া, বিদায় জানাল কলেজ জীবন, এক কাপড় ব্যবসায়ীর দোকানে চাকরি পেয়ে গেল। খুব দ্রুত তার বস তার প্রেমে পড়ল। তবে মারিয়া এখন জানে নিজেকে স্পর্শ করতে না দিয়েও কীভাবে পুরুষদের ব্যবহার করতে হয়। লোকটা মারিয়ার শরীর ছোঁয়ার সুযোগই পেল না যদিও নিজের সৌন্দর্যের শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন মারিয়ার ছেনালিপনায় কখনও আপত্তি ছিল না।

সৌন্দর্যের শক্তি। সবাই সুন্দরী হলে কুৎসিত মেয়েদের কী হবে? মারিয়ার কিছু বান্ধবী আছে যাদেরকে পার্টিতে কেউ ফিরে দেখে না, কোনও পুরুষ তাদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না। এরা স্বাধীনচেতা, যদিও মারিয়ার ধারণা এদের জীবনটা কষ্টের।

মারিয়া জানে সে কতটা আকর্ষণীয়া, মা'র বেশিরভাগ বকবক এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেলেও একটা কথা সে কখনও ভোলে না : 'রূপ, মাগো চিরস্থায়ী নয়।' এ কথাটা গুরুত্ব দেয় বলেই বসের কাছে সে নিজেকে দুর্লভ করে রাখে। বস তাকে একটু ছোঁয়ার আশায় তার বেতন বাড়িয়ে দেয় দ্বিগুণ (মারিয়া জানে না কতদিন সে বসকে এভাবে সুতোয়

ঝুলিয়ে নাচাতে পারবে, তবে যদ্দিন পারে, ঝোলাবে। এর মধ্যে ভালো পয়সা কামিয়ে নেবে মারিয়া)। বস মারিয়াকে ওভারটাইম দেয় (কর্মঘন্টা শেষ হবার পরেও মারিয়া কাজ করে। এবং বস ইচ্ছে করেই মারিয়াকে আটকে রাখে। তার দুশ্চিন্তা মারিয়াকে নির্দিষ্ট সময়ে ছুটি দিলে সে যদি সন্ধ্যায় বেড়াতে যায় তাহলে হয়তো মারিয়ার কোনও প্রেমিক পুরুষ জুটে যাবে!)

টানা দু'বছর কাপড়ের দোকানে কাজ করল মারিয়া, প্রতি মাসে বাবা-মা'কে টাকা দিল জমা রাখার জন্য। স্বপ্নের শহরে অন্তত এক সপ্তাহ কাটিয়ে আসার মত টাকা জোগাড় হয়ে গেল মারিয়ার। সেই শহরে যাবে সে যেখানে সিনেমা ও টিভি তারকারা বাস করেন, যে শহরের ছবি আছে তার কাছে : *রিও ডি জেনিরো।*

মারিয়ার বস প্রস্তাব দিল সে মারিয়াকে রাজধানী থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে। সমস্ত খরচ তার। মিথ্যা বলল মারিয়া। জানাল বিশ্বের সবচে' বিপজ্জনক শহরের একটিতে যেহেতু সে যাচ্ছে, কাজেই তার মা শর্ত জুড়ে দিয়েছেন ওখানে এক কাজিনের বাসায় তাকে উঠতে হবে। সে কাজিন আবার জুডো জানে।

'তাছাড়া, স্যার,' বলল মারিয়া, 'বিশ্বস্ত কাউকে না পেলে আপনি তো দোকান ছেড়ে যেতেও পারবেন না।'

'আমাকে 'স্যার' বলো না,' বলে তার বস। মারিয়া তার চোখে ভালোবাসার স্ফুলিঙ্গ দেখতে পায়। বিস্মিত হয় সে। কারণ– তার ধারণা ছিল বস শুধু তাকে বিছানায় নিয়ে যেতেই আগ্রহী, কিন্তু তার চোখ বলছে বিপরীত কথা : 'তোমাকে আমি একটি বাড়ি কিনে দেব, একটি পরিবার দেব, তোমার বাবা-মাকে কিছু টাকা দেব।' ভবিষ্যতের কথা ভেবে স্ফুলিঙ্গ একটু উস্কে দেয় মারিয়া।

বলে সে চাকরিটা খুব মিস করবে, কারণ তার কলিগরা তার বসের খুব প্রশংসা করেছে। মারিয়া তার বসকে নিয়ে যেতে চায় না কারণ জীবনে এই প্রথম সে স্বাধীনভাবে কোথাও যাবার পরিকল্পনা করেছে। সে সবকিছু

করবে– সাঁতার কাটবে সাগরে, অচেনা মানুষদের সঙ্গে গল্প করবে, দোকানপাট ঘুরে দেখবে, অপেক্ষা করবে স্বপ্নের রাজপুত্তুরের যে এসে ওকে নিয়ে যাবে। এই স্বপ্নে বাগড়া দিতে কাউকে সঙ্গী করতে রাজি নয় মারিয়া।

'একটা সপ্তাহই তো?' মদির হাসি ফোটায় মারিয়া।

'ও দেখতে দেখতে চলে যাবে। আমি শীঘ্রি এসে আবার আপনার কাজে যোগ দেব।'

করুণ চেহারা নিয়ে বস মারিয়াকে ছুটি দেয়। সিদ্ধান্ত নেয় মারিয়া ফিরে এলেই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, এখনই জোরাজুরি করে সবকিছু নষ্ট করার মানে হয় না।

টানা আটচল্লিশ ঘণ্টা ভ্রমণ শেষে স্বপ্নপুরীতে পৌঁছুল মারিয়া। কোপাকাবানায় (কোপাকাবানা! সেই সাগর সৈকত, সেই আকাশ) সস্তা একটি হোটেলে উঠল। ব্যাগট্যাগ রাখার আগেই সঙ্গে নিয়ে আসা বিকিনি হাতে ছুটল সৈকত অভিমুখে। মেঘলা দিনে ফুঁসে উঠেছে সাগর। বড় বড় ঢেউগুলো ভীত চোখে দেখল মারিয়া, তবু সাহস সঞ্চয় করে নেমে পড়ল জলে।

কেউ জানে না এটাই মারিয়ার প্রথম সমুদ্র-স্নান। কিছুক্ষণ জলে হুটোপুটি করে বালুকা বেলায় উঠে এসেছে মারিয়া, স্যান্ডউইচ বিক্রেতা এক মহিলা তার দিকে এগিয়ে এল। সঙ্গে সুদর্শন চেহারার এক কৃষ্ণাঙ্গ। তাদের পেছনে আরেকজন। কৃষ্ণাঙ্গ মারিয়ার কাছে জানতে চাইল আজ রাতে মারিয়া তাকে সঙ্গ দিতে পারবে কিনা। অপরজন পর্তুগীজ জানে না, অঙ্গভঙ্গি করে জানতে চাইল মারিয়া ডাবের জল খাবে কি না।

স্যান্ডউইচ কিনল মারিয়া কারণ 'না' বলতে বিব্রত বোধ করছিল, তবে অচেনা লোক দু'টির সঙ্গে কথা বলল না। হঠাৎ হতাশা গ্রাস করল তাকে : সে তো এখন যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে, তাহলে এরকম হাস্যকর আচরণ করছে কেন? উপযুক্ত কোনও ব্যাখ্যা না পেয়ে চুপচাপ বসে রইল বালুর উপর। এখন গরম চলছে, তবু সাগরের জল আশ্চর্য ঠাণ্ডা।

পর্তুগীজ না জানা লোকটা হাতে পানীয় নিয়ে আবার হাজির হলো। গ্লাসটা দিল মারিয়াকে। লোকটার সঙ্গে কথা বলতে হবে না ভেবে স্বস্তির

নিশ্বাস ফেলল মারিয়া, ডাবের জলের গ্লাসে চুমুক দিল। হাসল লোকটার দিকে তাকিয়ে। লোকটাও ফিরিয়ে দিল হাসি। এই অর্থহীন আলাপচারিতা কিছুক্ষণ চালিয়ে গেল ওরা। মারিয়া একটু হাসছে, প্রত্যুত্তরে লোকটাও দাঁত দেখাচ্ছে। লোকটা অবশেষে পকেট থেকে লাল রঙের একখানা অভিধান বের করল। অদ্ভুত উচ্চারণে বলল– 'বোনিটা'– 'সুন্দরী'। মারিয়া হাসল আবার। তার স্বপ্নের রাজপুত্তুরকে অবশ্যই মারিয়ার দেশের ভাষা জানতে হবে এবং বয়স হতে হবে আরও কম।

লোকটা ছোট বইটির পাতা উল্টে যেতে লাগল :

'সাপার... আজ রাতে?'

তারপর সে বলল

'সুইটজারল্যান্ড!'

তারপর কথা শেষ করল সে এমন দু'টি শব্দ উচ্চারণ করে যা স্বর্গের ঘন্টার মত বাজল। এ শব্দ যে কোনও ভাষায় বলা যায়।

'কাজ! ডলার!'

সুইটজারল্যান্ড নামে কোনও রেস্টুরেন্টের কথা জানা নেই মারিয়ার, স্বপ্ন কি সত্যি এত দ্রুত পূরণ হয়? সে বলল, আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। তবে আমি একটা চাকরি করছি এবং ডলার কেনার কোনও ইচ্ছেও আমার নেই।

মারিয়ার একটা কথাও বুঝতে পারল না লোকটা, হতাশায় গুড়িয়ে উঠল। আরও কিছু মুচকি হাসি বিনিময়ের পরে সে কিছুক্ষণের জন্য মারিয়াকে ছেড়ে গেল। ফিরে এল একজন দোভাষী নিয়ে। দোভাষীর মারফত জানাল, সে সুইটজারল্যান্ড থেকে এসেছে (ওটা দেশ, রেস্টুরেন্ট নয়) এবং সে মারিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চায় একটি সম্ভাব্য চাকরির প্রস্তাব দেয়ার জন্য। দোভাষী বিদেশী টুরিস্টদের দেখাশোনার দায়িত্বে আছে, পাশাপাশি হোটেলে নিরাপত্তা রক্ষীরও চাকরি করে। সে বলল :

'আমি আপনার জায়গায় হলে এ প্রস্তাব লুফে নিতাম। এ লোক খুব মালদার ব্যবসায়ী, ইউরোপে কাজ করার জন্য নতুন প্রতিভা খুঁজছে। চাইলে এ লোকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে এমন কয়েকজনের সঙ্গে আপনার পরিচয়

করিয়ে দিতে পারি। তারা ধনী হয়ে গেছে, বিয়ে শাদী করে মা-ও হয়েছে। সন্তানদের অপহরণ হয়ে যাওয়া কিংবা বেকার হবার ভয় তাদের নেই।'

আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মারিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য সে যোগ করল; 'তাছাড়া সুইটজারল্যান্ড দারুণ চকোলেট এবং ঘড়ি বানায়।'

মারিয়ার স্টেজে অভিজ্ঞতা বলতে হলিউইকে স্থানীয় কাউন্সিল আয়োজিত নাটকে পানি বিক্রেতার ভূমিকায় অভিনয়। তবে সে এ প্রস্তাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল। ভাবল ভার্জিন মেরী তাকে একটা সুযোগ দিয়েছেন। অন্তত এ লোকের প্রস্তাবের সুযোগে ভালো রেস্টুরেন্টে খাওয়া যাবে। বাড়ি গিয়ে গল্প করতে পারবে সে। আমন্ত্রণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল মারিয়া। সে এতক্ষণ হেসে হেসে এবং বিদেশীটা যা বলছে তা সব বুঝতে পেরেছে, এমন অভিনয় করে বেজায় ক্লান্ত। দোভাষী এসে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

তবে মারিয়ার সমস্যা হলো রেস্টুরেন্টে পরে যাবার মতো ভালো পোশাক তার নেই। যেহেতু এ লোকগুলোকে সে চেনে না এবং এদের সঙ্গে ভবিষ্যতে হয়তো কোনওদিন আর দেখাও হবে না, কাজেই সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করল না মারিয়া। 'আমি মাত্র উত্তর-পূব থেকে এসেছি। রেস্টুরেন্টে পরে যাবার মতো ভালো পোশাক আমার নেই।'

দোভাষীর মাধ্যমে লোকটা জানাল এ নিয়ে মারিয়াকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। সে মারিয়ার হোটেলের ঠিকানা চাইল। সেদিন সন্ধ্যায় এমন একটি পোশাক চলে এল মারিয়ার কাছে যা জীবনেও সে দেখে নি, সেই সঙ্গে এমন দামী জুতো, মারিয়ার সারা বছরের বেতনের সমান।

মারিয়া ভাবছে, এ হলো সেই রাস্তার শুরু যে রাস্তা পাড়ি দেয়ার আকাঙ্ক্ষা পুষে রেখেছে সে শৈশব আর কৈশোর থেকে। যে শহরে সে থাকে সেখানে খরা মানুষের নিত্যসঙ্গী, ওই শহরের ছেলেদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই, ওখানকার জীবনে নেই কোনও বৈচিত্র্য। মারিয়া নিজেকে রাজকুমারী হিসেবে রূপান্তর ঘটাতে প্রস্তুত! এক লোক তাকে কাজ এবং ডলারের প্রস্তাব দিয়েছে, কিনে দিয়েছে অসম্ভব দামী এক জোড়া জুতো এবং রূপকথার গল্প থেকে

উঠে আসার মতো অদ্ভুত সুন্দর একটি পোশাক! মারিয়ার শুধু দরকার ছিল সামান্য মেকআপের। সেটার ব্যবস্থা করে দিল হোটেল রিসেপশনিস্ট। সে মারিয়াকে সাবধানও করে দিল সব বিদেশীকে যেমন বিশ্বাস করা উচিত হবে না তেমনি এমনটি ভাবার কারণ নেই যে রিও'র প্রতিটি পুরুষ ছিনতাইকারী।

সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করল মারিয়া। সে স্বর্গ থেকে আসা উপহার গায়ে চড়াল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল নিজেকে, আফসোস করল কেন ক্যামেরা নিয়ে আসেনি, তাহলে মুহূর্তটি স্মরণীয় করে রাখা যেত।

নিজেকে আয়নায় দেখতে বিভোর মারিয়া হঠাৎ খেয়াল করল ডিনারে যাবার সময় হয়ে গেছে। সে সিন্ডেরেলার মত ছুটল হোটেলে, সেখানে সুইস ভদ্রলোক অপেক্ষা করছে।

মারিয়াকে বিস্মিত করে দিয়ে দোভাষী জানাল সে ওদেরকে সঙ্গ দিতে পারছে না।

'ভাষা নিয়ে ভয় নেই। আসল কথা হলো লোকটি আপনার সঙ্গ কতটুকু উপভোগ করছেন।'

'কিন্তু আমি কী বলছি সে যদি বুঝতে না পারে?'

'আপনাদের কথা না বললেও চলবে। ইশারা-ইঙ্গিতই যথেষ্ট।' বলল দোভাষী কাম-নিরাপত্তা-কর্মকর্তা মেলসন। 'এঁকে কিছু বোঝানোর দরকার নেই। উনি যেন আপনার সান্নিধ্য উপভোগ করেন সেদিকে খেয়াল রাখবেন। উনি বিপত্নীক, নিঃসন্তান; তাঁর একটা নাইটক্লাব আছে, দেশের বাইরে কাজ করতে আগ্রহী এমন ব্রাজিলিয়ান নারী খুঁজছেন। বলেছিলাম আপনি তার টাইপ নন। কিন্তু বললেন আপনি যখন সাগর থেকে উঠে আসছেন দৃশ্যটা দেখে তখনই নাকি আপনার প্রেমে পড়ে গেছেন তিনি। বলেছেন আপনার বিকিনিটা খুব সুন্দর।'

বিরতি দিল সে।

'তবে খোলাখুলিই বলি, এখানে কোনও বয়ফ্রেন্ড জোগাতে চাইলে ভিন্ন রকমের বিকিনির দরকার হবে আপনার। আপনার বিকিনিটা পুরানো ফ্যাশনের।'

মারিয়া ভান করল মেলসনের কথা যেন শুনতে পায় নি। সে বলে চলল:

'আমার মনে হয় না ইনি স্রেফ আপনার প্রতি শারীরিক আকর্ষণ অনুভব করছেন। এ লোক আপনার মধ্যে এমন কিছু পেয়েছেন যাতে তাঁর ধারণা হয়েছে আপনি তাঁর ক্লাবের সেরা আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারবেন। অবশ্য ইনি জানেন না আপনি গান কিংবা নাচ পারেন কিনা। তবে এসব শিখে নিতে পারবেন। ওই ইউরোপীয়গুলো সব একরকম। তারা এখানে এসে মেয়েদের দেখে ভাবে প্রতিটি ব্রাজিলিয়ান মেয়েই সুন্দরী এবং তারা সাম্বা নৃত্য জানে। উনি যদি সিরিয়াস হন, চুক্তিপত্র দেখে নেবেন, দেশ ছাড়ার আগে দেখে নেবেন ওতে সুইস কনস্যুলেটের দস্তখত আছে কিনা। আমি কাল সৈকতে থাকব, হোটেলের বিপরীতে, আমার সঙ্গে কোনও কিছু নিয়ে কথা বলতে চাইলে আসতে পারেন।'

সুইস লোকটা এতক্ষণ হাসি মুখে ওদের পাশেই দাঁড়ানো ছিল, দোভাষীর কথা শেষ হলে মারিয়ার হাত ধরল, একটা ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল, সেদিকে পা বাড়াল।

'এ লোকের যদি অন্য কোনও মতলব থাকে,' যোগ করল মেলসন, 'আর আপনারও যদি আপত্তি না থাকে তাহলে তিনশ ডলার নেবেন। এক রাতের জন্য ওটাই স্বাভাবিক দর। এর কম নেবেন না।'

রেস্টুরেন্টে যাচ্ছে ওরা, মারিয়া কিছু বলার আগে বারবার রিহার্সাল দেয়া কথাগুলো বলে ফেলল লোকটা। আলোচনা হলো খুবই সরল :

'কাজ? ডলার? ব্রাজিলিয়ান তারকা?'

মারিয়া অবশ্য দোভাষী-কাম-নিরাপত্তা কর্মকর্তার কথা ভাবছিল : এক রাতের জন্য তিনশ ডলার। দারুণ! এ লোককে নিয়ে মারিয়া তার বসের মতই খেলা করতে পারে। এ লোককে তার ভালোবাসার দরকার নেই। একে বিয়ে করলে প্রচুর টাকা পাবে মারিয়া। তার হারাবার কিছু নেই। লোকটার বয়স হয়েছে। বেশিদিন হয়তো বাঁচবেও না– এর মৃত্যুর পরে ধনী হয়ে যাবে মারিয়া।

খাওয়ার সময় খুব কমই কথা হলো দু'জনে– শুধু গতানুগতিক হাসি। লোকটা তাকে কী একটা ভাষায় লেখা একটা অ্যালবাম দেখাল। তাতে

বিকিনি পরা মেয়েদের ছবি (মারিয়ার বিকিনির চেয়ে অনেক সুন্দর এবং অনেক খোলামেলা), নিউজপেপার কাটিং, চটকদার লিফলেট, এর মধ্যে শুধু 'ব্রাজিল' শব্দটি বুঝতে পারল মারিয়া, তাও ভুল বানানে লেখা (স্কুলে ওদেরকে 'Brasil' শেখানো হয়েছে, 'Brazil' নয়)।

প্রচুর মদ গিলল মারিয়া, লোকটা মানা করল না। যথার্থ ভদ্রলোকের মত আচরণ করল সে মারিয়ার সঙ্গে। মারিয়া যখন বসল এবং উঠে দাঁড়াল, চেয়ার ধরে থাকল সে। শেষে মারিয়া বলল সে খুব ক্লান্ত, পরদিন সে লোকটির সঙ্গে সৈকতে আবার সাক্ষাৎ করতে চায়।

লোকটাকে খুশি খুশি মনে হলো। নিজের ঘড়ির দিকে চোখ বুলিয়ে মারিয়ার প্রস্তাবে রাজি হলো।

মারিয়ার ডায়েরি থেকে, যেদিন তার পরিচয় হলো সুইস লোকটার সঙ্গে :

> *আমার মন বলছে একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি, কিন্তু ভুল করা তো জীবনেরই অংশ। পৃথিবী আমার কাছে কী চায়? চায় কী যে আমি ঝুঁকি না নিয়ে যেখান থেকে এসেছি সেখানে আবার ফিরে যাই এজন্য যে জীবনের কাছে 'হ্যাঁ' বলার সাহস আমার নেই?*
>
> *আমি আমার জীবনের প্রথম ভুলটা করেছি এগারো বছর বয়সে যখন ওই ছেলেটা আমার কাছে জানতে চেয়েছিল তাকে আমি একটা পেন্সিল ধার দিতে পারব কিনা; তখন থেকে বুঝতে পারছি মাঝে মাঝে দ্বিতীয়বার কোনও সুযোগ আসে না পৃথিবী তোমাকে যা দেয় সে উপহারই গ্রহণ করা উচিত।*
>
> *আমি যদি কারও প্রতি বা কোনও কিছুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চাই তাহলে সবার আগে নিজের প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে। প্রকৃত ভালোবাসা পেতে হলে প্রথমে মিডিওকার*

ভালোবাসা পেতে হবে। আমার এই ছোট্ট জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে কেউ কোনও কিছুর মালিক নয়, সবকিছুই একটা ভ্রম– তা বস্তুবাদী বা আধ্যাত্মিক যা-ই হোক। যারা ভাবে তারা তাদের কিছু হারিয়েছে (এরকম ঘটনা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার ঘটেছে আমার জীবনে) তারা শেষে বুঝতে পারে আসলে তাদের কিছুই ছিল না।

আর আমার নিজের যদি কিছু না-ই থাকে, আমার যা নয় তার খোঁজে সময় নষ্ট করার কোনও মানে নেই; বরং এমনভাবে বাঁচা উচিত যেন আজকের দিনটাই আমার জীবনের প্রথম (কিংবা শেষ) দিন।



পাঁচ

পরদিন দোভাষী-কাম-নিরাপত্তা কর্মকর্তা মেলসন, যে এখন নিজেকে মারিয়ার এজেন্ট বলেও দাবি করে, তাকে মারিয়া জানাল সে সুইস লোকটির প্রস্তাব গ্রহণ করবে এবং সেটা সুইস কনস্যুলেট থেকে জারিকৃত ডকুমেন্ট হাতে পাবার পরেই। এ ধরনের শর্তে অভ্যস্ত বিদেশী মানুষটি জানাল সে-ও এরকম কিছু একটা চাইছে কারণ মারিয়া যদি তার দেশে কাজ করে তাহলে তার একখণ্ড কাগজের দরকার হবে যাতে লেখা থাকবে মারিয়া যে কাজ করছে সেটা অন্য কেউ করতে পারবে না। অবশ্য এরকম কাগজ পেতে মারিয়ার সমস্যা হবে না কারণ সুইস নারীরা সাম্বা নৃত্য জানে না। তারা সবাই মিলে শহরে এল। সিকিউরিটি অফিসার-কাম-ইন্টারপ্রেটার-কাম-এজেন্ট মেলসন চুক্তি সই হওয়া মাত্র নগদ অর্থ চেয়ে বসল। মারিয়া যে পাঁচশ ডলার পেয়েছে তার শতকরা ত্রিশ ভাগ কমিশন।

'এটা এক সপ্তাহের অ্যাডভান্স পেমেন্ট। এক সপ্তাহ, বুঝতে পেরেছেন? আপনি এখন থেকে সপ্তাহে পাঁচশ ডলার আয় করবেন।'

যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল মারিয়া তা হঠাৎ করেই এসে গেল। তবে ভেতরে ভেতরে শঙ্কাবোধ করল ও। এই চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকি, যা সম্পর্কে সে

জানে না তা কীভাবে গ্রহণ করবে? যে জীবনের সঙ্গে ও অভ্যস্ত তাকে কীভাবে পেছনে ফেলে যাবে? ভার্জিন মেরী ওকে এত দূরে পাঠাচ্ছেন কেন?

মারিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিল এই ভেবে যে সে যে কোনও মুহূর্তে মত বদলাতে পারবে। ওর কাছে এখন সাড়ে তিনশ ডলার আছে। সে ইচ্ছে করলেই কাল ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে কেটে পড়তে পারে। কেউ ওর খোঁজ পাবে না।

কনস্যুলেটে যাবার দিন বিকেলে মারিয়া একা একা হাঁটতে বেরুল সাগর- সৈকতে। হাঁটতে হাঁটতে দেখল শিশুদের, ভলিবল খেলোয়াড়, ভিখিরী, মাতাল, ব্রাজিলীয় ঐতিহ্যের আর্টিফ্যাক্টস (এগুলো আসলে চীনের তৈরি), বুড়োদের জগিং ও ব্যায়াম, বিদেশী পর্যটক, মা ও সন্তান, অবসর ভোগীদের তাস খেলা ইত্যাদি কোনও কিছুই তার নজর এড়িয়ে গেল না। সে রিও ডি জেনিরোতে এসেছে, পাঁচ তারা রেস্টুরেন্টে খেয়েছে, গিয়েছে কনস্যুলেট অফিসে, সাক্ষাৎ হয়েছে এক বিদেশীর সঙ্গে, তার একজন এজেন্ট হয়েছে, তাকে একটি পোশাক এবং এক জোড়া অত্যন্ত দামী জুতো উপহার দেয়া হয়েছে যা তার বাড়ির কেউ কস্মিনকালে চোখেও দেখেনি।

এরপরে কী?

সাগরের দিকে তাকাল মারিয়া : ভৌগোলিক শিক্ষা তাকে বলছে সে যদি উপকূল রেখা বরাবর এগিয়ে যায়, পৌঁছে যাবে আফ্রিকায়, গরিলা আর সিংহে পূর্ণ অরণ্যে। আর যদি উত্তরে এগোয়, যাত্রা শেষ হবে ইউরোপে। ওখানে আছে আইফেল টাওয়ার, ইউরো ডিজনি এবং পিসার হেলানো টাওয়ার। মারিয়ার হারাবার কী আছে? প্রতিটি ব্রাজিলিয়ান মেয়ের মত 'মা' ডাকার আগে সে শিখে নিয়েছে সাম্বা নাচ; কাজটা পছন্দ না হলে ফিরে আসতে তো সে পারছেই। সে জানে কাজটা করলে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে।

মারিয়া জীবনে অনেক ক্ষেত্রে 'না' বলেছে আসলে যেখানে সে 'হ্যাঁ' বলতে চেয়েছিল। সে এখন অজানা এক সাগর পাড়ি দিতে চলেছে। সে এ সমুদ্র পাড়ি নাও দিতে পারে 'না' বলে দিতে পারে। কিন্তু সারা জীবন তারপর আফসোস থেকে যাবে, সেই ছেলেটিকে নিয়ে যে আফসোসটা এখনও করছে, যে ছেলেটি ওর কাছে পেন্সিল ধার নিতে এসেছিল – ওর

প্রথম প্রেম? মারিয়া সবসময়ই 'না' বলতে পারে, অন্তত এবার 'হ্যাঁ' বলতে দোষ কোথায়?

'হ্যাঁ' বলতে না পারার কারণ খুব সাধারণ। সে এসেছে ব্রাজিলের প্রত্যন্ত একটি অঞ্চল থেকে, ভালো একটি স্কুলে পড়া, টিভি নাটক দেখা ছাড়া তার অন্য কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আর সে জানে সে সুন্দরী। এটুকু অভিজ্ঞতা নিয়ে পৃথিবীর মুখোমুখি হওয়া যায় না।

মারিয়া লক্ষ করল একদল লোক সাগরের দিকে তাকিয়ে খুব হাসছে কিন্তু জলে নামতে সাহস পাচ্ছে না। দিন দুই আগে ওরও একই রকম অনুভূতি হয়েছিল। কিন্তু মারিয়ার এখন কোনও ভয়ডর নেই। সে চাইলেই স্বচ্ছন্দে জলে নেমে যেতে পারে, যেন জল কুমারী।

নীরবে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করল মারিয়া, ভার্জিন মেরীর কাছে পরামর্শ চাইল। একটু বাদে শক্তি ফিরে পেল সে। সামনে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে মারিয়া কারণ নিজেকে মনে হচ্ছে সুরক্ষিত। সে ইচ্ছে করলেই ফিরে আসতে পারবে, কিন্তু এ ধরনের সুযোগ হয়তো আর মিলবে না। এ ঝুঁকি নেয়ার লাভ আছে।

মনটা খুশিতে ভরে আছে মারিয়ার। সুইস পর্যটক আবার যখন সাপারে নিমন্ত্রণ করল ওকে, লোকটাকে প্রলোভিত করে তুলতে চাইল সে। লোকটার হাত ধরল। কিন্তু লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে নিল হাত। ভয় এবং স্বস্তি নিয়ে মারিয়া উপলব্ধি করল এ লোক যা বলেছে সে ব্যাপারে অত্যন্ত সিরিয়াস।

'সাম্বা তারকা!' বলল লোকটা। 'সুন্দরী ব্রাজিলিয়ান সাম্বা তারকা! সামনের সপ্তাহে যাব!'

সবই ঠিক আছে কিন্তু 'সামনের সপ্তাহে'ই যাওয়া সম্ভব নয়। মারিয়া ব্যাখ্যা করল পরিবারের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনও সিদ্ধান্তে সে আসতে পারবে না। রেগে গেল সুইস, মারিয়াকে দস্তখত করা চুক্তিপত্র দেখাল। প্রথমবারের মত ভয় পেল মারিয়া।

'চুক্তি!' বলল সুইচ।

বাড়ি ফেরার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেও মারিয়া ঠিক করল আগে এজেন্ট মেলসনের সঙ্গে কথা বলবে। শত হলেও তাকে মারিয়া টাকা দিয়েছে পরামর্শ নেয়ার জন্য।

মেলসন এক জার্মান ট্যুরিস্টকে পটাতে ব্যস্ত। মহিলা মাত্র হোটেলে এসে পৌছেছে, ন্যাংটো হয়ে সূর্য-স্নান করছে সৈকতে। মহিলার মতে বিশ্বের সবচেয়ে উদার দেশ হলো ব্রাজিল (মহিলা লক্ষ করেনি সৈকতে সে-ই একমাত্র নগ্ন বক্ষা যার খাড়াখাড়া বুকের দিকে অন্যরা আড়চোখে, অস্বস্তি নিয়ে তাকাচ্ছে)। মেলসনের মনোযোগ নিজের দিকে ফেরাতে রীতিমত বেগ পেতে হলো মারিয়াকে।

'আমি যদি আমার মত বদলে ফেলি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'চুক্তিতে কী লেখা আছে জানি না আমি। তবে আমার ধারণা ওই লোক আপনাকে পুলিশের হাতে দিতে পারে।'

'আমার খোঁজই তো সে পাবে না!'

'ঠিকই তো! তাহলে খামোকা দুশ্চিন্তা করছেন কেন?'

সুইস লোকটা এদিকে মারিয়ার পেছনে পাঁচশ ডলার জুতো ও ড্রেস কেনা, রেস্টুরেন্টে খাওয়ানো সহ আনুষঙ্গিক খরচ করে উৎকণ্ঠায় আছে। উৎকণ্ঠার কারণ মারিয়া বার বার বাড়ি ফিরতে চাইছে, তার বাবা মা'র সঙ্গে কথা বলার অজুহাতে। সুইস ঠিক করল সে দুটো প্লেনের টিকেট কাটবে, মারিয়ার সঙ্গে যাবে তার শহরে– দু'দিনের মধ্যে কাজ সেরে ওই সপ্তাহের মধ্যেই ইউরোপে ফেরা যাবে যদি কথামত কাজ হয়। মারিয়া অবশ্য বুঝতে পেরেছে এ লোককে ফাঁকি দেয়া যাবে না। চুক্তি অনুযায়ীই তাকে কাজ করতে হবে।

মারিয়াদের ছোট্ট শহরের সবাই অবাক হলো এবং গর্ব অনুভব করল ওর সঙ্গে এক বিদেশীকে দেখে। এ বিদেশী মারিয়াকে ইউরোপে নিয়ে গিয়ে বড় তারকা বানাবে বলে কথা দিয়েছে। মারিয়াদের প্রতিবেশীরা খুব দ্রুত জেনে গেল ঘটনা, তার পুরানো স্কুল বান্ধবীরা প্রশ্ন করল :

'কীভাবে ঘটল এটা?'

'স্রেফ ভাগ্য,' মারিয়ার জবাব।

ওরা জানতে চাইল রিও ডি জেনিরোতে এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটে কিনা, কারণ টিভিতে তারা এরকম নাটক বহু দেখেছে।

মারিয়ার সঙ্গে সুইস লোকটি ওদের বাসায় গেল। মারিয়ার বাবা মাকে 'L' অক্ষরে লেখা ব্রাজিল নামাঙ্কিত একটি লিফলেট দিল। মারিয়া জানাল তার এখন একজন এজেন্ট আছে এবং সে অভিনেত্রী হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে চায়। মারিয়ার মা সুইস লোকটার দেয়া বিকিনি পরিহিতা মেয়েগুলোর ছবি একপলক দেখেই ফেরত দিলেন। তিনি এ ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করলেন না। আসল কথা হলো তাঁর মেয়ে সুখী এবং ধনী হলেই হলো। অসুখী হলেও আপত্তি নেই যদি ওর অঢেল টাকা থাকে।

'লোকটার নাম কী?'

'রজার।'

'রজারিও! আমার এক কাজিন আছে রজারিও নাম!'

লোকটা হেসে উঠে হাততালি দিল। ওরা বুঝতে পারল এ লোক ওদের কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারে নি। মারিয়ার বাবা বললেন :

'এ লোক তো আমার বয়সী!'

মারিয়ার মা স্বামীকে নিষেধ করলেন মেয়ের সুখের মধ্যে যেন নাক না গলায়। তিনি মারিয়াকে কিছু উপদেশ দিলেন :

'সোনা, গরীব স্বামী নিয়ে সুখী হবার চেয়ে পয়সাঅলা লোককে নিয়ে অসুখী জীবন যাপন অনেক ভালো। ওখানে হয়তো ধনী হবার সুযোগ হবে তোমার। যদি হতে না পারো সোজা বাসে উঠে ফিরে এসো বাড়ি।'

গাঁয়ের মেয়ে হতে পারে মারিয়া তবে সে তার মা'র চেয়ে ঘটে বেশি বুদ্ধি রাখে। সে পরিষ্কার বলল :

'মা, ইউরোপ থেকে ব্রাজিলে বাসে চড়ে আসা যায় না। তা ছাড়া, আমি সংস্কৃত শিল্পী হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে চাই, বিয়ে করতে চাই না।'

মারিয়ার মা হতাশ হয়ে তাকালেন মেয়ের দিকে।

'তুমি ওখানে গেলে ফিরেও আসতে পারবে। অভিনেত্রী হতে পারাটা একজন তরুণীর জন্য ভাগ্যের ব্যাপার। তবে যতদিন রূপ থাকবে, থাকবে যৌবন ততদিন এ লাইনে কদর পাবে। ত্রিশের পরে তোমার যৌবনে ভাটা পড়া শুরু হবে। কাজেই সুযোগের সদ্ব্যবহার এখনই করে নাও। সৎ,

তোমাকে ভালোবাসে এমন কাউকে বেছে নিয়ে বিয়ে করে ফ্যালো তাকে। প্রেম তেমন জরুরি বিষয় নয়। তোমার বাবাকে দেখে আমি তো প্রথমে প্রেমে পড়ে যাই নি। তবে টাকা সব কিছু কিনতে পারে। তোমার বাবাকে দ্যাখো উনি এমনকী ধনীও নন।'

মারিয়ার দোকানের বস বলল :

'হ্যাঁ, শুনেছি একটি বড় ফরাসী কোম্পানি তোমাকে প্যারিসে নিয়ে যেতে চাইছে। সুখের সন্ধানে যাচ্ছ তুমি। তোমাকে আমি বাধা দিতে পারি না। তবে যাবার আগে তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই।'

পকেট থেকে চেইনে বাঁধা একটা মেডেল বের করল সে।

'এ হলো আমাদের লেডি অব দা গ্রেস-এর মিরাকুলাস মেডেল। প্যারিসে এর নামে গির্জা আছে। ওখানে গিয়ে নিজের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করো। দ্যাখো, ভার্জিন মেরীর ছবির পাশে কিছু কথা লেখা আছে।'

মারিয়া পড়ল : 'Hail mary conceived without sin, Pray for us who turn to you, Amen.'

'প্রতিদিন অন্তত একবার প্রার্থনা কোরো। আর...'

ইতস্তত করল সে।

'...আর কোনওদিন যদি ফিরে আসো, তোমার জন্য অপেক্ষা করব আমি। তোমাকে খুব সহজ একটা কথা বলার সুযোগ কখনোই পাইনি। এখন বলছি : আমি তোমাকে ভালোবাসি। হয়তো দেরি হয়ে গেল অনেক, তবু কথাটা তোমাকে জানানো দরকার ছিল।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি' এই তিনটে শব্দ তার বাইশ বছর বয়সে বহুবার শুনেছে মারিয়া। তার কাছে এ কথা এখন কোনও অর্থ বহন করে না, অসাড় মনে হয়। কারণ এ শব্দগুলো তার জীবনে গভীর কোনও সম্পর্কে মোড় নিতে ব্যর্থ হয়েছে। মারিয়া তার বসকে ধন্যবাদ দিল, তাকে নিজের গালে চুমু খাওয়ার সুযোগ দিল এবং পেছনে একবারও ফিরে না তাকিয়ে চলে এল।

রিও ডি জেনিরোতে ফিরে এল ওরা। একদিনের মধ্যে পাসপোর্টের ব্যবস্থা হয়ে গেল। মেলসনের সাহায্যে জরুরি জিনিসপত্রগুলো (জামা, জুতো, মেকআপসহ একটি মেয়ের যা যা দরকার সব কিছু) কিনে ফেলল। ইউরোপ যাত্রার আগে আগে ওরা একটি নাইটক্লাবে গেল, রজার সেখানে নাচতে দেখল মারিয়াকে। সঠিক মেয়েটিকেই পছন্দ করেছে ভেবে সন্তুষ্ট হলো সে। মানস চক্ষে দেখতে পেল এ মেয়ে ক্যাবারে কলোনি'র ভবিষ্যত তারকা হতে চলেছে। সুইস কনস্যুলেটে ওয়ার্ক পারমিট রেডিই ছিল। ওরা ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে পরদিন বিমানে চড়ে উড়াল দিল চকোলেট, ঘড়ি আর পনিরের দেশে। মারিয়া মনে মনে ভাবছে এ লোকটিকে তার প্রেমে ফেলবে। এ লোক বুড়ো, কুৎসিত কিংবা গরীব নয়। কাজেই মারিয়ার আর কী চাই?



ছয়

বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে বিমান বন্দরে নামল মারিয়া। তার বুক টিপটিপ করছে ভয়ে : কারণ বুঝতে পারছে পাশের মানুষটার ওপর এখন থেকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে তাকে। এ দেশ সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, জানে না এ দেশের ভাষা, এখানে কেমন ঠাণ্ডা পড়ে তাও জানা নেই তার। রজারের আচরণও অনেকটা বদলে গেছে। হাসি হাসি ভাবটা চেহারা থেকে উধাও, সে যদিও মারিয়াকে চুমু খেতে চেষ্টা করেনি কিংবা তার বুকের দিকে হাত বাড়ায় নি, কিন্তু তার চাউনি যেন ক্রমাগত দূরাগত হয়ে পড়ছে। সে মারিয়াকে নিয়ে একটি ছোট হোটেলে উঠল। ভিভিয়ান নামে মলিন চেহারার আরেক ব্রাজিলীয় তরুণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। এ মেয়ে বুঝিয়ে দেবে মারিয়ার কাজ।

ভিভিয়ান শীতল দৃষ্টিতে মারিয়ার আপাদমস্তক দেখল। তার চেহারায় সহানুভূতির ছিটে ফোঁটাও নেই। মারিয়া কেমন আছে জিজ্ঞেস করার ধার না ধেরে সরাসরি কাজের কথায় চলে এল সে।

'নিজের সঙ্গে প্রতারণা করবে না। রজারের কোনও নর্তকী বিয়ে করে ফেললেই সে ব্রাজিল চলে যায় আরেক নর্তকীর সন্ধানে। আর বিয়ে করার ব্যাপারটা হামেশাই ঘটছে। সে জানে তুমি কী চাও, এবং আমার ধারণা

তুমিও জান। তুমি সম্ভবত অ্যাডভেঞ্চার, টাকা অথবা স্বামী এই তিনটির যে কোনও একটি পাবার জন্য এখানে এসেছ, না?'

এ মেয়ে এ কথা জানল কী করে? তাহলে কী সবাই একই জিনিস চাইছে? নাকি ভিভিয়ান মানুষের মনের কথা পড়তে পারে?

'এখানকার সব মেয়েই এ তিনটি জিনিসের যে কোনও একটির খোঁজে এখানে আসে,' বলে চলল ভিভিয়ান। মারিয়া নিশ্চিত হলো মেয়েটা সত্যি মানুষের মনের কথা পড়তে পারে। 'অ্যাডভেঞ্চার করার যদি ইচ্ছে থাকে, পারবে না। কারণ এ দেশে ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়ে। তাছাড়া ভ্রমণ করার মতো টাকা-পয়সাও জোগাড় হবে না। আর টাকা; ঘরভাড়া এবং বোর্ডের প্রাপ্য টাকা দেয়ার পরে, প্রায় এক বছর তোমাকে কাজ করতে হবে বাড়ি ফেরার টিকেটের টাকা জোগাড় করার জন্য।

'কিন্তু...'

'আমি জানি, তোমার চুক্তিতে এসব কথা লেখা ছিল না। কিন্তু সত্য হলো এই, অনেকের মতো তুমিও এ নিয়ে কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলে। যদি আরেকটু সতর্ক হতে, ভালো করে চুক্তিপত্র পড়ে নিতে, বুঝতে পারতে তুমি আসলে ঠিক কীসের মধ্যে প্রবেশ করতে চলেছ। কারণ সুইসরা মিথ্যা কথা বলে না, তারা চুপ করে থাকে। আর নীরবতাই তাদেরকে সাহায্য করে।'

মারিয়ার মনে হলো তার পায়ের নিচে থেকে সরে যাচ্ছে মাটি।

'আর স্বামী চাইলে বলি, কোনও মেয়ের বিয়ে করা মানে রজারের বিরাট আর্থিক ক্ষতি হওয়া। এজন্য কাস্টমারদের সঙ্গে আমাদের কথা বলা নিষেধ। তবু তোমার মনোযোগ যদি ওদিকে থাকে, তোমাকে দারুণ ঝুঁকি নিতে হবে। এটা রু-ডি বার্নের মতো নয় যে চাইলেই কাউকে পছন্দ করে ফেলতে পারবে।'

রু ডি বার্ন?

'পুরুষরা এখানে আসে তাদের স্ত্রীদের নিয়ে, তবে পারিবারিকভাবে অশান্তিতে থাকা কিছু ট্যুরিস্ট নারী সঙ্গ খুঁজে বেড়ায়। ধরে নিচ্ছি তুমি ভালো নাচতে জান, গানটাও যদি ভালো গাইতে পার, তোমার বেতন বেড়ে যাবে। তবে অন্য মেয়েরা তোমাকে ঈর্ষা করবে। কাজেই ব্রাজিলের সেরা গায়িকা হলেও সে কথা ভুলে যাও। গান গাইবার চেষ্টাও কোরো না। আর একটা

কথা, ফোন ব্যবহার কোরো না। ফোন করতে গেলে যা আয় করবে তার পুরোটাই খরচ হয়ে যাবে। তাছাড়া উপার্জনও বিরাট কিছু হবে না।'

'কিন্তু রজার আমাকে বলেছে সপ্তায় পাঁচশ ডলার দেবে।'

'ও, আচ্ছা!'

সুইজারল্যান্ডে মারিয়ার দ্বিতীয় সপ্তাহ থাকাকালীন ডায়েরি থেকে উদ্ধৃতি :

আমি নাইটক্লাবে গিয়েছিলাম। নৃত্য পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। সে মরক্কো নামে একটা দেশ থেকে এসেছে। সে জীবনেও ব্রাজিলে যায়নি, সাম্বা সম্পর্কে কিছু জানে না। অথচ সে নাচের যে মুদ্রা দেখিয়ে দেবে সেভাবেই নাচতে হবে আমাকে। লম্বা যাত্রার ধকল সামলে না উঠতেই প্রথম রাতেই আমাকে মঞ্চে নাচতে হলো মুখে হাসি ধরে। আমরা মোট ছ'জন, কেউই সুখী নই, জানি না এখানে কী করছি। খদ্দেররা মদের গ্লাসে চুমুক দেয়, হাততালি দেয়, চুমু ছুঁড়ে দেয় এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে।

গতকাল বেতন পেলাম, চুক্তির দশভাগের এক ভাগ টাকা, বাকিটা, চুক্তি অনুযায়ী আমার প্লেন ও এখানকার বাড়ি ভাড়া হিসেবে কেটে রেখে দেয়া হয়েছে। ভিভিয়ানের হিসেব অনুযায়ী এক বছর লাগবে পুরোটা শোধ হতে। তার মানে এই সময়ের মধ্যে পালাবার উপায় নেই।

অবশ্য পালিয়ে যাবটাই বা কোথায়? মাত্র তো এলাম। এখনও কিছু দেখিনি। এক সপ্তায় সাতদিন নাচার মধ্যে তেমন কোনও অসুবিধা দেখতে পাচ্ছি না। আগে আনন্দ পেতে নাচতাম এখন টাকা এবং খ্যাতির জন্য কাজটা করছি; আমার পা ব্যথায় টনটন করে না, শুধু সমস্যা হলো মুখে মেকি হাসিটা ধরে রাখা।

আমি এ পৃথিবীর ভিক্টিম হতে পারি অথবা দৌলতের অনুসন্ধানকারীও হতে পারি। পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করছে জীবনটাকে আমি কীভাবে দেখব তার ওপর।



সাত

দৌলতের সন্ধানে নেমেছে মারিয়া– সে তার সমস্ত আবেগ অনুভূতি জোর করে দূরে ঠেলে রাখল, প্রতি রাতের কান্না বাদ দিল, চেনা জানা সকল মানুষের কথা ভুলে গেল; আবিষ্কার করল সে খুব সহজে ভান করতে পারে যেন সে সদ্য জন্ম নিয়েছে। কাজেই কারও জন্য মন খারাপ করার তার দরকার নেই। আবেগ অনুভূতি আপাতত দূরে থাকুক, মারিয়ার এখন কিছু টাকা-পয়সা কামাই করা দরকার, দেশটাকে সে জানতে চায়, তারপর বাড়ি ফিরবে বিজয়ীর বেশে।

আশপাশের সবকিছুই বড্ড চেনা মনে হতে থাকে মারিয়ার, যেন নিজের ছোট শহরটিতেই আছে। মহিলারা পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলে, পুরুষদের বিরুদ্ধে তাদের অনুযোগের শেষ নেই, তারা চিৎকার না করে কথা বলতে পারে না, কর্মঘন্টা নিয়ে অভিযোগ তাদের, বসদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, নিজেদেরকে তারা মনে করে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী, স্বপ্নের রাজপুত্রদের গল্প বলে। এই রাজপুত্রদের বাস অনেক দূরে, তারা কেউ কেউ বিবাহিত, কেউ বা হতদরিদ্র। এ কারণে তাদেরকে ত্যাগ করেছে এরা।

মারিয়াদের ক্লাবের মেয়েরা 'সাম্বা নৃত্য শিল্পী' হিসেবে ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছে। ক্লাবে কোনও কাস্টমারকে আমন্ত্রণ করা বা কারও সঙ্গে বাইরে

যাওয়া নিষেধ। কারও কাছে কোনও কাস্টমারের ফোন নাম্বার পাওয়া গেলে তাকে দু'সপ্তাহের জন্য কাজ থেকে বিরত রাখা হয়। মারিয়া যতটা উচ্ছ্বাস নিয়ে এখানে এসেছিল, ধীরে ধীরে এখানকার ক্লান্তিকর, একঘেয়ে জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে লাগল।

প্রথম দুই সপ্তাহ বোর্ডিং হাউজ থেকে প্রায় বেরুলই না মারিয়া। এখানেই সে থাকে। বেরুল না কারণ সে লক্ষ করেছে বাইরের কেউ তার ভাষায় কথা বলে না। অবাক হয়েছে দেখে যে শহরে সে বাস করছে এ শহরটির দু'টি নাম। স্থানীয়রা বলে জেনেভা, ব্রাজিলিয়ানরা বলে জেনেব্রা।

মারিয়ার ঘরে টিভি পর্যন্ত নেই। অসহ্য সময়গুলো নীরবে পার করে দেয় সে। কয়েকদিন পরে এ সিদ্ধান্তে এল মারিয়া :

১. নিজেকে মেলে ধরতে না পারলে সে যা চাইছে তা কোনওদিনই পাবে না। এজন্য স্থানীয় ভাষা তাকে শিখতে হবে।

২. যেহেতু তার সহকর্মীদের সবার প্রত্যাশা একই রকম কাজেই মারিয়াকে ভিন্ন কিছু চাইতে হবে। তবে সেটা কী এখনও জানে না সে।

জেনেভা/জেনেব্রায় আসার চার সপ্তাহ পরে মারিয়ার ডায়েরি থেকে উদ্ধৃত :

> *আমি এক শূন্যতার মাঝে এসে পড়েছি। আমি এখানকার ভাষায় কথা বলতে পারি না। সারাটা দিন কাটে আমার রেডিওতে গান শুনে, ঘরের চারপাশে পায়চারি করে, ভাবি ব্রাজিলের কথা, কাজ শুরু করার জন্য মুখিয়ে থাকি আমি কিন্তু কাজ করার সময় মুখিয়ে থাকি কখন বোর্ডিং হাউজে ফিরব। এক হিসেবে বলা যায়, আমি ভবিষ্যতে বাস করছি, বর্তমানে নয়।*
>
> *একদিন, অদূর ভবিষ্যতে, আমি বাড়ি ফেরার টিকেট পাব, ফিরে যেতে পারব ব্রাজিলে, কাপড় ব্যবসায়ীকে বিয়ে করব এবং ঈর্ষাকাতর বান্ধবীদের গা জ্বলা মন্তব্য*

শুনতে হবে যারা নিজেরা কখনও ঝুঁকি নিতে সাহস করে না, শুধু অন্যদের দোষ খুঁজে বেড়ায়। না, আমি এভাবে ফিরে যেতে পারি না। তারচে' প্লেন থেকে লাফ মেরে সাগরে পড়া ঢের ভালো।

কিন্তু যেহেতু প্লেনের জানালা খোলার উপায় নেই, কাজেই আমাকে এখানেই মরতে হবে। তবে মৃত্যুর আগে লড়াই করব জীবনের জন্য। আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে যেখানে খুশি যেতে পারব।



আট

পরদিন ফরাসী ভাষা শিক্ষার কোর্সে ভর্তি হলো মারিয়া। সকালে ক্লাস হয়। নানা বিশ্বাস ও বয়সের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো ওর। ঝলমলে রঙিন পোশাক পরে এসেছে তারা, মহিলাদের হাতে সোনার ব্রেসলেট, মাথায় স্কার্ফ, শিশুরা বড়দের চেয়ে দ্রুত শিখছে। মারিয়া গর্ব অনুভব করল দেখে সবাই তার দেশের নাম জানে– কার্নিভাল, সাম্বা, ফুটবল, এবং বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষ পেলে'র খবর ওরা রাখে।

বিকেলে, ভাষাটা প্রাকটিস করার জন্য দুই নামের এ শহরে বেরিয়ে পড়ে মারিয়া। সে স্বাদ নিল চমৎকার চকোলেট এবং পনিরের। এমন স্বাদের জিনিস জীবনে খায়নি ও। একটা লেক দেখতে পেল ও, মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি ঝর্ণা, এখানে বরফ পড়ে, এখানকার রেস্টুরেন্টে ফায়ার প্লেস আছে (যদিও কোনও রেস্টুরেন্টে ঢোকেনি মারিয়া, শুধু বাইরে থেকে দেখেছে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে)। ও দেখে বিস্মিত সব দোকানেই ঘড়ির সাইনবোর্ড লাগানো নেই; কিছু ব্যাংকও আছে। যদিও ওর মাথায় ঢোকে না এত অল্প মানুষের শহরে এতগুলো ব্যাংকের কী দরকার। ব্যাংকের ভেতরেও খুব কম মানুষই ঢুকতে দেখেছে মারিয়া। তবে এ ব্যাপারে কাউকে প্রশ্ন করতে সাহস হয় না ওর।

তিন মাস কঠোর পরিশ্রম করল মারিয়া। সবার চোখে সে সেক্সি এবং সংবেদনশীল। সে এক আরবের প্রেমে পড়ল। যুবক তার সঙ্গেই ফরাসী ভাষা শিখেছে। তবে সম্পর্ক টিকল মাত্র তিন সপ্তাহ। সে এক রাতে সিদ্ধান্ত নিল ছুটি নেবে। সে জেনেভার বাইরে এক পাহাড়ে গেল ঘুরতে। খবর চলে গেল রজারের কাছে। পরদিন কাজে যেতেই তোপের মুখে পড়তে হলো ওকে।

সে মাত্র দরজা খুলেছে, উন্মাদ রজার তার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। মৃগীরোগীর মত চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, সে আবার ভুল করেছে, বুঝতে পেরেছে ব্রাজিলের মেয়েদের আসলে বিশ্বাস করতে নেই। মারিয়া ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করল হঠাৎ জ্বর আসার কারণে সে গতকাল আসতে পারে নি। কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করল না সুইস। বলল সে আবার ব্রাজিলে যাবে, মারিয়ার বদলে নিয়ে আসবে আরেকজনকে। সে ব্রাজিলের মেয়েদের বদলে যুগোশ্লাভের মেয়েদের দিয়ে শো করবে। কারণ যুগোশ্লাভ সঙ্গীত এবং মেয়েরা অনেক সুন্দরী এবং তাদেরকে বিশ্বাস করা যায়।

মারিয়ার বয়স কম হলেও সে বোকা নয়। তার আরব প্রেমিক বলেছে সুইস এমপ্লয়মেন্ট আইন নাকি খুব কড়া এবং যেহেতু নাইটক্লাবে তার বেতনের বড় একটা অংশ কেটে রাখে কাজেই সে সহজেই নালিশ করতে পারে যে তাকে এখানে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করা হচ্ছে।

রজারের অফিসে গেল মারিয়া। এবারে সে ফরাসী ভাষায় কথা বলল। সে 'আইনজীবী' শব্দটি বার কয়েক ব্যবহার করল। তাকে অপমানসূচক কয়েকটি কথা শুনিয়ে পাঁচ হাজার ডলার দেয়া হলো ক্ষতিপূরণ হিসেবে। এত টাকা পাবে, স্বপ্নেও ভাবেনি মারিয়া। স্রেফ 'আইনজীবী' নামের জাদুর শব্দটা উচ্চারণ করতেই এতগুলো টাকা পাওয়া গেল। এখন সে তার আরব প্রেমিকের সঙ্গে ইচ্ছে মত সময় কাটাতে পারবে। কিছু উপহার কিনে, বরফের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে, বিজয়ীর বেশে বাড়ি ফিরবে মারিয়া। মারিয়া প্রথমেই মা'র প্রতিবেশীর বাসায় ফোন করে বলল সে ভালো আছে। খুব ভালো কাজ করছে সে। তাকে নিয়ে বাবা-মাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

রজারের ভাড়া করা বোর্ডিং হাউজ ছেড়ে দিতে হবে মারিয়াকে। কাজেই তার আরব প্রেমিকের কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এবং ওকে বিয়ে করবে। মাথায় রুমাল পেঁচাতে হলেও তাতে আপত্তি নেই মারিয়ার। কারণ সবাই জানে আরবরা অত্যন্ত ধনী মানুষ। আর এটাই মারিয়ার জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু পাখি খাঁচা ছেড়ে ইতিমধ্যে উড়ে গেছে। সম্ভবত আরবে চলে গেছে মারিয়ার প্রেমিক। আরব দেশটির নামও মারিয়া কখনও শোনেনি। মনে মনে ভার্জিন মেরীকে ধন্যবাদ দিল ও। কারণ আরব প্রেমিক চলে যাবার কারণে ওকে স্বধর্ম ত্যাগ করতে হলো না। এখন সে ফরাসী ভাষা মোটামুটি বলতে পারে, রিটার্ন টিকেট কেনার মত টাকাও যথেষ্ট আছে, রয়েছে 'সাম্বা নর্তকী'র ওয়ার্ক পারমিট এবং সাম্প্রতিক ভিসা; কাজেই যখন ইচ্ছা দেশে ফিরে সাবেক বসকে বিয়ে করার সুযোগ রয়েছে বলে মারিয়া সিদ্ধান্ত নিল নিজের চেহারা পুঁজি করে আরও কিছু অর্থ কামাই করবে।

ব্রাজিলে, স্কুলে একটা বইতে এক মেষ পালকের গল্প পড়েছিল মারিয়া। লোকটা গুপ্তধন খুঁজতে গিয়ে বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। এসব বাধার বেড়াজাল তাকে তার প্রাপ্য জিনিস পেতে সাহায্য করে। মারিয়াও এখন ঠিক একই অবস্থায় আছে। কী করবে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। তাকে মডেল হতে হবে। এতে যত বাধাই আসুক, পরোয়া করবে না মারিয়া।

একটি ছোট ঘর ভাড়া করল সে (তার কোনও টিভি নেই, অবশ্য যথেষ্ট আয় করার আগে একটু কষ্ট করে চলতে হবে ওকে) এবং পরদিনই এজেন্সিগুলোতে ঢুঁ দিতে লাগল।

সবাই বলল মারিয়ার কিছু পেশাদার ছবি দরকার। ক্যারিয়ারে এ টাকাটা তাকে বিনিয়োগ করতেই হবে– কারণ স্বপ্ন সহজে পূরণ হয় না। এক চমৎকার ফটোগ্রাফারের পেছনে বেশ বড় অঙ্কের টাকা ব্যয় করল মারিয়া। স্বল্পভাষী এ লোকের ফটোগ্রাফার হিসেবে বাজারে দারুণ চাহিদা। নিজের স্টুডিওতে জামাকাপড়ের বিরাট সংগ্রহ রয়েছে। মারিয়া নানান পোশাকে সেজে ক্যামেরার সামনে পোজ দিল। এমনকী বিকিনি পরেও।

মারিয়া বেশ কিছু এক্সট্রা কপি চাইল ফটোগ্রাফারের কাছে। এগুলো তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে চিঠি লিখল সে সুইটজারল্যান্ডে খুব সুখে আছে। ওরা ভাববে বড়লোক হয়ে গেছে মারিয়া, তাকে নিয়ে শহরের সবাই আলোচনা করবে। যদি সব পরিকল্পনা মাফিক ঘটে (মারিয়া ইতিবাচক চিন্তা'র ওপরে প্রচুর বই পড়েছে এবং সে নিশ্চিত বিজয় তার হবেই), বাড়ি ফেরার পরে তাকে ব্যান্ড বাজিয়ে স্বাগত জানানো হবে এবং মেয়রকে বলা হবে মারিয়ার নামে যেন একটি চত্বরের নামকরণ করা হয়।

স্থায়ী কোনও ঠিকানা নেই বলে মারিয়া একটি মোবাইল ফোন কিনল, এতে প্রি-পেইড ফোন কার্ড ব্যবহার করা হয়। সে চাকরির অপেক্ষা করতে লাগল। মারিয়া চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খায় (এখানে সবচে' সস্তায় খাবার মেলে), সময় কাটাতে পড়াশোনা করতে লাগল সে।

সময় বয়ে যায় কিন্তু ফোন আর বাজে না। অবাক হয়ে লক্ষ করে মারিয়া সে যখন লেকের ধার দিয়ে হাঁটে, মাদক বিক্রেতারা ছাড়া কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। মাদক বিক্রেতারা সব সময় ব্রিজের নিচে ভিড় করে। ব্রিজটি সংযুক্ত করেছে শহরের নতুন অংশের পুরানো পাবলিক বাগানগুলো। নিজের চেহারা নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ল মারিয়া। একদিন এক কাফেতে তার এক সাবেক কলিগের সঙ্গে দেখা, সে বলল এটা মারিয়ার দোষ নয়, সুইসদের দোষ। কারণ তারা সেধে কারও সঙ্গে কথা বলে না। আর বিদেশী পর্যটকরা কথা বলার সাহস পায় না যদি তাদের বিরুদ্ধে 'যৌন নির্যাতনের' অভিযোগ আনা হয়!

মারিয়ার ডায়েরি থেকে :

> আজ একটা মেলায় গিয়েছিলাম। টাকা পয়সা উল্টোপাল্টা খরচ করা যাবে না বলে আমি এখন শুধু মানুষ দেখি। আমি রোলার কোস্টারের পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। দেখলাম মানুষ প্রবল উত্তেজনা নিয়ে এতে চাপলেও কোস্টার চালু হওয়া মাত্র আতঙ্কিত হয়ে উঠছে এবং গাড়ি থামাতে বলছে।

এরা আসলে চায় কী? অ্যাডভেঞ্চার চাইলে তার জন্য প্রস্তুতির দরকার আছে না? নাকি তারা ভাবে উত্থান-পতন এড়িয়ে ক্যারুজেলের পিঠে চড়ে শুধু ঘুরবে আর ঘুরবে।
আমি এখন ভালোবাসা নিয়ে চিন্তা করি না। তবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় এটা ঘটবে। বিশ্বাস করতে মন চায় আমি একটা চাকরি পাব এবং এখানে আমি এখানে এসেছি কারণ এ নিয়তি আমি নিজেই বেছে নিয়েছি। আমার জীবন হলো রোলার কোস্টারের মতো : জীবন একটি দ্রুত, মাথা ঝিমঝিম করা খেলা; জীবন হলো প্যারাসুট জাম্প; এতে ঝুঁকি আছে, এ সাঁ সাঁ করে নিচে নামে, আবার উঠে পড়ে। এ চায় আপনাকে শীর্ষে তুলতে। তবে না পারলে আপনাকে ক্রুদ্ধ ও হতাশ করে তোলে।
পরিবার থেকে অনেক দূরে আমি, সেই ভাষা থেকে বহুদূরে যে ভাষায় আমি আমার সমস্ত আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করতে পারি। এখন থেকে যখনই হতাশ বোধ করব, মেলাটির কথা মনে করব। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি এব হঠাৎ জেগে উঠে দেখি রোলার কোস্টারে আছি, কেমন বোধ হবে আমার?
মনে হবে অসুস্থ আমি একজন ফাঁদে পড়েছি, প্রতিটি বাঁক ঘোরার সময় আতঙ্কিত হয়ে উঠছি, নেমে পড়তে চাইছি। তবে যদি ধরে নিই রাস্তাটা আমার নিয়তি এবং ঈশ্বর যন্ত্রটা চালাচ্ছেন, দুঃস্বপ্নটা কিছুটা রোমাঞ্চকর হয়ে উঠবে। জীবন তো রোলার কোস্টারের মত, একটি খেলনা, এক সময় যা থেমে যাবে, তবে যখন ভ্রমণ চলবে আমি চারপাশের নিসর্গ উপভোগ করব প্রবল উত্তেজনা নিয়ে।



নয়

ডায়েরিতে খুব ভালো ভালো কথা লিখলেও সেগুলো অনুসরণ করার ক্ষমতা মারিয়ার নেই। ওর ভেতরে হতাশা দিন দিন বাড়ছে, ফোন এখনও বাজছে না। শূন্য ঘণ্টাগুলো থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে এবং ফরাসী ভাষা প্রাকটিসের জন্য সে সেলেব্রিটিদের ওপর লেখা পত্রিকা কিনতে শুরু করল। তবে একই সঙ্গে বুঝতে পারল খুব বেশি টাকা সে খরচ করে ফেলছে। তাই কাছের লাইব্রেরিতে গেল মারিয়া। এখানে বই ভাড়া দেয়া হয়। তবে লাইব্রেরিয়ান জানাল পত্রিকা ভাড়া দেয়া হয় না। সে কিছু বইয়ের নাম বলল, মারিয়ার ফরাসী ভাষা শেখায় কাজ দেবে।

'বই পড়ার সময় আমার নেই।'

'সময় নেই মানে কী? কী কর তুমি?'

'অনেক কিছু : ফরাসী শিখেছি, ডায়েরি লিখছি, এবং...'

'এবং কী?'

মারিয়া বলতে যাচ্ছিল 'ফোনের জন্য অপেক্ষা করছি,' তবে কথাটা বলা ঠিক হবে না ভেবে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল।

'মাই ডিয়ার, তোমার বয়স খুবই কম। সামনে গোটা জীবন পড়ে আছে। পড়ো। বই সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে সব ভুলে গিয়ে পড়তে থাকো।'

'আমি অনেক বই পড়েছি। তবে আরও পড়তে চাই। আপনি কিছু বই পছন্দ করে দেবেন?'

লাইব্রেরিয়ান মহিলাকে মারিয়ার ভালো লেগেছে। মনে হচ্ছে এ তার বন্ধু হতে পারবে। তাই সে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি।

মহিলা তাকে 'দ্য লিটল প্রিন্সেস' বইটি দিল। ওই রাতেই পড়া ধরল মারিয়া। বেশ মজা পেয়ে গেল। এমনই মজে গেল বইয়ের মধ্যে যে মোবাইল ফোনের ব্যাটারিতে ফুল চার্জ আছে কিনা, পাঁচ মিনিট পরপর তা পরীক্ষা করে দেখার কথাও ভুলে গেল।

মারিয়া লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক হয়ে উঠল। লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে সে আড্ডা দেয়। মহিলাকে নিজের মতোই একাকী মনে হয়, তার কাছে পরামর্শ চায় কী বই পড়বে, আলোচনা করে লেখকদের নিয়ে। এদিকে জমানো টাকা দ্রুত শেষ হয়ে আসছে মারিয়ার। আর দুই সপ্তাহ পরে ব্রাজিলে ফিরে যাবার টিকেট কেনার টাকাও থাকবে না।

এবং তখন, দুঃসময়ের পরে সুসময় আসার মতো, অবশেষে বেজে উঠল মারিয়ার ফোন।

দীর্ঘ পাঁচ মাস বাদে একটি মডেল এজেন্সি জানতে চাইল সিনোরা মারিয়া এ নাম্বারে আছেন কিনা। দীর্ঘ দিনের রিহার্সাল করা শীতল জবাব দিল মারিয়া 'হ্যাঁ,' নিজের আগ্রহ দমিয়ে রেখে। শুনল এক আরব ভদ্রলোক, নিজের দেশে ফ্যাশন শিল্প নিয়ে কাজ করেন, মারিয়ার ছবি দেখে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে এবং মারিয়াকে তিনি ফ্যাশন শোতে নিতে চাইছেন। মারিয়ার মনে পড়ে গেল তার সাম্প্রতিক হতাশা এবং টাকার প্রচণ্ড প্রয়োজনীয়তার কথা।

অত্যন্ত ফ্যাশন দুরস্ত একটি রেস্টুরেন্টে ওদের সাক্ষাত হলো। অভিজাত চেহারার এক আরব, রজারের চেয়ে বয়সে বড় এবং সুদর্শন, মারিয়াকে বললেন:

'ওই ছবিগুলো কে এঁকেছেন জানো? মাইরো। তুমি জোন মাইরোর নাম শুনেছ?'

মারিয়া কিছু বলল না। সে খাওয়ায় মনোনিবেশ করল। এখানকার খাবার চাইনিজ রেস্টুরেন্টের খাবারের চেয়ে একদম আলাদা। খেতে খেতে

সিদ্ধান্ত নিল লাইব্রেরিতে আবার যখন যাবে মারিয়া, মাইরোর ওপরে বই চাইবে।

আরব ভদ্রলোক বলে চললেন :

'এ টেবিলে একসময় ফেলিনি বসে খেতেন। তুমি ফেলিনির ছবি দেখেছ?'

মারিয়া মাথা ঝাঁকাল। দেখেছে। বলল ফেলিনির ছবি সে পছন্দ করে। লোকটি এসব নিয়ে আরও প্রশ্ন করছেন, মারিয়া জানে সে পরীক্ষায় ফেল করবে, সে সরাসরি বলল :

'আমি সব জানি এরকম ভান করে সন্ধ্যাটা কাটাতে চাই না। আমি শুধু আপনাকে কোকাকোলা এবং পেপসীর মধ্যে পার্থক্য কী তা বলতে পারব, এর বেশি কিছু নয়। আমরা কিন্তু এখানে এসেছি ফ্যাশন শো নিয়ে কথা বলতে।'

মারিয়ার খোলামেলা আচরণে খুশি হলেন আরব।

'সাপার শেষে এ নিয়ে কথা বলব আমরা।'

বিরতি। ওরা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। ভাবার চেষ্টা করছে অপরজন কী চিন্তা করছে।

'তুমি খুব সুন্দর,' বললেন আরব। 'আমার হোটেল রুমে এসে আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করলে তোমাকে আমি এক হাজার ফ্রাঁ দেব।'

লোকটার ইঙ্গিত তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল মারিয়া। দোষটা কি মডেল এজেন্সির নাকি তার? অথবা লোকটার? আসলে দোষ কারও নয়। এভাবেই ঘটনা ঘটে। অকস্মাৎ বাড়ির কথা খুব মনে পড়তে লাগল মারিয়ার। মাকে খুব মিস করছে ও। মনে পড়ল মেলসনের কথা। সে একরাতের পারিশ্রমিক বলেছিল তিনশ ডলার। তখন ওর কথাটা হাস্যকর মনে হয়েছিল মারিয়ার কাছে, মনে হয়েছিল কোনও পুরুষের সঙ্গে রাত কাটালে এর চেয়ে বেশি টাকা কামাই করার যোগ্যতা রাখে সে। এ মুহূর্তে মারিয়ার মনে হচ্ছে এ জগতে তার আপন বলে কেউ নেই, এমন কেউ নেই যার সঙ্গে সে নিজের

সুখ-দুঃখগুলো ভাগ করে নিতে পারে, সে এক অদ্ভুত নগরীতে একা, বাইশ বসন্তের একটি মেয়ে যে বুঝতে পারছে না সে কী করবে।

'আমাকে আরেকটু ওয়াইন দেবেন, প্লিজ?'

আরব মারিয়ার গ্লাস ভরে দিলেন। দ্রুত চিন্তা করছে মারিয়া। সে এসেছে অ্যাডভেঞ্চার, টাকা এবং সম্ভব হলে একজন স্বামী খুঁজে পাবার আশায়। সে জানে পুরুষদের কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব আসতেই পারে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু কেন যে তার কান্না পাচ্ছে! লোকটাকে অবাক করে দিয়ে কাঁদতে শুরু করল মারিয়া। আরব বুঝতে পারলেন না কী করবেন। ভয় পেলেন শেষে না একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যায়। তিনি ওয়েটারকে ডাক দিলেন বিল দিয়ে যেতে, মারিয়া বাধা দিল তাঁকে।

'না, ওয়েটার ডাকবেন না। আমাকে আরেকটু মদ ঢেলে দিন আর কিছুক্ষণ কাঁদতে দিন।'

মারিয়ার মনে পড়ছে সেই ছোট ছেলেটির কথা যে ওর কাছে পেন্সিল ধার চেয়েছিল, মনে পড়ল সেই তরুণকে যে ওকে চুমু খেয়েছিল, মনে পড়ল সেইসব লোকদের যারা মারিয়াকে ব্যবহার করেছে কিন্তু বিনিময়ে দেয়নি কিছুই। মারিয়া স্বাধীন। কিন্তু সে অপেক্ষা করে আছে অলৌকিক কোনও ঘটনা ঘটার জন্য, সে প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে কবে প্রকৃত ভালোবাসা আসবে জীবনে, তার প্রেমের সুখময় পরিণতি ঘটবে সিনেমা এবং টিভিতে দেখা গল্পের মতো।

মারিয়া এখন কী করবে? লোকটার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে? সে ফিরে যেতে পারে ব্রাজিলে, ফরাসী ভাষার শিক্ষকতার পেশা বেছে নিতে পারে, বিয়ে করতে পারে তার সাবেক বসকে। নাকি ছোট্ট এক কদম এগোবে মারিয়া? মাত্র একটা রাতের ব্যাপার। এ শহরে কেউ তাকে চেনে না, জানে না। কিন্তু একটা রাত কি তাকে রাস্তার এমন একটা প্রান্তে নিয়ে যাবে যেখান থেকে ফিরে আসার উপায় থাকবে না? এখানে যা ঘটছে এটা কী বিরাট কোনও সুযোগ নাকি ভার্জিন মেরী ওর পরীক্ষা নিচ্ছেন?

আরব তাকিয়ে আছেন জোন মেরীর চিত্রকলার দিকে, দেখছেন যেখানে ফেলিনি বসতেন, লক্ষ করছেন যে মেয়েটি খদ্দেরদের গা থেকে কোট খুলে

নিয়ে সাজিয়ে রাখছে, দেখছেন অন্যান্য কাস্টোমারদের যারা রেস্টুরেন্টে ঢুকছে এবং বেরুচ্ছে।

'তুমি বুঝতে পার নি?'

'আরেকটু ওয়াইন, প্লিজ,' চোখে জল নিয়ে বলল মারিয়া।

মনে মনে প্রার্থনা করল মারিয়া ওয়েটারটা যেন এখন এদিকে না আসে এবং বুঝতে না পারে কী ঘটছে। দূরে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ করছে সবকিছু, আড়চোখে তাকাচ্ছে। ওয়েটার প্রার্থনা করছে লোকটা এবং মেয়েটা যেন তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে চলে যায়। কারণ রেস্টুরেন্টে খালি জায়গা নেই এবং অনেক লোক অপেক্ষা করছে।

অবশেষে, মারিয়ার মনে হলো অনন্তকাল, বলল :

'একটি ড্রিঙ্কের জন্য এক হাজার ফ্রাঁ?'

নিজের গলার স্বর শুনে নিজেই অবাক মারিয়া।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন আরব, আফসোস করছেন প্রস্তাবটা সরাসরি দেয়া ঠিক হয়নি ভেবে। 'তবে আমি সত্যি চাই না...'

'বিল দিন। তারপর চলুন। আপনার হোটেলে বসে ড্রিংক করব।'

আবার নিজেকে অচেনা মনে হলো মারিয়ার। একটু আগেও নিজেকে তার চমৎকার হাসি-খুশি একটি মেয়ে মনে হচ্ছিল যে কিনা অচেনা লোকের সঙ্গে ওভাবে কখনও কথা বলে নি। কিন্তু ওই মেয়েটি, মারিয়ার মনে হচ্ছে, মারা গেছে। চিরতরে। তার সামনে আরেকটি মেয়ে যে কিনা এক হাজার ফ্রাঁ'র বিনিময়ে নিজেকে বিকিয়ে দেয়।

যেমনটি ভাবা হয়েছিল, ঘটল তেমনই। মারিয়া আরবের হোটেলে গেল, আকণ্ঠ শ্যাম্পেন পান করে মাতাল হল, তারপর দুই পা ফাঁক করে ধরল আরব লোকটার জন্য। আরব তার শরীরে প্রবেশ করলেন। মারিয়া অপেক্ষা করল তাঁর বীর্যস্খলনের জন্য। কাজটা শেষ হয়ে গেলে সে মার্বেল বাথরুমে ঢুকল সাফ হতে। তারপর টাকা নিয়ে ট্যাক্সি চড়ে বাড়ি ফিরল।

বিছানায় শুয়ে পড়ল মারিয়া এবং সারারাত একটানা ঘুমাল। ঘুমের মধ্যে সে কোনও স্বপ্ন দেখল না।

পরদিন, মারিয়ার ডায়েরি থেকে :

আমার সবকিছু মনে আছে যখন আমি সিদ্ধান্তটা নিলাম। অদ্ভুত ব্যাপার, কোনও অপরাধবোধ নেই আমার মধ্যে। আমি আগে ভাবতাম যেসব মেয়ে টাকার বিনিময়ে পুরুষদের সঙ্গে বিছানায় যায়, তাদেরকে নিয়ে। আমি 'হ্যাঁ' অথবা 'না' বলতে পারতাম। কেউ তো আমাকে এ কাজ করতে জোর করেনি।

আমি রাস্তায় হাঁটি আর মানুষ দেখে বেড়াই। ভাবি ওরা ওদের জীবন নিয়ে কি সন্তুষ্ট? নাকি আমার মতো নিয়তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? যে মেয়ে মডেল হবার স্বপ্ন দেখত, সে করছে ঘর কন্না, যে সঙ্গীত পরিচালক হতে চেয়েছিল, তাকে ব্যাংকে কেরানীর কাজ করতে হচ্ছে, ডাক্তার হয়তো লেখক হতে চেয়েছে, ওই মেয়েটির হয়তো স্বপ্ন ছিল টিভি তারকা হবে, বদলে সুপার মার্কেটে কাজ করতে হচ্ছে তাকে।

নিজেকে নিয়ে বিন্দুমাত্র দুঃখ বোধ হচ্ছে না আমার। আমি নিজেকে ভিক্টিমও মনে করছি না। কারণ আমি সম্মানের সাথে, শূন্য পার্স নিয়ে ওই রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আসতে পারতাম। আমার বিপরীতে বসা ওই লোকটাকে নৈতিকতা নিয়ে কড়া ভাষায় দু'একটা কথাও শুনিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু অনেকের মতো আমিও মেনে নিয়েছি নিয়তি। আসলে সুখের খোঁজে আমরা সবাই সমান, আমরা কেউ সুখী নই– ব্যাংকের কেরানী/মিউজিশিয়ান/ডাক্তার/লেখক/সুপার মার্কেটের মেয়ে/ অভিনেত্রী কিংবা গৃহবধূ/মডেল, কেউ নই।



দশ

তাহলে এভাবেই সব কিছুর শুরু। এত সহজে। এ অচেনা শহরে কাউকে সে চেনে না, তবে গতকাল যে যন্ত্রণা সে সয়েছে, আজ নিজেকে দারুণ স্বাধীন মনে হচ্ছে। কারণ কাউকে তার কাজের জন্য জবাবদিহিতা করতে হচ্ছে না।

জীবনে এই প্রথম, গত কয়েক বছরের মধ্যে, সিদ্ধান্ত নিল মারিয়া, সারাটা দিন সে নিজের কথাই শুধু ভাবছে। এতদিন তার ভাবনা জুড়ে ছিল নানান মানুষ : তার মা, স্কুলের বান্ধবীরা, তার বাবা, মডেল এজেন্সির লোকজন, ফরাসী শিক্ষক, ওয়েটার, লাইব্রেরিয়ান, রাস্তার অচেনা মানুষজন। এরা কেউ তো তার কথা ভাবে না, সে এক বেচারী বিদেশী, কাল যদি সে নিখোঁজ হয়ে যায়, এমনকী পুলিশও তার খোঁজ করবে না।

চমৎকার। মারিয়া সকাল সকাল বেরুল। নাস্তা সেরে নিল পরিচিত ক্যাফেতে, লেকের ধারে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াল। উদ্বাস্তুদের বিক্ষোভ দেখল। ছোট একটি কুকুর নিয়ে হাঁটছিল এক মহিলা, মারিয়াকে বলল ওই শরণার্থীরা হলো কুর্দ। মারিয়া জিজ্ঞেস করল :

'কুর্দরা কোত্থেকে এসেছে?'

মারিয়া অবাক মহিলা এ প্রশ্নের জবাব জানে না বলে। পৃথিবীটা এমনই, লোকে এমনভাবে কথা বলে যেন তারা জানে সবকিছু। কিন্তু সাহস করে প্রশ্ন করুন, ওরা জবাব দিতে পারবে না।

একটি ইন্টারনেট ক্যাফেতে ঢুকল মারিয়া। জানল কুর্দরা এসেছে কুর্দিস্তান থেকে। এ দেশটির আসলে কোনও অস্তিত্ব নেই, তুরস্ক এবং ইরাকের মধ্যে ভাগ হয়ে আছে। মারিয়া লেকের ধারে গেল কুকুরঅলা মহিলার খোঁজে। পেল না। কুকুরটা হতো বিক্ষোভকারীদের ব্যানার, মাথার রুমাল, বাজনা আর চেঁচামেচি শুনে বিরক্ত হয়ে আর থাকতে চায় নি।

'আমি আসলে ওই মহিলার মতই ভান করি সব কিছু জানি। আসলে জানি না কিছুই। তবে আরব লোকটাকে সেদিন ওই কথা বলার পরে সে কী শকড হয়েছিল? বলেছিলাম দু'টি সফট ড্রিঙ্কের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় ছাড়া আর কিছু জানি না আমি। নাহ্, লোকটা বোধহয় আমার সততায় খুশি হয়েছে। বেশি বুদ্ধি দেখাতে গেলে ধরা খেয়ে যাই আমি। কাজেই আর এরকম করছি না!'

মডেল এজেন্সির কথা ভাবছে মারিয়া। ওরা কি জানত আরব লোকটা আসলে কি চাইছে? নাকি ওরা সত্যি ভেবেছে লোকটা মারিয়াকে তার দেশে নিয়ে যাবে কাজ দেয়ার জন্য?

সত্যি যা-ই হোক, মারিয়ার কিছু এসে যায় না। জেনেভার এই ধূসর সকালে নিজেকে খুব একটা একা লাগছে না ওর। তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি, কুর্দরা বিক্ষোভ করছে, ট্রামগুলো প্রতিটি স্টপেজে থামছে সময় মতো, দোকানদাররা তাদের গহনা ডিসপ্লে করছে জানালার ধারে, খুলে যাচ্ছে ব্যাংক, ভিখিরীগুলো ঘুমাচ্ছে, সুইসরা কাজে যাচ্ছে। মারিয়ার একা লাগছে না কারণ পাশে আরেকজন নারীর অস্তিত্ব টের পাচ্ছে সে, অদৃশ্য এক নারী। আগে এই নারীর অস্তিত্ব টের পায়নি সে। এখন পাচ্ছে।

অদৃশ্য নারীকে উদ্দেশ্য করে হাসল মারিয়া। এই নারীকে তার মনে হচ্ছে ভার্জিন মেরীর মতো, যীশুর মা। নারীও হাসল মারিয়ার দিকে তাকিয়ে। তাকে সাবধানে থাকতে বলল। বলল মারিয়া যেভাবে সরল চোখে সবকিছু দেখছে, তেমন সহজ নয় জীবন। মারিয়া নারীর উপদেশ অগ্রাহ্য করল। বলল সে যথেষ্ট বড় হয়েছে এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেয়ার সামর্থ্য রাখে এবং সে বিশ্বাস করে না কেউ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে।

সে এখন জানে এমন লোকও আছে যে মারিয়ার সঙ্গ পেতে এক হাজার ফ্রাঁ ব্যয় করতে প্রস্তুত, তারা এক ঘণ্টা কাটাবে মারিয়ার দুই পায়ের ফাঁকে। মারিয়াই সিদ্ধান্ত নেবে সে হাজার ফ্রাঁ দিয়ে প্লেনের টিকেট কেটে যে শহরে সে জন্মেছে সেখানে ফিরে যাবে নাকি আরও কিছু দিন এখানে থেকে আরও টাকা কামাই করবে বাবা-মাকে একটি বাড়ি কিনে দিতে, নিজের জন্য সুন্দর সুন্দর পোশাক এবং স্বপ্নের জায়গাগুলো ঘুরে দেখার জন্য।

মারিয়ার পাশের অদৃশ্য নারী আবারও বলল জীবন এত সহজ নয়। মারিয়া নারীকে তার চিন্তা-ভাবনায় নাক গলাতে নিষেধ করল। কারণ তাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মারিয়া এবারে আরও সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ শুরু করল সে ব্রাজিলে ফিরে যাবে কী যাবে না। ওর স্কুল জীবনের বান্ধবীরা, যারা জীবনেও শহর ছেড়ে বাইরে যায় নি, তারা বলবে মারিয়া চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হয়েছে। আসলে আন্তর্জাতিক তারকা হবার প্রতিভাই ওর নেই। মা মন খারাপ করবেন কারণ মারিয়া তাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাবে বলেছিল। যদিও মারিয়া মাকে বোঝাবে সে টাকা পাঠিয়েছে ঠিকই কিন্তু ডাকঘর থেকে ওটা চুরি গেছে। বাবা মারিয়ার দিকে *'আমি জানতাম এমনই হবে'* দৃষ্টিতে তাকাবেন; মারিয়াকে আবার দোকানে যোগ দিতে হবে, কাপড় বিক্রি করবে এবং বিয়ে করবে দোকানের মালিককে সেই মারিয়া যে কিনা প্লেনে ভ্রমণ করেছে, খেয়েছে সুইস পনির, শিখেছে ফরাসী ভাষা এবং বরফে হেঁটেছে।

অন্যদিকে মারিয়ার জন্য হাজার ফ্রাঁ কামাইয়ের সুযোগ থেকে যাচ্ছে। তবে সুযোগটা হয়তো বেশিদিন থাকবে না– কারণ রূপ তো বাতাসের মত দ্রুত বদলে যায়– তবে বছর খানেকের মধ্যে সে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত টাকা আয় করতে পারবে, ফিরে যেতে পারবে নিজের পৃথিবীতে। কিন্তু আসল সমস্যা হলো মারিয়া জানে না কী করবে, কীভাবে শুরু করবে। 'ফ্যামিলি নাইটক্লাব'-এর কথা মনে পড়ল। এক মেয়ে রু ডি বার্ন নামে একটি জায়গার কথা বলেছিল।

রাস্তার এক লোককে ডেকে জানতে চাইল মারিয়া সে রু ডি বার্ন চেনে কিনা। লোকটা সন্দিগ্ধ চোখে দেখল মারিয়াকে। জিজ্ঞেস করল সে রাস্তার কথা জানতে চাইছে নাকি যে রাস্তাটা সুইটজারল্যান্ডের রাজধানী বার্নের দিকে গেছে তার কথা জানতে চাইছে। না, বলল মারিয়া, আমি জেনেভার রাস্তার কথা জানতে চাইছি। লোকটা মারিয়ার আপাদমস্তক দেখল, তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে হাঁটা দিল। তার ধারণা তাকে বোকা বানানোর জন্য এ প্রশ্ন করেছে। টিভি প্রোগ্রামে সে দেখেছে এ রকম প্রশ্ন করে পথচারীদের বোকা বানানো হয়। মারিয়া মিনিট পনেরো চোখ বুলাল ম্যাপে– শহরটা খুব বেশি বড় নয়– অবশেষে যে জায়গা খুঁজছিল, পেয়ে গেল।

তার অদৃশ্য বন্ধু, মারিয়া যখন ম্যাপ দেখছে, চুপচাপ ছিল, এবার সে বলল, এটা নৈতিকতার প্রশ্ন নয়, মারিয়া আসলে এমন একটা রাস্তায় যাচ্ছে যেখান থেকে ফেরার পথ নেই।

মারিয়া বলল সে যদি বাড়ি যাওয়ার মত যথেষ্ট পয়সা কামাই করতে পারে তাহলে যে কোনও পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। তাছাড়া, সে যে সমস্ত মানুষ দেখেছে তারা কেউই নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তারা হতে চেয়েছে একরকম, হয়েছে আরেক রকম। এটাই জীবনের নিয়ম।

'আমরা আসলে অশ্রুর রাজ্যে বাস করি,' মারিয়া বলল তার অদৃশ্য বন্ধুকে। 'আমরা স্বপ্ন দেখি, কিন্তু জীবন খুব কঠিন, করুণ। তুমি কী বলতে চাইছ লোকে আমাকে দোষারোপ করবে? কেউ ব্যাপারটা জানবে না– এটা আমার জীবনের একটা অধ্যায় মাত্র।'

করুণ, মিষ্টি হেসে অদৃশ্য হয়ে গেল মারিয়ার বন্ধু।

মারিয়া মেলায় গিয়ে রোলার কোস্টারের টিকেট কিনে তাতে চড়ে বসল। সবার সঙ্গে সে-ও ইচ্ছে মত গলা ফাটিয়ে চেঁচাল। জানে এতে আসলে কোনও বিপদ নেই, এ স্রেফ একটা খেলা।

একটা জাপানি রেস্টুরেন্টে খেল মারিয়া। যদিও কী খাচ্ছে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই ওর। শুধু জানে খাবারটা খুব দামী। আর খরচ করে মজাই পাচ্ছে ও। নিজেকে সুখী মনে হচ্ছে। ওর এখন আর ফোনের অপেক্ষা করতে হবে না কিংবা পাই পয়সা গুণে খরচও করার দরকার পড়বে না।

সেদিন বিকেলে মডেল এজেন্সিকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি মেসেজ পাঠাল মারিয়া। বলল আরবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ফলপ্রসূ হয়েছে। এজেন্সি ইচ্ছে করলে এ ধরনের আরও সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারে।

নিজের ছোট ঘরে ফিরে এল মারিয়া। সিদ্ধান্ত নিল যত টাকাই কামাই করুক সে কোনওদিন টিভি কিনবে না। সময়টা সে ব্যয় করবে ভাবনার পেছনে। তাকে অনেক অনেক ভাবতে হবে।

ওই রাতে মারিয়ার ডায়েরি থেকে (মার্জিনে অবশ্য সে লিখেছে 'নিশ্চিত নই'):

> *পুরুষ কেন নারীকে টাকা দিয়ে কিনে নেয় সে কারণটা আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি : সে সুখী হতে চায়। পুরুষ শুধু রেতঃপাতের জন্য এক হাজার ফ্রাঁ খরচ করে না। সে সুখী হতে চায়। আমিও চাই। সবাই চায়। যদিও কেউ সুখী নয়। আমার হারাবার কী আছে, যদি আমি কিছুদিনের জন্য...শব্দটা ভাবতে বা লিখতে কঠিনই লাগছে...তবু পরিষ্কার বলি... আমার হারাবার কী আছে যদি সিদ্ধান্ত নিই আমি কিছুদিনের জন্য পতিতা বৃত্তির পেশা বেছে নেব?*
>
> *সম্মান। আত্মসম্মান ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে যখন আমি চিন্তা করি ভাবি এসব কী আদৌ আমার ছিল? আমি তো বলিনি আমাকে জন্ম দেয়া হোক। আমাকে ভালোবাসার মতো কাউকে পাই নি। আমি সব সময় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন জীবনের ওপর ছেড়ে দিয়েছি আমাকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার।*



এগারো

পরদিন এজেন্সি থেকে ফোন এল। জানতে চাইল, ফ্যাশন শো কবে হচ্ছে। কারণ প্রতিটি কাজের জন্য তারা কমিশন পায়। আরবের সঙ্গে কী ঘটেছে এরা কিছুই জানে না, বুঝতে পারল মারিয়া। বলল, আরব ভদ্রলোক নিজেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

লাইব্রেরিতে গেল মারিয়া। সেক্স সম্পর্কিত কিছু বইপত্র চাইল। এক বছর যে বিষয় নিয়ে সে কাজ করবে ঠিক করেছে, এবং যে জগত সম্পর্কে সে বলতে গেলে কিছুই জানে না, ওই দুনিয়া সম্পর্কে জানতে চায় মারিয়া। জানতে চায় খদ্দেরদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করবে, কীভাবে তাদেরকে রতি তৃপ্তি দেবে এবং বিনিময়ে কীভাবে আদায় করবে টাকা।

লাইব্রেরিয়ান জানাল লাইব্রেরিটি যেহেতু সরকারি প্রতিষ্ঠান, এখানে টেকনিক্যাল কাজের ওপর অল্প কিছু বই আছে। শুনে দারুণ হতাশ মারিয়া। বইগুলোর সূচিতে চোখ বুলিয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দিল। কারণ এতে তেমন কিছু লেখা নেই। সুখ বা রতি তৃপ্তি নিয়ে কিছুই লেখেনি, যৌন উত্তেজনা, ধ্বজভঙ্গ, সতর্কতা ইত্যাদি নীরস বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে শুধু। The psychology of frigidity in women নামের বইটি নেবে কিনা ভাবল মারিয়া। যদিও ও নিজে স্বমেহন ছাড়া যৌন তৃপ্তি পায় না।

এখানে আনন্দ লাভের জন্য আসেনি মারিয়া, কাজে এসেছে। সে লাইব্রেরিয়ানকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিল। ঢুকল একটি দোকানে। সম্ভাব্য ক্যারিয়ারের জন্য এই প্রথম বিনিয়োগ করল– পুরুষের চোখে কামোদ্দীপক কিছু ড্রেস কিনল। তারপর ম্যাপে দেখা জায়গাটিতে চলে এল। *রু ডি বার্ন।* রাস্তার মাথায় একটি গির্জা (পরশু রাতে যে জাপানি রেস্টুরেন্টে ও সাপার করেছে, চার্চটি তার খুব কাছে), রয়েছে কিছু দোকানপাট। সস্তায় ঘড়ি বিক্রি করে। দূরপ্রান্তে ক্লাব। এ ক্লাবগুলোর কথা শুনেছে মারিয়া। এ মুহূর্তে বন্ধ সবগুলো।

লেকের ধারে চলে এল মারিয়া– কোনও রকম বিব্রত বোধ ছাড়াই কিনে নিল গোটা পাঁচেক পর্ণো ম্যাগাজিন। জানতে চায় কী ধরনের কাজ ওকে করতে হবে। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে এল রু ডি বার্নেতে। *'কোপাকাবানা'* নামে একটি বার পছন্দ হলো মারিয়ার।

এখনও ও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি, নিজেকে শোনাল মারিয়া, এটা স্রেফ একটা এক্সপেরিমেন্ট। নিজেকে ওর এই মুহূর্তে দারুণ স্বাধীন লাগছে।

'কাজ খুঁজছি আমি,' বার-এর মালিককে বলল মারিয়া। লোকটা বার-এর পেছনে গ্লাস ধুচ্ছিল। বার-এ কয়েক সারি টেবিল ফেলা, দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে কতগুলো সোফা, এক কোণায় ডান্স ফ্লোর। 'কাজ করতে চাইলে ওয়ার্ক পারমিট দরকার জানাল বার মালিক।

মারিয়া ওয়ার্ক পারমিট দেখাল। লোকটা খুশি হলো মনে হলো।

'আগে কোথাও কাজ করেছ?'

কী জবাব দেবে বুঝতে পারছে না মারিয়া; যদি বলে হ্যাঁ, লোকটা জানতে চাইবে কোথায়। আর না বললে ওকে হয়তো কাজই দেবে না।

'আমি বই লিখছি।'

মুখ ফস্কে বেরিয়ে এল কথাটা, যেন অদৃশ্য একটা কণ্ঠ কথাটা বলে দিল ওকে সাহায্য করার জন্য। মারিয়া লোকটার চেহারা দেখে বুঝতে পারল সে বুঝে গেছে মারিয়া মিথ্যা কথা বলছে। তবে ভান করল বিশ্বাস করেছে।

'কোনও সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বলো। প্রতিরাতে এখানে কমপক্ষে ছ'টি ব্রাজিলিয়ান মেয়ে আসে। কাজেই বুঝে নাও, তুমি কতটুকু কী করতে পারবে।'

মারিয়া বলতে যাচ্ছিল কারও পরামর্শ তার দরকার নেই, তাছাড়া এখনও কাজ করার ব্যাপারে সে কোনও সিদ্ধান্তও নেয়নি, কিন্তু কথাটা বলার সুযোগ পেল না। লোকটা বার-এর অন্যপ্রান্তে চলে গেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিয়েছে মারিয়াকে।

মেয়েরা একে একে হাজির হতে লাগল। বার মালিক কয়েকজন ব্রাজিলীয় তরুণীকে ডেকে বলল, মারিয়ার সঙ্গে কথা বলার জন্য। কেউই সেধে কথা বলতে চাইছে না। প্রতিযোগিতার ভয়, ধারণা করল মারিয়া। সাউন্ড সিস্টেম চালু হয়ে গেছে, বাজছে ব্রাজিলের গান। এমন সময় কয়েকটি মেয়ে ঢুকল ঘরে। দেখে মনে হয় এশীয়। যেন জেনেভার বরফ পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। ধবধবে সাদা গায়ের রঙ।

বার-এ প্রায় দুই ঘন্টা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল মারিয়া, পান করার কিছু নেই। কতগুলো সিগারেট ধ্বংস করল। মন বলছে একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ও। প্রশ্ন জাগছে– 'আমি এখানে কী করছি?' তার ব্যাপারে বার-এর মালিক বা মেয়েগুলোর কোনও রকম আগ্রহ নেই, এ বিষয়টি উপলব্ধি করে ক্রমে বিব্রত বোধ করছে মারিয়া। এমন সময় এক ব্রাজিলীয় তরুণী এগিয়ে এল মারিয়ার কাছে।

'তুমি এখানে এসেছ কী জন্য?'

মারিয়া বলতে পারত সে বই লিখছে। কিন্তু মিথ্যা বলতে ইচ্ছা করল না। সত্যি কথাটাই বলল।

'সত্যি বলতে কী, আমি জানি না কীভাবে আমি শুরু করব কিংবা শুরু করতে চাই কিনা।'

সরাসরি খোলামেলা এ জবাবে অবাক হলো মেয়েটি। সে গ্লাসের পানীয়তে চুমুক দিল, সম্ভবত হুইস্কি। ব্রাজিলিয়ান গান শুনল কিছুক্ষণ। বিড়বিড় করে বলল সে তার বাড়ি খুব মিস করছে। তারপর যোগ করল আজ রাতে তেমন খদ্দের আসার সম্ভাবনা নেই কারণ জেনেভায় একটি আন্ত

র্জাতিক কনফারেন্স হবার কথা ছিল। ওটা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। মারিয়া এ কথার পরেও চলে যাচ্ছে না দেখে সে বলল:

'ব্যাখো, ব্যাপারটা খুব সরল, তোমাকে তিনটে নিয়ম মেনে চলতে হবে: এক : যার সঙ্গে তুমি কাজ করছ তার প্রেমে পড়া চলবে না। দুই : কোনও প্রতিশ্রুতিতে ভুলো না এবং পাওনা টাকা সরাসরি আদায় করে নেবে। তিন : মাদক ব্যবহার চলবে না।

বিরতি।

'আর কাজ শুরু করলে এখনই। আজ রাতে যদি ক্লায়েন্ট ছাড়া তোমাকে বাড়ি ফিরতে হয়, তুমি দ্বিতীয়বার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে এবং এখানে ফিরে আসার সাহস আর হবে না।'

মারিয়া হতাশ হয়ে চটজলদি সিদ্ধান্ত নিল। 'ঠিক আছে। আমি আজ রাতেই শুরু করতে চাই কাজ।'

মারিয়া এ কথা আর বলল না যে আসলে গতকাল থেকেই সে শুরু করে দিয়েছে কাজ।

ব্রাজিলিয়ান মেয়েটি বার মালিকের কাছে গেল। একে মিলান নামে সম্বোধন করল। লোকটা মারিয়ার কাছে এল কথা বলতে।

'তুমি সুন্দর আন্ডারওয়্যার পরে এসেছ তো?'

কেউ– মারিয়ার বয়ফ্রেন্ড, আরব লোকটি, তার বান্ধবীরা, – কখনও এ ধরনের প্রশ্ন তাকে করেনি। কিন্তু জীবন যেখানে যেরকম– এখানে সবকিছু সরাসরি।

'আমি ম্লান নীল রঙের প্যান্ট পরেছি, ব্রা পরিনি,' জানাল মারিয়া উৎসাহী ভঙ্গিতে। কিন্তু ওকে ভর্ৎসনা করল বার মালিক।

'কাল কালো প্যান্টি, ব্রা এবং মোজা পরে আসবে। এক এক করে সব পোশাক খুলতে হবে। এটাই রীতি।'

মারিয়া এখানে সবে কাজ করতে এসেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মিলান জানাল কোপাকাবানায় লোকে স্ফূর্তি করতে আসে বটে তবে এটা বেশ্যালয় নয়। লোকে এখানে মনের মতো নারীর খোঁজে আসে। কেউ যদি মারিয়ার টেবিলে আসে, সে বলবে :

'তুমি আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করবে?

মারিয়া এ প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ বা না যা খুশি বলতে পারে। ইচ্ছে হলে সে লোকটাকে সঙ্গ দিতে পারে, তবে এক রাতে একবারের বেশি 'না' বলার নিয়ম নেই। জবাব ইতিবাচক হলে মারিয়া ফ্রুট জুস ককটেল চাইবে, এটি বার-এর সবচে' দামী ড্রিঙ্ক। কাস্টমারকে অবশ্যই তার জন্য কোনও অ্যালকোহল পছন্দ করতে দেবে না।

এরপরে মারিয়া নাচের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে। 'স্পেশাল ক্লায়েন্ট' ছাড়া বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট এখানে পরিচিত মুখ, কাজেই এদের তরফ থেকে বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই। পুলিশ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতি মাসে রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট দেখাতে হয়। তারা পরীক্ষা করে দেখে মেয়েদের শরীরে কোনও যৌন রোগ বাসা বেঁধেছে কিনা। কনডম ব্যবহার বাধ্যতামূলক। যদিও পরীক্ষা করার উপায় নেই এই নিয়ম পালন করা হচ্ছে কিনা। মারিয়া যেন কোনওভাবেই কোনও স্ক্যান্ডালের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ে– কারণ বিবাহিত মিলানের সমাজে যথেষ্ট সম্মান রয়েছে, সে তার ক্লাব-এর খ্যাতির ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন।

নিয়ম কানুন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে যেতে লাগল মিলান : নাচ শেষে তারা ফিরে আসবে টেবিলে, খদ্দের মারিয়াকে তার হোটেলে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেবে। স্বাভাবিক রেট হলো সাড়ে তিনশ ফ্রাঁ, এর মধ্যে পঞ্চাশ ফ্রাঁ পাবে মিলান, টেবিল ভাড়া হিসেবে।

মারিয়া বলার চেষ্টা করল :

'কিন্তু আমি এক হাজার ফ্রাঁ পেয়েছি...'

বার মালিক ভান করল যেন শোনেইনি কথাটা, কিন্তু ব্রাজিলীয় মেয়েটি মন্তব্য করল :

'ও ঠাট্টা করছে।'

মারিয়ার দিকে ঘুরল সে, পরিষ্কার পর্তুগীজ উচ্চারণে, জোর গলায় বলল:

'জেনেভার সবচে' দামী এলাকা এটি। ও কাজ আর কখনও কোরো না। সে জানে এখানকার রেট কী এবং জানে এক রাতের জন্য কেউ এক হাজার ফ্রাঁ

দেয় না। শুধু 'স্পেশাল ক্লায়েন্ট' ছাড়া। তবে সেরকম ক্লায়েন্ট কালেভদ্রে জোটে এবং তাও যদি তোমার সঠিক যোগ্যতা থাকে।'

যুগোশ্লাভ মিলান, যে এ দেশে আছে গত বিশ বছর ধরে, বলল :

'রেট হলো সাড়ে তিনশ ফ্রাঁ।'

'আচ্ছা,' অনুগত গলা মারিয়ার।

প্রথমে লোকটা তার আন্ডারওয়্যারের রং জানতে চেয়েছে, এখন তার শরীরের দাম কত হবে তা নির্ধারণ করছে।

তবে চিন্তা-ভাবনা করার সময় পেল না মারিয়া। লোকটা অনর্গল উপদেশ বর্ষণ করেই চলেছে : মারিয়াকে অবশ্যই কারও বাড়ি যাওয়া চলবে না এবং পাঁচতারা কোনও হোটেল ছাড়া অন্য কোনও হোটেলে যাবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা যাবে না। ক্লায়েন্টের যদি কোথাও যাবার জায়গা না থাকে, মারিয়া পাঁচ ব্লক পরের স্থানীয় হোটেলে নিয়ে যাবে তাকে। এবং ওখানে যাবার জন্য ট্যাক্সি ব্যবহার করবে মারিয়া যাতে রু ডি বার্নের অন্যান্য ক্লাবের মেয়েরা তাকে চিনতে না পারে। তবে শেষের শর্তটা বিশ্বাস হলো না মারিয়ার। আসলে তাকে ট্যাক্সিতে যেতে বলা হচ্ছে যাতে অন্য কোনও ক্লাব মালিকের চোখে না পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে আরও ভালো কাজের প্রস্তাব পেয়ে যেতে পারে মারিয়া।

'আবারও বলছি : ডিউটিতে থাকার সময় মদ খাওয়া চলবে না। আমি গেলাম। এখুনি ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে আমাকে।'

'ওকে ধন্যবাদ বলো।' ব্রাজিলীয় মেয়েটি বলল পর্তুগীজে।

মারিয়া ধন্যবাদ দিল বার মালিককে। লোকটা হাসল। তবে উপদেশ এখনও শেষ হয়নি তার :

'একটা কথা বলতে ভুলে গেছি : ড্রিঙ্কের জন্য অর্ডার দেয়া এবং ক্লাব ত্যাগ, পুরো কাজটা ঘড়ি ধরা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে করতে হবে। সুইজারল্যান্ডের সব জায়গায় ঘড়ি আছে। যুগোশ্লাভ এবং ব্রাজিলিয়ানদেরকেও সময়ানুবর্তী হতে হবে। মনে রেখো, তোমাদের কমিশনের ওপর নির্ভর করে আমার সংসার চলে।'

লোকটা মারিয়াকে টলটলে মিনারেল ওয়াটার দিল, তাতে এক চিলতে লেবু চিপে দিল। অপেক্ষা করতে বলল ওকে। ধীরে ধীরে ভরে উঠছে ক্লাব। লোকজন আসছে, তাকাচ্ছে চারপাশে, পছন্দের টেবিল দখল করে নিচ্ছে, যেন পার্টিতে এসেছে একে অন্যকে অনেকদিন ধরে চেনে। যেন সারাদিনের পরিশ্রম শেষে একটু আড্ডা মারতে এসেছে। একেকটি পুরুষ একেকজন সঙ্গিনী খুঁজে নিচ্ছে, সেই সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে মারিয়া। অবশ্য এখন ও আগের চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। হয়তো দেশটা সুইটজারল্যান্ড বলে অথবা আজ হোক বা কাল হোক সে অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধান পাবে, পাবে টাকা অথবা স্বামী, যে স্বপ্ন সে বুকের মাঝে লালন করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। অথবা– অকস্মাৎ উপলব্ধি করে মারিয়া– হয়তো বহুদিন পরে রাতের বেলা এমন এক জায়গায় এসেছে যেখানে মিউজিক বাজছে, লোকে তার ভাষায় কথা বলছে। সে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মেতে উঠেছে আড্ডায়। তাদের সঙ্গে গল্প করছে, হাসছে, ফ্রুট জুস ককটেল পান করছে।

এখনও কোনও মেয়ে এসে হ্যালো বলেনি মারিয়াকে। তবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা ব্যাপার; শত হলেও সে এখানে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগী, একই ট্রফির জন্য প্রতিযোগিতা করছে। হতাশ হবার বদলে গর্ব অনুভব করছে মারিয়া– সে নিজের জন্য লড়াই করছে, সে অসহায় নয়। সে ইচ্ছে করলেই দরজা খুলে চিরদিনের জন্য চলে যেতে পারে বাইরে। তবে ও জানে এতদূর আসার সাহস সে করেছে, এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে যার কথা কল্পনাও করেনি কোনওদিন। সে নিয়তির শিকার নয়, নিজেকে বলল মারিয়া : সে নিজেই ঝুঁকি নিয়েছে, নিজের সীমারেখা অতিক্রম করেছে, যে সব অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করছে, একদিন, যখন সে বুড়ো হয়ে যাবে, স্মৃতিচারণ করবে এসব নিয়ে– হয়তো তখন সব অবিশ্বাস্য মনে হবে।

মারিয়া নিশ্চিত হয়ে গেছে কেউ তার কাছে আসছে না। আগামীকাল এটাকে দুরন্ত একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে যে স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি করার সাহস গুরু হবে না। মারিয়া বুঝতে পেরেছে এক রাতের জন্য এক হাজার ফ্রাঁ

পাবার মত ঘটনা মাত্র একবারই ঘটে; ওর হয়তো প্লেনের টিকেট কিনে ব্রাজিলে ফিরে যাওয়াই উচিত হবে। সময় কাটাতে সে হিসেব করতে লাগল এসব মেয়ে কীরকম কামাই করে : ওরা যদি প্রতিরাতে তিনবার করে বাইরে যায়, তাহলে প্রতি চার ঘন্টায় যা আয় করবে তা মারিয়া দুই মাস দোকানে কাজ করে যা কামাই করবে তার সমান।

টাকার অঙ্কটা কি খুব বেশি? এক রাতে হাজার ফ্রাঁ পেয়েছে মারিয়া, তবে সেটা ছিল নিতান্তই ভাগ্য। একজন সাধারণ পতিতা এর চেয়ে বেশি আয় করতে পারে, মারিয়া বাড়ি ফিরে ফরাসী শিখিয়ে যা কামাই করবে তারচে' এই অঙ্কটা অনেক বেশি হবে। কাজের মধ্যে শুধু তাদেরকে বার-এ খানিকটা সময় কাটাতে হবে, নাচতে হবে, দুই পা. ফাঁক করতে হবে খদ্দেরের জন্য। ব্যস, এই। এমনকী বাতচিৎ করারও প্রয়োজন নেই।

টাকা দরকারী জিনিস, ভাবল মারিয়া, কিন্তু টাকাই কি সব? একদিনে সাড়ে তিনশ ফ্রাঁ। সপ্তাহে পাঁচ দিন। উহ্, অনেক টাকা! এক মাসে তো কম আয় করছে না মেয়েগুলো। ওরা দেশে ফিরে গিয়ে ওদের বাবা মা'র জন্য বাড়ি কিনে দেয় না কেন? নাকি অল্প সময়ের জন্য ওরা কাজ করতে এসেছে?

অথবা- প্রশ্নটা করতে ভয় পেল মারিয়া- কাজটা কি ওরা উপভোগ করছে?

'আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করবে?'

মারিয়ার সামনে ত্রিশ/বত্রিশ বছরের এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, গায়ে বিমানবাহিনীর পোশাক।

পৃথিবীটা হঠাৎ স্লো মোশনে ঘুরতে শুরু করল, মারিয়া যেন নিজের শরীর থেকে বেরিয়ে এল। বিব্রত বোধ করল ও, লাল হয়ে উঠেছিল গাল, নিজেকে সামলে নিল। মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। ও বুঝতে পারছে এ মুহূর্ত থেকে ওর জীবনটা বদলে যাচ্ছে চিরতরে।

ফ্রুট জুস ককটেল এল। অল্পসল্প কথা হলো। তুমি এখানে কী করছ, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, না? এই গানটা আমার বেশ পছন্দ, অ্যাবার গান আমার খুব ভাল লাগে। তুমি কি ব্রাজিল থেকে এসেছ? তোমার দেশ সম্পর্কে বলো,

শুনি। ও হ্যাঁ, তোমাদের দেশে তো কার্নিভাল উৎসব হয়। তোমরা, ব্রাজিলের মেয়েরা সত্যি খুব সুন্দরী।

হাসছে মারিয়া, চেহারায় লাজুকভাব ফুটিয়ে তুলে গ্রহণ করল প্রশংসা। ডান্স ফ্লোরে উঠে এল ওরা, তবে মারিয়ার একটা চোখ থাকল মিলানের ওপর। সে মাঝে মাঝে মাথা চুলকাচ্ছে আর কব্জিতে বাঁধা ঘড়িতে টোকা দিচ্ছে। লোকটার গা থেকে কোলনের গন্ধ আসছে। মারিয়া বুঝতে পারছে সব ধরনের গন্ধের সঙ্গে ওকে অভ্যস্ত হতে হবে। এটা পারফিউমের গন্ধ। ওরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে নাচছে। লোকটার শক্ত পৌরুষের স্পর্শ পাচ্ছে মারিয়া ওর দুই উরুর সন্ধিস্থলে। ঘনঘন শ্বাস ফেলছে লোকটা। উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ওকে বুকের সঙ্গে চাপছে।

আবার ফ্রুট জুস ককটেলের অর্ডার দিল লোকটা। সময় বয়ে চলেছে। মিলান বলেছে সর্বাধিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট ব্যয় করতে পারবে সে। ঘড়ি দেখল মারিয়া। লোকটা জিজ্ঞেস করল মারিয়া কাউকে আশা করছে কিনা। ও জবাব দিল ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ওর কয়েকজন বন্ধু আসবে। লোকটা মারিয়াকে তার হোটেলে যাবার আমন্ত্রণ জানাল।

হোটেলে চলে এল ওরা। সাড়ে তিনশ ফ্রাঁর মামলা দশ মিনিটে খতম। লোকটা খুব উত্তেজিত ছিল। বলল এমন তৃপ্তি জীবনে পায়নি সে। তবে মারিয়ার কোনও অনুভূতি হয়নি। লোকটা যখন তার শরীর ছেনেছুনে একাকার করছে, মারিয়া তাকে উৎসাহ দিয়েছে ঠিকই, তবে পুরোটাই যান্ত্রিকভাবে। সে একজন অভিনেত্রী। তাকে অভিনয় করতে হবে সে-ও তৃপ্তি পেয়েছে। মিলান তাকে সব শিখিয়ে দিয়েছে। গোসল সেরে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে বিদায় নিল মারিয়া। তাকে ধন্যবাদ দিল। তৃপ্ত লোকটা ঘুম জড়ানো চোখে তাকে বিদায় জানাল।

আবার ক্লাবে ফিরতে ইচ্ছে করছে না মারিয়ার, বাড়ি যেতে মন চাইছে। কিন্তু মিলানকে পঞ্চাশ ফ্রাঁ'র হিসেব বুঝিয়ে দিতে হবে। এরপর আরেকজন লোক এল, আরেকটি ককটেল, ব্রাজিল নিয়ে আরও প্রশ্ন, হোটেল, আবার গোসল। এরপর আবার বার-এ প্রত্যাবর্তন। বার মালিককে কমিশন প্রদান।

মিলান জানায় মারিয়া ইচ্ছে করলে এখন বাড়ি ফিরতে পারে। কারণ আজ রাতে আর খদ্দের মিলবে না।

ফেরার পথে ট্যাক্সি না পেয়ে হাঁটতে লাগল মারিয়া। দেখল অন্যান্য ক্লাব, ঘড়ি বোঝাই দোকান, গির্জা (বন্ধ... সব সময় ওটা বন্ধ থাকে)। কেউ তার দিকে ফিরে চাইল না।

ঠাণ্ডার মধ্যে হাঁটছে মারিয়া। গায়ের হাড় জমিয়ে দেয়া শীতও যেন অনুভব করছে না। কাঁদছে না সে, যে টাকা কামাই করেছে তা নিয়েও ভাবছে না, এক রকম ঘোরের মধ্যে রয়েছে সে। কেউ কেউ জন্মগ্রহণ করে জীবনকে একাকী মোকাবেলার জন্য। এর মধ্যে ভালো-খারাপ নেই। এ স্রেফ সাধারণ একটা জীবন। মারিয়া তাদেরই একজন।

যা ঘটেছে তা নিয়ে ভাবার চিন্তা করে মারিয়া : আজই কাজ শুরু করেছে সে, ইতিমধ্যে নিজেকে ভাবছে পেশাদার হিসেবে। যেন বহুদিন ধরে কাজটা করছে সে, সারাজীবন ধরে করছে। অন্তুত একটা অহঙ্কার হলো মারিয়ার; ও খুশি কারণ ও পালিয়ে যায়নি, তাকে এখন শুধু সিদ্ধান্ত নিতে হবে কাজটা সে চালিয়ে যাবে কী যাবে না। যদি চালিয়ে যায় তাহলে নিশ্চিত করতে হবে এ লাইনে সে সবার সেরা।

জীবন এখানে শেখাচ্ছে– খুব দ্রুত। কীভাবে টিকে থাকতে হয় তা শিখছে মারিয়া। তবে টিকে থাকতে হলে ওকে সবার সেরা হতে হবে। এর কোনও বিকল্প নেই।

মারিয়ার ডায়েরি থেকে, এক সপ্তাহ পরে :

> *আমি আত্মাহীন শরীর নই। আমার একটি আত্মা আছে যার দৃশ্যমান একটি শরীর রয়েছে। আমি গত এক সপ্তাহ ধরে এই আমার উপস্থিতি যেন আগের চেয়ে বেশি টের পাচ্ছি। আত্মা আমাকে কিছু বলে না, আমার সমালোচনা করে না, আমার জন্য দুঃখিতও হয় না : শুধু আমাকে লক্ষ করে।*
>
> *আজ আমি বুঝতে পেরেছি কেন এসব ঘটছে : আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে ভালোবাসা, যেন আমার জন্য*

আর জরুরি নয় সে এবং ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করছে না। কিন্তু ভালোবাসার কথা না ভাবলে আমার কোনও অস্তিত্বই থাকে না।

দ্বিতীয় রাতে যখন কোপাকাবানায় গেলাম, আমাকে ওরা সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করল। এক রাতে একটি মেয়ে সাধারণত একজন সঙ্গীই পায়। কিন্তু আমি শুরু করতে গিয়েই পেয়েছি দু'জন। আমাকে ওরা সহকর্মী হিসেবে মেনে নিয়েছে।

ওরা সবাই স্বপ্ন দেখে কেউ একজন আসবে, সে সত্যিকারের নারী হিসেবে ওদেরকে মূল্যায়ন করবে- সে হবে বন্ধু, প্রেমিক, সঙ্গী। কিন্তু ওরা সবাই জানে এরকম কখনোই ঘটবে না।

আমি ভালোবাসার কথা লিখতে চাই। আমি বারবার ভাবতে চাই এবং লিখতে চাই ভালোবাসা নিয়ে- নইলে আমার আত্মা বাঁচবে না।



বারো

ভালোবাসাকে যতটাই প্রয়োজনীয় এবং দরকারি ভাবুক না কেন মারিয়া, সে প্রথম রাতের উপদেশের কথা ভোলেনি। তাই ভালোবাসা সে ডায়েরির পাতায় বন্দি করে রেখেছে। সে এখন সবার সেরা হবার স্বপ্ন দেখছে, চাইছে স্বল্প সময়ের মধ্যে যত বেশি সম্ভব টাকা রোজগার করতে। সে খুব কমই চিন্তা ভাবনা করে এবং যে কাজটা করছে তার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও খুঁজে পেতে চাইছে।

মুশকিল হলো এ প্রশ্নটাই : এ কাজ করার আসল কারণ কী?

কাজটা মারিয়া করছে কারণ করা দরকার। নাহ্‌, কথাটা ঠিক না–সবারই টাকা কামাই করা দরকার, তবে সবাই সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে জানে না। মারিয়া কাজটা করছে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। না, কথাটা মিথ্যা বলা হলো। পৃথিবীতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কম জিনিস নেই–যেমন স্কি করা বা লেক জেনেভায় নৌকা চালানোর মধ্যেও অন্যরকম অভিজ্ঞতার ব্যাপার রয়েছে। মারিয়া এসবের প্রতি কখনও আগ্রহ বোধ করেনি। সে কাজটা করছে কারণ তার হারানোর কিছু নেই। কারণ তার জীবন চলছে হতাশার মাঝ দিয়ে।

না, এসব কথা একটিও সত্যি নয়। কাজেই এসব ভুলে যাওয়াই ভালো এবং ওর নির্দিষ্ট পথে যা আছে তা নিয়েই চলা উচিত। অন্যান্য পতিতাদের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে মিল রয়েছে মারিয়ার, এদের সর্বোচ্চ স্বপ্ন হলো বিয়ে করে নিরাপদ জীবনযাপন। এসব নিয়ে যারা ভাবছে হয় তাদের স্বামী আছে (মারিয়ার সহকর্মীদের বেশিরভাগের বিয়ে হয়ে গেছে) অথবা কিছুদিন আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে। মারিয়া বোঝার চেষ্টা করে তার সহকর্মীরা কেন এ পেশা বেছে নিল।

ওরা বলে স্বামীদেরকে অর্থ সাহায্য করতে হয় (স্বামীরা কি ঈর্ষাকাতর হয় না? তাদের স্বামীদের কোনও বন্ধু যদি এক রাতে ক্লাবে এসে হাজির হয়ে যায়? এ প্রশ্ন করার সাহস হয় না মারিয়ার), তারা তাদের বাবা-মা'র জন্য বাড়ি কিনতে চায়, তারা এ কাজ ছাড়া অন্য কোনও কাজ পায় না (এটা ঠিক কথা হলো না, কারণ সুইটজারল্যান্ডে ক্লিনার, ড্রাইভার এবং রাঁধুনীর চাকরির অভাব নেই)।

এরা কেউই সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তাই মারিয়াও স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করায় না। সে লক্ষ করে তার মালিক মিলান ঠিকই বলেছে : মারিয়াকে আর কেউ সঙ্গদানের জন্য হাজার ফ্রাঁ'র প্রস্তাব দেয়নি। সে সাড়ে তিনশ ফ্রাঁ দাবি করেছে বলে কেউ অনুযোগও করেনি।

এক মেয়ে একদিন বলল :

'পতিতাবৃত্তি অন্য পেশার মত নয় : এখানে নবাগতরা বেশি বেশি কামায়, অভিজ্ঞরা কম উপার্জন করে। কাজেই সব সময় ভান করতে হবে তুমি নবাগত।'

'স্পেশাল ক্লায়েন্ট' কে বা কারা এখনও জানে না মারিয়া। শুধু প্রথম রাতে এদের কথা শুনেছিল। এরপর আর কেউ এদের নিয়ে একটি কথাও বলেনি। ধীরে ধীরে এ ব্যবসার সবচে' প্রয়োজনীয় কৌশলটি শিখে ফেলল মারিয়া, কাউকে কখনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে নেই। হাসতে হবে বেশি, কথা যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল, ক্লাবের বাইরে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যাবে না। সবচে' জরুরি উপদেশটি দিল ফিলিপিনের মেয়ে নিয়া :

'তোমার ক্লায়েন্টদের যখন বীর্যপাত হবে, তুমিও এমনভাবে গোঙাতে থাকবে যেন তোমারও রেতঃপাত হচ্ছে। এতে কাস্টমাররা খুশি হয়।'

'কিন্তু কেন? ওরা তো নিজেদের তৃপ্তি পাবার জন্য পয়সা দেয়?'

'না। তুমি ভুল ভাবছ। পুরুষ বীর্যপাত ঘটিয়ে প্রমাণ করে না যে সে পুরুষ। সে নিজেকে তখনই সত্যিকারের পুরুষ ভাবতে পারে যখন সে নারীকে রতিসুখ দিতে পারে। আর সে যদি কোনও পতিতাকে তৃপ্তি দিতে পারে তাহলে নিজেকে সে পৃথিবীর সেরা খেলুড়ে ভেবে গর্ব অনুভব করে।'



তেরো

ছয় মাস কেটে গেল। প্রয়োজনীয় সব কিছুই এ সময়ের মধ্যে শিখে ফেলল মারিয়া। যেমন কোপাকাবানা কীভাবে কাজ করে জেনে গেল ও। রু ডি বার্ন-এর অন্যতম দামী ক্লাব বলে এখানকার খদ্দেররাও অত্যন্ত অভিজাত, নির্বাহী শ্রেণীর। এরা রাত করে বাড়ি ফেরে 'ক্লায়েন্টদের সঙ্গে সাপার'-এর ধুয়ো তুলে। তবে এসব 'সাপার' চুকে যায় রাত এগারোটার মধ্যে। এ ক্লাবের বেশিরভাগ পতিতার বয়স আঠারো থেকে বাইশের মধ্যে, তারা গড়ে বছর দুই কাজ করে। তারপর নতুন লোক নেয়া হয়। পুরানোরা চলে যায় নিওনে, সেখান থেকে জেনিয়াম। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে মেয়েদের দামও কমতে থাকে, কাজের সময় ঘণ্টা ক্রমে হ্রাস পেতে শুরু করে। এদের শেষ আশ্রয় ঘটে ট্রপিকাল এক্সট্যাসিতে, এরা ত্রিশোর্দ্ধ নারীদের গ্রহণ করে। তবে এখানে আসার পরে খুব বেশি রোজগারের সুযোগ তাদের হয় না। কোনমতে লাঞ্চের খরচটা জুটে যায়। সারা দিনে ক্লায়েন্ট হিসেবে দু'একজন ছাত্র পায়। এরা বড় জোর সস্তা এক বোতল মদ কিনে দেয়ার সামর্থ্য রাখে।

মারিয়া এ পর্যন্ত বহু পুরুষের সঙ্গে বিছানায় গেছে। এদের বয়স কত, কী রকম পোশাক পরেছে কিংবা তাদের গা থেকে ঘামের গন্ধ আসে কিনা

এসব বিবেচ্য নয় মারিয়ার কাছে। খদ্দের ধূমপান করলেও সে কিছু মনে করে না তবে যারা সস্তা আফটার শেভ মেখে আসে গালে কিংবা গা থেকে ভুরভুর করে মদের গন্ধ বেরোয় অথবা বাসি জামাকাপড় পরে, এদেরকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না মারিয়া।

কোপাকাবানা নির্ঝঞ্ঝাট জায়গা। আর সুইটজারল্যান্ড সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে পতিতা হিসেবে কাজ করতে গেলে ওয়ার্ক এবং রেসিডেন্স পারমিট দরকার হয় এবং এ দেশে কাগজপত্র পেতে কোনও সমস্যা নেই, সামাজিক নিরাপত্তাও মেলে। মিলান সব সময় বলে সে চায় না তার বাচ্চারা ট্যাবলয়েড পত্রিকায় তার নাম দেখুক। এ জন্য পুলিশদের মতোই সে আইনকানুন রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর।

পতিতারা সারা সপ্তাহ কাজ করে। রোববারটা বিশ্রাম পায়। বেশিরভাগ পতিতা ধর্মকর্মে বিশ্বাসী। তারা গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করে।

মারিয়া বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছে তার প্রতি পাঁচজন খদ্দেরের একজন সেক্সে আগ্রহী নয়, তারা গল্প করতে চায়। তারা বার এবং হোটেল রুমের ভাড়া চুকিয়ে দেয়, কাপড় খোলার পর্ব এলে পুরুষটি কাপড় খুলতে মানা করে। তারা কাজের চাপ, অবিশ্বস্ত স্ত্রী, তারা কতটা একা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বকবক করে।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগত মারিয়ার। এক রাতে সে এক বিখ্যাত কোম্পানির শীর্ষস্থানীয় ফরাসী নির্বাহীর সঙ্গে হোটেলে গেল। নির্বাহী তাকে বললেন :

'তুমি জানো পৃথিবীতে সবচে' একা কে? সফল ক্যারিয়ারের একজন এক্সিকিউটিভ। সে প্রচুর টাকা বেতন পায়, সবাই তাকে বিশ্বাস করে, সে বাচ্চাদের নিয়ে ছুটি কাটাতে যায়, তাদের হোমওয়ার্ক করে দেয়। কিন্তু এরাই পরে প্রশ্ন করে : 'কীভাবে এ পেশা বদলে আরও বেশি আয় করা যায়?'

'এক্সিকিউটিভ বা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সব আছে তবু তারা নিঃসঙ্গ। কেন? কারণ তাদের কথা বলার কেউ নেই। সে ভালো কাজের অফার পেলেও তা কলিগদেরকে বলতে পারে না। কারণ তারা তাকে ছাড়তে চাইবে

না। সে স্ত্রীর সঙ্গেও সবকিছু শেয়ার করতে পারে না। কারণ স্ত্রী তার ঝুঁকিগুলো নেবে না বা নিতে পারবে না। সে তার জীবনের বৃহত্তম সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা বলার মত মানুষ খুঁজে পায় না। ভাবতে পার এই মানুষটার মনের মাঝে কী রকম উথাল-পাথাল চলে?'

না, এই মানুষটি পৃথিবীর সবচে' নিঃসঙ্গ নয়। পৃথিবীর সবচে' নিঃসঙ্গ মানুষ হলো সে নিজে : মারিয়া। তবু ক্লায়েন্টের কথায় তাল দেয় সে বড় বকশিস পাবার লোভে। তবে নির্বাহীর কথা শুনে উপলব্ধি করে মারিয়া ক্লায়েন্টদের প্রবল মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করার কোনও উপায় তাকে বের করতে হবে। এতে তার সেবার মান যেমন বেড়ে যাবে, সেই সঙ্গে বাড়তি কিছু পয়সাও আসবে পকেটে।

মারিয়া যখন বুঝতে পারল শরীরের টেনশন থেকে মুক্ত হবার মত আত্মার টেনশন থেকে মুক্ত হওয়াও জরুরি, সে আবার লাইব্রেরিতে যেতে শুরু করল। সে বৈবাহিক সমস্যা, মনোবিজ্ঞান এবং রাজনীতির বই পড়তে চাইল। লাইব্রেরিয়ান এই তরুণীকে খুব পছন্দ করে। সে খুশি হলো মেয়েটি সেক্স বাদ দিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করছে দেখে।

খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠিকা হয়ে উঠল মারিয়া। বিশেষ করে অর্থনীতির পাতা সে খুঁটিয়ে পড়ে। এর কারণ তার ক্লায়েন্টদের বেশিরভাগ বিজনেস এক্সিকিউটিভ। সে আত্ম-উন্নয়নের বইয়ের সন্ধান করে, কারণ তার ক্লায়েন্টরা তার কাছে পরামর্শ চায়। মারিয়া মানবিক আবেগ নিয়ে পড়াশোনা করে। কারণ তার প্রতিটি খদ্দেরই কোনও না কোনওভাবে মানসিক আবেগের যন্ত্রণায় দগ্ধ।

মারিয়া মাত্র ছ'মাসের মাথায় পরিচিতি পেয়ে গেল অন্যরকম একজন পতিতা হিসেবে। তার ক্লায়েন্টরা অত্যন্ত সুনির্বাচিত, বিশ্বস্ত এবং বড় লোক। তার কলিগরা তাকে হিংসা করে তবে সম্মানও করে।

সেক্স মারিয়ার জীবনে নতুন কিছু যোগ করেনি। তার কাছে সেক্স মানে দু'পা ফাঁক করে দেয়া, খদ্দেরকে কনডম ব্যবহার করতে বলা, ভালো বকশিসের আশায় গোঙাতে থাকা (ফিলিপিনো নিয়াকে ধন্যবাদ, শীৎকারের

কারণে মারিয়া অতিরিক্ত পঞ্চাশ ফ্রাঁ আয় করে) এবং কাজ শেষে গোসল সেরে নেয়া এ আশায় যে জলের ধারা তার আত্মা পরিষ্কার করে তুলবে।

মারিয়া চুমোচুমির মধ্যে যায় না। পতিতাদের কাছে চুম্বন পবিত্র বিষয়। নিয়া বলেছে প্রেমিকের জন্য চুমু সংরক্ষণ করে রাখতে, স্লীপিং বিউটির গল্পের মত; যে চুমু ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে মারিয়াকে, ওকে নিয়ে যাবে রূপকথার রাজ্যে।

যৌন সঙ্গমে মারিয়ার কখনোই রেতঃপাত ঘটে না। সে কোনও মজাও পায় না, উত্তেজনাও বোধ করে না। সে সঙ্গমের কলা কৌশল শিখতে মাঝে মাঝে পর্ণোছবি দেখে। তবে এসব কৌশল খদ্দেরের জন্য প্রয়োগ করে না। কারণ এতে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। এত নষ্ট করার সময় কোথায় মারিয়ার? মিলান খুশি হয় যখন দেখে তার মেয়েদের কেউ কেউ এক রাতে তিনজন খদ্দের সামলাচ্ছে।

ছয় মাস শেষে ব্যাংকে মারিয়ার ষাট হাজার সুইস ফ্রাঁ জমে গেল। সে এখন ভালো রেস্টুরেন্টে খায়, একটি টিভি কিনেছে (টিভি কখনোই দেখে না মারিয়া, তবে ঘরে যন্ত্রটি আছে বলে খুশি) ভাবছে কিছু দিনের মধ্যে ভাল কোনও অ্যাপার্টমেন্টে উঠে যাবে। ইচ্ছে করলেই এখন বই কিনতে পারে মারিয়া তবে লাইব্রেরিতে যাবার অভ্যাসটি ধরে রেখেছে। বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে এটা তার সেতুবন্ধন, নিরেট, খাঁটি এক দুনিয়া। সে লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে মজা পায়। লাইব্রেরিয়ান মারিয়ার হাসিখুশি চেহারা দেখে আনন্দিত। তার ধারণা মারিয়া বয়ফ্রেন্ড ও চাকরি দুটোই পেয়ে গেছে, যদিও এ ব্যাপারে কখনও সে প্রশ্ন করে না। কারণ সুইসরা প্রকৃতিগতভাবেই লাজুক স্বভাবের এবং সরল।

এক উষ্ণ রোববারের সন্ধ্যায়, মারিয়ার ডায়েরি থেকে :

সকল পুরুষ, লম্বা-খাঁটো দুর্বিনীত, চুপচাপ, বন্ধুত্ব পরায়ণ-শীতল, প্রত্যেকের একটা ব্যাপারে মিল আছে : এরা যখন ক্লাবে আসে, ভয়ে যেন সিঁটিয়ে থাকে। এদের

মধ্যে বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্নরা জোরে জোরে কথা বলে তাদের ভয় গোপন করে, মদ খেয়ে ভয় দূর করার চেষ্টা করে। তবে আমি বুঝতে পেরেছি, অল্প কিছু উদাহরণ ছাড়া– মিলান যে 'স্পেশাল ক্লায়েন্ট'দের সঙ্গে আমার এখনও পরিচয় করিয়ে দেয় নি, এরা ছাড়া– সকলেই ভীত ও শঙ্কিত।

এদের কীসের ভয়? ভয় তো পাব আমি। আমি ক্লাব ছেড়ে তাদের সঙ্গে অচেনা হোটেলে যাই, আমাকে কেউ হামলা করলে ঠেকানোর মত শারীরিক শক্তি বা অস্ত্র কোনোটাই আমার নেই। পুরুষরা বড্ড অদ্ভুত। কোপাকাবানায় যারা আসে শুধু তাদের কথা বলছি না, এ পর্যন্ত যত পুরুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, প্রত্যেককেই আজব চীজ মনে হয়েছে। তারা আপনাকে ধরে মারবে, চিৎকার করবে, হুমকি দেবে, তারপরও মেয়েদের ভয়ে কাঁপতে থাকবে। তারা শুধু নিজেদের বউকেই নয়, সব মেয়েকেই ভয় পায়।



চোদ্দ

জেনেভায় আসার পর যে সব পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে মারিয়ার এরা প্রত্যেকে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী বলে জাহির করতে চায়, এমন ভান করে যেন গোটা বিশ্ব তাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু তাদের চোখ দেখে মারিয়া বুঝতে পারে এরা তাদের বউকে প্রচণ্ড ভয় পায়, আতঙ্কে থাকে হয়তো পুরুষাঙ্গ উত্থিত হবে না। এরা জুতোর দোকান থেকে জুতো কিনে আনার পরে তা যদি পায়ে না গলাতে পারে, ফিরে যায় ওই দোকানে। হয় জুতোর দাম ফেরত চায় কিংবা নতুন এক জোড়া জুতো দাবি করে। কিন্তু পতিতাদের কাছে এসে যদি লিঙ্গ খাড়া করতে না পারে, লজ্জায় আর এ মুখো হয় না। কারণ তারা ভাবে তাদের পুরুষত্বহীনতার কথা অন্য পতিতারাও জেনে ফেলেছে।

মারিয়া ভাবে, আমি যদি ওদেরকে উত্তেজিত করতে না পারি তাহলে তো লজ্জা আমার পাওয়া উচিত। কিন্তু উল্টো ওরা লজ্জিত হয়।

বিব্রতকর এই পরিস্থিতি সামাল দিতে মারিয়া সব সময় পুরুষদেরকে সহজ করে তোলার চেষ্টা করে। কেউ যদি মাতাল হয়ে থাকে কিংবা মনে হয় এর যৌনশক্তি তেমন প্রবল নয়, ফুল সেক্সের দিকে যায় না মারিয়া। সে তার

খদ্দেরকে আদর করে, হস্তমৈথুন করে দেয়। এতে তারা আরও বেশি সুখ লাভ করে।

মারিয়ার সতর্ক নজর থাকে তার খদ্দেররা যেন লজ্জা বোধ না করে। তার ক্লায়েন্টরা সব বড় বড় কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তা। কত চাপের মধ্যে তাদেরকে থাকতে হয়। তারা মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হতে ক্লাবে আসে। সাড়ে তিনশ ফ্রাঁ ব্যয় করে এক রাতের বিনোদনে। 'এক রাত? আরে, মারিয়া, তুমি অতিরঞ্জিত করছ। আসলে তো পঁয়তাল্লিশ মিনিট। জামা কাপড় খোলা, যৌন উদ্দীপক পোজ দেয়া, ফালতু কথাবার্তা, আবার জামা-কাপড় পরা ইত্যাদি কাজগুলোর পেছনে যে সময়টা ব্যয় হয় তা বাদ দিলে শুধু সেক্সের জন্য আসলে তুমি ব্যয় করছ এগারো মিনিট।

এগারো মিনিট। গোটা পৃথিবীটা ঘুরছে এই এগারো মিনিটের জন্য। এগারো মিনিটের আনন্দ পেতে পুরুষ কত কিছুই না করছে? এগারো মিনিট শেষ, মামলা খতম। পয়সা হজম।

এই এগারো মিনিট মারিয়ার ব্যাংক ব্যালান্স বৃদ্ধি করছে, সে বাড়িতে মাকে টাকা পাঠাতে পারছে, স্বপ্নের জিনিসপত্র কিনতে পারছে, সে সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমের ভালো একটি অ্যাপার্টমেন্টে উঠে আসতে পেরেছে সবই এগারো মিনিটের দৌলতে। এগারো মিনিটের এই নিষিদ্ধ দুনিয়া নিয়ে কেউ মুখ খুলতে চায় না। এ দুনিয়ায় মারিয়া প্রবেশ করে শরীর নিয়ে, মস্তিষ্ক নিয়ে নয়।

মারিয়া তার খদ্দেরদের তিন ভাগে ভাগ করেছে : এক্সটার্মিনেটর (এ নামে একটা ছবি দেখেছে মারিয়া, উপভোগ করেছে খুব), এরা ক্লাবে ঢোকে গায়ে মদের গন্ধ নিয়ে, ভান করে কাউকে দেখছে না, তবে লক্ষ রাখে সবাই তাদের খেয়াল করছে কিনা। এরা ডান্স ফ্লোরে অল্প কিছুক্ষণ নাচে, তারপর সোজা হোটেলে চলে যায়। দ্বিতীয় দলটি হলো প্রিটি উওম্যান টাইপ (এটিও সিনেমা থেকে ধার করা নাম), এরা বেশ ভদ্রসভ্য, যেন হঠাৎ করেই ঢুকে পড়েছে ক্লাবে, এমন একটা ভাব থাকে, তারা শুরুতে খুব মিষ্টি আচরণ করে, তবে হোটেলে ঢুকে এক ধরনের অনিশ্চয়তায় ভোগে। তবে এক্সটার্মিনেটরদের

চেয়েও এদের যৌনক্ষুধা প্রবল। তিন নম্বর হলো গডফাদার টাইপ (বলাবাহুল্য এটিও সিনেমার নাম), এরা নারী শরীর স্রেফ পণ্য বলে মনে করে। এরাই হলো জেনুইন : নাচে, গল্প করে, কখনও বকশিস দেয় না, জানে না তারা কী কিনছে এবং এর মূল্য কত এবং কোনও মেয়েকে তাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে দেয় না, এদেরকেই প্রকৃত অর্থেই 'অ্যাডভেঞ্চারার' বলা চলে।

মারিয়ার ডায়েরি থেকে, এদিন তার মাসিক হয়েছে এবং কাজে যেতে পারে নি :

আমাকে অনেকেই ভাবে সাহসী, সুখী, স্বাধীন নারী। ধ্যাত– আমি তা মোটেই নই। আমি এগারো মিনিটের চেয়েও জরুরি যে শব্দটি উচ্চারণ করা দরকার তা করতে পারি না। শব্দটি হলো– প্রেম।

সারাজীবন আমি ভেবেছি প্রেম বা ভালোবাসা হলো এক ধরনের স্বেচ্ছা ক্রীতদাসত্ব। এটি মিথ্যা কথা যে স্বাধীনতার অস্তিত্ব তখনই থাকে যখন ভালোবাসা বর্তমান থাকে। আসলে যারা মনপ্রাণ উজাড় করে ভালোবাসতে পারে কেবল তারাই নিজেদেরকে মুক্ত ভাবতে পারে।

কাজেই আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি বা শিখছি তা অর্থহীন। আমি আশা করছি এ সময়টা দ্রুত পার হয়ে যাবে। নিজেকে নিয়ে আমি গবেষণা করতে পারব– নিজেকে খুঁজে পাব মানুষের কাঠামোয় যে আমাকে বুঝতে পারবে এবং আমাকে কষ্ট দেবে না।

কিন্তু এসব আমি কী বলছি? প্রেমে পড়লে কেউ কারও ক্ষতি করতে পারে না। আমরা আমাদের অনুভূতির জন্য নিজেরাই দায়ী, এজন্য অন্যদেরকে দায়ী করা চলে না।

আমি যাকে ভালোবাসি তাকে যখন হারিয়ে ফেলি, খুব কষ্ট হয় আমার। তবে এখন আমার মনে হচ্ছে আসলে কেউ কাউকে হারায় না, কারণ কেউ কারও নয়।



পনেরো

আরও তিন মাস গেল। এল শরৎ। সবকিছু কেমন দ্রুত এবং ধীরগতিতে ঘটছে, মারিয়া বুঝতে পারছে সময় আসলে দু'টি ভিন্ন মাত্রা নিয়ে চলছে। সে সেই অদৃশ্য নারীর করুণ হাসির কথা ভুলতে পারে না যে নারী তাকে লেকের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় সঙ্গ দিত, তাকে বলত জীবন অত সরল নয়, এতদিনে মারিয়া বুঝতে পেরেছে থেমে যাবার একটি সঠিক মুহূর্ত আছে। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাস তিনেক বাদে দেশে ফিরবে। ছোট একটি খামার বাড়ি কিনবে (মারিয়া প্রত্যাশার অনেক বেশি আয় করছে), কয়েকটি গরু কিনবে (ব্রাজিলিয়ান, সুইস নয়), বাবা মাকে বলবে তার সঙ্গে থাকার জন্য। কয়েকজন শ্রমিক নিয়ে ব্যবসা শুরু করবে।

খামার করার পরে মারিয়া নিজের শহরে ফিরবে। ব্যাংকে বড় অঙ্কের সুইস ফ্রাঁ রাখবে। ওই ব্যাংকে তার বান্ধবীর প্রেমিক থাকে সে মারিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

'হাই, কেমন আছ তুমি? আমাকে তোমার মনে আছে?' বলবে ছেলেটা।

মারিয়া তখন ছেলেটার নাম মনে করার চেষ্টা করার ভান করবে, শেষে বলবে না, তার মনে পড়ছে না। বলবে সে এক বছর পরে ইউরোপ থেকে

ফিরেছে (ইউরোপ শব্দটা সে খুব ধীরে এবং স্পষ্ট উচ্চারণে বলবে যাতে ছেলেটার কলিগরা শুনতে পায়)।

কে সে? ছেলেটা তখন তাদের স্কুল জীবনের কথা বলবে। মারিয়া বলবে: 'ওহ্, হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে...' তবে চেহারায় এমন ভাব ফুটিয়ে রাখবে যেন মনে করতে পারছে না। এভাবে প্রতিশোধ নেবে সে। মারিয়ার খামার যখন দাঁড়িয়ে যাবে, সে জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসটির খোঁজে উৎসর্গ করবে নিজেকে : খুঁজে নেবে তার প্রকৃত ভালোবাসাকে, যে মানুষটি তার জন্য এতগুলো বছর ধরে অপেক্ষা করে আছে যদিও তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি মারিয়ার।

মারিয়া 'ইলেভেন মিনিটস' নামে একটি বই লিখবে ঠিক করেছিল। কিন্তু এখন সে খামারের দিকে পুরোপুরি মনোযোগী হতে আগ্রহী, এটাই তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা কাজে লাগাতে না পারলে দেশে ফেরাটাই বৃথা হয়ে যাবে।

সেদিন বিকেলে মারিয়া গেল তার সেরা এবং একমাত্র বন্ধু লাইব্রেরিয়ানের কাছে। গবাদি পালন এবং খামার গঠনের ওপরে বই চাইল। লাইব্রেরিয়ান বলল :

'কয়েক মাস আগে তুমি যখন এখানে এসে সেক্সের ওপরে বই চাইলে, তোমাকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল আমার। অনেক সুন্দরী, কমবয়েসী মেয়েই সহজে টাকা কামাই করার লোভে ভুল পথে ধাবিত হয়। ভুলে যায় একদিন তারা বুড়ো হবে, তখন না পাওয়া ভালোবাসার জন্য আফসোস করবে।'

'ভুল পথে বলতে কী আপনি পতিতাবৃত্তি বোঝাচ্ছেন?'

'শব্দটা কর্কশ শোনালেও জবাব হলো- হ্যাঁ।'

'আমি তো আপনাকে বলেইছি আমি একটা কোম্পানিতে আছি। তাদের মাংস আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা। কিন্তু আমি যদি পতিতাবৃত্তি বেছেও নিতাম, সঠিক সময়ে এ পেশা থেকে কি বিদায় নেয়া যেত না? অল্প বয়েসি মেয়েরা তো ভুল করেই।'

'মাদকাসক্তরা এ কথাই বলে যে কখন থামতে হবে তোমাকে তা জানতে হবে। তবে কেউ থামে না।'

মারিয়া লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে বেরিয়ে এল। আজ বিকেলে তার তেমন কোনও কাজ নেই। সে রাস্তায় হাঁটতে লাগল। হঠাৎ হলুদ একটা ফলকে চোখ আটকে গেল। ওতে লেখা : 'রোড টু সান্তি য়াগো।' মানে কী এ কথার? রাস্তার ওপাশে একটা বার দেখা যাচ্ছে। কোনও কিছু বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করতে হয়, এ মতবাদে বিশ্বাসী মারিয়া বার-এ ঢুকল।

'আমি ঠিক জানি না কথাটার মানে কী,' বার-এর মেয়েটি বলল, এখানে খাবারের দাম সাংঘাতিক চড়া, কফির দাম তিনগুণ। যেহেতু টাকা আছে পকেটে তাই কফির অর্ডার দিল মারিয়া। লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসা খামারের ওপর লেখা বইটি মেলে ধরল। কিন্তু মনোযোগ দিতে পারছে না- খুবই বিরক্তিকর লেখা। এরচে' ওর যে কোনও ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলা সহজ। তারা জানে কীভাবে টাকা নাড়াচাড়া করতে হয়।

কফির দাম চুকিয়ে সিধে হলো মারিয়া, বার-এর ওয়েট্রেসকে মোটা অঙ্কের বকশিস দিল (সে একটা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে- যত বেশি ব্যয় করবে তত বেশি আয় হবে), তারপর পা বাড়াল দরজার দিকে। এমন সময় একজন কথা বলে উঠল পেছন থেকে। মারিয়া জানে না এই মুহূর্ত থেকে বদলে গেল তার সমস্ত পরিকল্পনা, তার ভবিষ্যৎ, তার খামার গড়ার স্বপ্ন, সুখ নিয়ে তার চিন্তা-ভাবনা, তার আত্মা, জগতে তার স্থান, সবকিছু।

'একটু দাঁড়ান।'

বিস্মিত হয়ে একপাশে তাকাল মারিয়া। এটা কোপাকাবানা নয় যেখানে পুরুষরা মহিলাদেরকে এভাবে ডাকতে পারে। যদিও মেয়েরা এ আহ্বানের জবাবে বলে : 'না, আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে আপনি থামাতে পারবেন না।'

কণ্ঠটা অগ্রাহ্য করতে যাচ্ছিল তবে কৌতূহলের জয় হলো শেষে। কণ্ঠের মালিকের উদ্দেশ্যে ঘুরল মারিয়া। অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেল : মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে লম্বা চুলের, বছর ত্রিশের এক যুবক। তার চারপাশে ছবি আঁকার সরঞ্জাম ছড়ানো। যুবক চেয়ারে বসা এক লোকের ছবি আঁকছে। বার-এ ঢোকার সময় এদেরকে লক্ষ করেনি মারিয়া।

'যাবেন না। এ ছবিটা আঁকা প্রায় শেষ করে এনেছি। আপনারও একটা ছবি আঁকতে চাই।'

মারিয়া বলল, 'না, ছবি আঁকার ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই।'

'আপনার ভেতরে বিশেষ একটা আলো আছে। অন্তত একটা স্কেচ করতে দিন।'

'স্কেচ' কী জিনিস? 'বিশেষ আলো' বলতেই বা এ লোক কী বোঝাচ্ছে? অবশ্য এ লোক যদি কোনও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হয়ে থাকে তাহলে মারিয়া তার ছবি দিয়ে অমর হয়ে থাকবে। তার ছবি প্রদর্শিত হবে প্যারিস কিংবা সালভাদর ডা বাহিয়ায়! কিংবদন্তী হয়ে উঠবে মারিয়া?

মারিয়ার মনের কথা বুঝতে পেরেই বোধহয় ওয়েট্রেস নরম গলায় বলল, 'উনি খুব বিখ্যাত আর্টিস্ট।'

মারিয়া যা ভেবেছে! সে উল্লাস প্রকাশ না করে শান্ত ভাব ফুটিয়ে রাখল চেহারায়।

'উনি মাঝে মাঝে এখানে আসেন। সঙ্গে থাকেন দামী ক্লায়েন্ট। এ বার-এর পরিবেশ নাকি তাঁর ভালো লাগে। তাই এখানে আসেন। উনি বিখ্যাত লোকদের ছবিই বেশি আঁকেন। চেয়ারে বসা মানুষটি রসায়নবিদ। নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।'

'যাবেন না,' চিত্রশিল্পী বলল আবার। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে আমার। আপনি যা ইচ্ছে খেতে পারেন। সব খরচ আমার।'

মারিয়াকে যেন সম্মোহন করা হয়েছে, সে বার-এ এসে বসে পড়ল। একটা অ্যানিসেটের অর্ডার দিল। দেখছে লোকটার কাজ।

'আমি বিখ্যাত কেউ নই। কাজেই অন্য কোনও ব্যাপারে তার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এ লোক আমার ঘরানার নয়।'

মারিয়া দেখছে কত দ্রুত ছবি আঁকছে যুবক। ক্যানভাসটা খুব বড়। মুখ দেখতে পাচ্ছে না মারিয়া। এমন যদি হয় ওর জন্য নতুন কোনও সুযোগ সৃষ্টি হলো? এ লোককে দেখে মনে হচ্ছে না সে মারিয়ার সঙ্গে রাত কাটানোর প্রস্তাব দেবে।

ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে কাজ শেষ করল চিত্রকর।

মারিয়া এতক্ষণ ব্রাজিলের কথা ভেবেছে, ওখানে কী রকম উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে তার কথা চিন্তা করেছে।

'ধন্যবাদ, এখন আপনি নড়াচড়া করতে পারেন,' চিত্রশিল্পী বলল রসায়নবিদকে, তিনি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। মারিয়ার দিকে ফিরল সে, সরল গলায় বলল :

'ওই কোণায় গিয়ে আরাম করে বসুন। আলোটা চমৎকার।'

'যেন সবকিছু নিয়তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেন এরচে' স্বাভাবিক ঘটনা আর নেই, যেন এই মানুষটিকে সারাজীবন ধরে চেনে মারিয়া অথবা এ মুহূর্তটিকে সে স্বপ্নে দেখেছে এবং এখন জানে বাস্তবে কী করতে হবে, মারিয়া অ্যানিসেটের গ্লাস, নিজের ব্যাগ এবং খামারের ওপর লেখা বই নিয়ে লোকটার নির্দেশিত জায়গায় চলে এল– জানালার ধারের একটি টেবিলে। চিত্রকর ব্রাশ, বড় ক্যানভাস, নানান রঙ মেশানো কতগুলো ছোট বোতল এবং এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল মারিয়ার পাশে।

'এখন নড়াচড়া করবেন না।'

'আমার জীবন সারাক্ষণ নড়াচড়ার মধ্যেই আছে।'

মারিয়া ভাবল খুব বুদ্ধিদীপ্ত একটা মন্তব্য করেছে। তবে লোকটা কোনও কথা বলল না। স্বাভাবিক আচরণ করার চেষ্টা করল মারিয়া, কারণ মানুষটা যেভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে তা রীতিমত অস্বস্তিকর। সে রাস্তার ফলকের দিকে ইঙ্গিত করল।

'রোড টু সান্তিয়াগো' কথাটার মানে কী?'

'ওটা তীর্থযাত্রীদের রাস্তা। মধ্যযুগে গোটা ইউরোপ থেকে লোক আসত এখানে, এ রাস্তা ধরে যেত স্পেনের শহর সান্তিয়াগো ডি কমপোস্তেলায়।'

চিত্রকর ক্যানভাসের একটা কিনারা মুড়ে নিল, প্রস্তুত করল ব্রাশ। মারিয়া বুঝতে পারছে না কী করবে।

'আমি ওই রাস্তা ধরে হাঁটলে স্পেনে পৌঁছে যাব?'

'হ্যাঁ। দুই তিন মাস লাগবে। এটা কথা বলি? দয়া করে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থাকুন। আমার দশ মিনিটের বেশি লাগবে না। জিনিসপত্রগুলো টেবিল থেকে নামিয়ে ফেলুন।'

'এগুলো বই,' লোকটার কর্তৃত্ব সুলভ সুরে খানিকটা বিরক্ত মারিয়া, তার ইচ্ছে করল লোকটাকে বলে সে সংস্কৃতিমনা এক নারীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে যার বেশিরভাগ সময় কাটে লাইব্রেরিতে, দোকানে নয়। কিন্তু লোকটা নিজেই বইগুলো মেঝেতে নামিয়ে রাখল। তারপর আঁকতে শুরু করল ছবি। নোবেল বিজয়ীর ছবি যেমন গভীর মনোযোগে আঁকছিল সে, সেভাবে ক্যানভাসে তুলি চালাচ্ছে। মারিয়া ভাবল লোকটা তার ছবি এঁকে দেয়ার জন্য আবার পয়সা চাইবে না তো?

'জানালার দিকে ঘুরুন।'

বিনা প্রতিবাদে লোকটার নির্দেশ পালন করল মারিয়া। এটা তার চরিত্রের সঙ্গে যায় না। সে রাস্তার লোক দেখছে, দেখছে হলুদ ফলক। ভাবছে কয়েক শতক আগে এ রাস্তাটার চেহারা কেমন ছিল। এর মধ্যে মানবসভ্যতার কত পরিবর্তন হয়েছে। রাস্তাটার কতটা উন্নতি হয়েছে? হয়তো এ লোকের ছবিও শহরে জাদুঘরে ঝোলানো থাকবে পাঁচশ বছর ধরে...

ছবি এঁকে চলেছে লোকটা। কিন্তু মারিয়া ভেতরে শুরুর সেই উত্তেজনাটা খুঁজে পাচ্ছে না এবং নিজেকে অপ্রয়োজনীয়, অগুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। একটা অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। অস্বস্তিবোধের কারণটাও অবশ্য ধরে ফেলল মারিয়া। আসলে বহুদিন বাদে কেউ তাকে স্রেফ পণ্য হিসেবে দেখছে না, নারী হিসেবেও নয়। এমন কিছু হিসেবে যা ঠিক মারিয়ার উপলব্ধিতে আসছে না। শুর মনে হচ্ছে, 'এ লোক আমার আত্মা দেখতে পাচ্ছে, আমার ভয়, আমার দুর্বলতা, আমি সব জানি বলে যে ভান করি আসলে কিছুই জানি না, তাও সে বুঝে ফেলছে।

'আমি একটু...'

'প্লিজ, কথা বলবেন না।' বলল লোকটা, 'আমি এখন আপনার আলো দেখতে পাচ্ছি।'

এর আগে কেউ এমন করে বলে নি মারিয়াকে। তারা বলেছে 'আমি তোমার খাড়া খাড়া মাই দেখছি,' 'তোমার সুডৌল উরু দেখছি, 'তোমার মধ্যে গ্রীস্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের মাথা খারাপ করা রূপ দেখতে পাই,' ইত্যাদি। এ

ধরনের মন্তব্য শুনে অভ্যস্ত মারিয়া। কিন্তু তার আলো? লোকটা কি গোধূলি বেলার আলো বোঝাচ্ছে?

'আপনার ভেতরকার আলো,' মারিয়া তার কথা বুঝতে পারে নি বলে মন্তব্য করল চিত্রকর।

তার ভেতরকার আলো! হায়, এ চিত্রশিল্পী তো মারিয়া সম্পর্কে কিছুই জানে না। মারিয়া জানে তার ভেতরে কোনও আলো নেই। সে আর দশটি মেয়ের মতই সাধারণ, নীরবে নিজের একাকীত্ব সহ্য করে, কৃতকর্মের স্বপক্ষে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে, যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন সবল হবার ভান করে।

আলো ঘরে কীভাবে প্রবেশ করে? খোলা জানালা দিয়ে। আলো মানুষের ভেতরে কীভাবে প্রবেশ করে? ভালোবাসার খোলা দরজা দিয়ে। কিন্তু মারিয়ার দরজা তো বন্ধ। এ লোক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হতে পারে বটে তবে সে জানে না কিছুই।

'কাজ শেষ,' বলল যুবক, গোছাতে শুরু করল জিনিসপত্র।

মারিয়া নড়ল না। যেখানে বসা ছিল, বসে রইল। মন চাইছে জিজ্ঞেস করে ছবিটি দেখা যাবে কিনা। একবার ভাবল বলবে না। কিন্তু কৌতূহলের জয় হলো। দেখতে চাইল সে ছবি। চিত্রকর ওর মুখ এঁকেছে শুধু। তার অবিকল চেহারা। এ ছবি যদি সে অন্য কোনওদিন দেখত, যদি না জানত মডেলটা কে, মারিয়া বলত ছবির মেয়েটি যেন আলোয় উদ্ভাসিত।

'আমার নাম র‍্যালফ হার্ট,' নিজের পরিচয় দিল যুবক। 'আপনাকে আরেকটা ড্রিঙ্ক দিতে বলি?'

'না, ধন্যবাদ।'

'আরও দু'টো অ্যানিসেট, প্লিজ,' মারিয়ার জবাব অগ্রাহ্য করল সে, ফিরল মারিয়ার দিকে। 'আপনি কী করেন?'

এ প্রশ্নটা শুনতে চায় না মারিয়া। তবু শুনতে হয়। জবাব দিল :

'নাইটক্লাবে কাজ করি।'

একটা বোঝা যেন নেমে গেল কাঁধ থেকে।

'আপনাকে চেনা চেনা লাগছে। আগে কোথাও যেন দেখেছি।'

মারিয়ার মনে হলো লোকটা ওর সঙ্গে সেধে আলাপ জমাতে চায়। এ লোক কিছুক্ষণ আগে তাকে হুকুম করছিল, নিশ্চিত ছিল, কিন্তু এখন তাকে লাগছে আর দশটা পুরুষের মত, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে যেন।

'এই বইগুলো কীসের?'

তাকে বইগুলো দেখাল মারিয়া। খামার প্রকল্প গঠন। লোকটাকে আরও বেশি অনিশ্চিত মনে হচ্ছে।

'আপনি কি যৌনকর্মী?'

লোকটার আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। মারিয়ার পোশাক দেখে কি মনে হয় সে পতিতা? খেলাটা উপভোগ করছে মারিয়া। ওর তো হারাবার কিছু নেই।

'পুরুষ মানুষের মাথায় বুঝি এ ছাড়া অন্য কিছু নেই?'

লোকটা ব্যাগে রেখে দিল বই।

'সেক্স এবং ফার্ম ম্যানেজমেন্ট। দু'টোই খুব বিরক্তিকর, নীরস বিষয়।'

কী! খুব রাগ হলো মারিয়ার। তার পেশা সম্পর্কে বাজে কথা বলার সাহস পায় কী করে এ লোক? মারিয়া ঠিক কী করে তা এখনও জানে না সে, স্রেফ অনুমান করেছে। সে লোকটাকে উপযুক্ত জবাব দেবে সিদ্ধান্ত নিল।

'আমার কাছে কিন্তু ছবি আঁকার চেয়ে নীরস কাজ অন্য কিছু মনে হয় না। চুপচাপ পাথর হয়ে বসে থাকো, তার একটা ছবি আঁকো। এ যেন ফটোগ্রাফ, অরিজিনালের ধারে কাছেও যেতে পারে না। এই মরা জিনিস শুধু চিত্রকর ছাড়া আর কারও কাছে কোনও অর্থ বহন করে না। আপনি জোন মাইরোর নাম শুনেছেন? এক আরব ভদ্রলোকের কাছে একটি রেস্টুরেন্টে বসে নামটি প্রথম শুনি আমি। তবে ওই নাম আমার জীবনে বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেনি।'

খুব বেশি কথা বলে ফেলল নাকি, ভাবল মারিয়া। ইতিমধ্যে ড্রিঙ্ক চলে আসায় ছেদ পড়ল আলোচনায়। চুপচাপ মদ গিলল দু'জনে কিছুক্ষণ। এখন ওটা থাক, ভাবল মারিয়া। র‍্যালফ হার্টও হয়তো একই কথা ভাবছে। কিন্তু বিশ্রী স্বাদের পানীয় বাধা হয়ে দাঁড়াল। ওরা এখনও শেষ করতে পারে নি গ্লাস দু'টো।

'ফার্ম ম্যানেজমেন্টের ওপরে বই কেন?'

'মানে?'

'আমি রু ডি বার্নেতে গিয়েছিলাম। আপনি যে-ই বললেন নাইটক্লাবে কাজ করেন, মনে পড়ে গেল ওখানে দেখেছি আপনাকে। তবে ছবি আঁকার সময় এসব ভাবিনি আমি। যদিও আপনার 'আলো'টা খুব শক্তিশালি ছিল।'

মারিয়ার মনে হলো তার পায়ের নিচে থেকে সরে যাচ্ছে মাটি। এই প্রথম যে কাজ করছে তার জন্য লজ্জা হলো ওর। যদিও লজ্জা পাবার কিছু ছিল না; কাজটা সে করছে নিজের পেট এবং পরিবারের সংসার চালাতে। লোকটারই বরং লজ্জা পাওয়া উচিত সে রু ডি বার্নেতে গেছে বলে; সাক্ষাতের সমস্ত আনন্দ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

'শুনুন, মি. হার্ট, আমি ব্রাজিলিয়ান বটে তবে সুইটজারল্যান্ডে আছি গত ন'মাস ধরে। আমি বুঝতে পেরেছি সুইসরা এত সতর্কভাবে চলাফেরা করে কারণ এটা খুব ছোট একটা দেশ এবং এখানে প্রায় সবাই সবাইকে চেনে। আপনার সঙ্গে আমার মাত্র পরিচয় হলো, কাজেই আমি কী করি না করি তা জিজ্ঞেস করা মোটেই উচিত হয়নি।

'আপনি যদি মনে করে থাকেন আমাকে অপমান করে মজা পাবেন, বলব বোকার স্বর্গে বাস করছেন। আপনার বিশ্রী স্বাদের অ্যানিসেটির জন্য ধন্যবাদ। আমি ড্রিঙ্কটা শেষ করব। তারপর একটা সিগারেট ধরাব, সবশেষে চলে যাব। তবে আপনি চাইলে এখন চলে যেতে পারেন। একজন পতিতার সঙ্গে একজন বিখ্যাত চিত্রকরের একই টেবিলে বসে থাকা মানায় না। কারণ আমি তা-ই। একজন পতিতা। আমি আপাদমস্তক একজন পতিতা এবং এটা যে খুশি জানুক তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমার সবচেয়ে বড় গুণ ওটাই : নিজের সঙ্গে প্রতারণা করি না আমি।' গলার স্বর ক্রমে চড়া হয়ে উঠল মারিয়ার।

'হ্যাঁ, আমি একজন পতিতা। আমি আর নব্বই দিনের মধ্যে এই বাজে জায়গাটা ছেড়ে চলে যাব। সঙ্গে থাকবে প্রচুর টাকা, ব্যাগ ভর্তি তুষারপাতের ছবি এবং এখানকার লোকদের আগাপাশতলা জেনে নেয়ার অভিজ্ঞতা!'

আতঙ্কিত হয়ে মারিয়ার কথা শুনছে ওয়েট্রেস। তবে রসায়নবিদ এদিকে নজর দিচ্ছেন বলে মনে হলো না। হয়তো ভেবেছেন মাতাল হয়ে আবোল তাবোল বকছে মেয়েটা।

'আমার কথা বুঝতে পারছেন, মি. হার্ট? আমি আগাগোড়া একজন পতিতা, পায়ের নখের ডগা থেকে চুল পর্যন্ত– আর এটাই আমার বড় গুণ?'

চিত্রকর শুনছে। নড়াচড়া করতেও যেন ভুলে গেছে। মারিয়া আত্মবিশ্বাসের তুফান টের পেল বুকের মাঝে।

'এবং আপনি, স্যার, একজন চিত্রকর যিনি মডেলদের মন বোঝেন না। আমি বুঝতে পারি না আপনি কী করে একটি মেয়ের মধ্যে 'বিশেষ আলো' দেখতে পান যে কিনা স্রেফ পতিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়!' শেষ শব্দগুলো ধীরে এবং উচ্চকিত কণ্ঠে বলা হলো। ঝিমুতে থাকা রসায়নবিদ যেন ঝাঁকি খেয়ে জেগে উঠলেন, ওয়েট্রেস বিল নিয়ে এল।

'আপনাকে পতিতা হিসেবে দেখিনি আমি, দেখেছি একজন নারী হিসেবে,' বিলের দিকে তাকাল না র‍্যালফ, ধীর, শান্ত গলায় বলল, 'আপনার মধ্যে একটা আলো আছে। জ্বলজ্বল করছে। আলোটা এসেছে তীব্র ইচ্ছা শক্তি থেকে। আলোটা আছে আপনার চোখে।'

অসহায় বোধ করল মারিয়া। এ লোক তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। মারিয়া ভেবেছে এ লোক তাকে বিছানায় নিয়ে যেতে চাইছে। ও আর কিছু যেন ভাবতে পারছে না।

'আপনি গ্লাসের মধ্যে অ্যানিসেট দেখতে পাচ্ছেন?' বলে চলল চিত্রকর। 'আপনি শুধু অ্যানিসেট দেখেন কিন্তু আমি দেখি অন্য কিছু। কারণ আমি যা করি তার ভেতরের জিনিসটা দেখতে চাই। আমি দেখি গাছটা কোত্থেকে এল, প্রবল ঝড়ো বাতাস সয়ে কীভাবে টিকে রইল ওটা, দেখতে পাই যে হাত শস্য তুলেছে সে হাত, দেখি জাহাজে করে নিয়ে আসা হচ্ছে ওটাকে, অ্যালকোহলে পরিণত হবার আগে এর গন্ধ এবং রঙ কী রকম ছিল দেখতে পাই। কিন্তু আপনি যখন ছবির দিকে তাকাবেন, শুধু এক গ্লাস অ্যানিসেট দেখতে পাবেন।

'আপনি যখন রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন আমি আপনার শৈশব, কৈশোর, আপনার ডানা ভাঙা স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, আপনার ইচ্ছা শক্তি– সব আমি এঁকে ফেলেছি...

মারিয়া কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে। কিছু বলতে পারছে না। থমথমে নীরবতা নেমে এল দু'জনের মাঝে। অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলতে ঘড়ি দেখল মারিয়া।

'আমি এখন উঠব। আপনি বললেন কেন সেক্স বিরক্তিকর জিনিস?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমার চেয়ে আপনিই ভালো জানেন।'

'আমি জানি কারণ এটা আমার কাজ। একই কাজ আমি প্রতিদিন করি। কিন্তু আপনি ত্রিশ বছরের যুবক...'

'উনত্রিশ।'

'... তরুণ, সুদর্শন, বিখ্যাত, আপনার তো সঙ্গীর খোঁজে রু ডি বার্নেতে যাবার কথা নয়।'

'কিন্তু আমি গিয়েছি। আপনার ক'জন সহকর্মীর সঙ্গে বিছানাতেও গেছি। নারী সঙ্গের অভাবের কারণে নয়, সমস্যাটা আমার নিজেকে নিয়ে।'

মারিয়া ঈর্ষার খোঁচা অনুভব করল, একই সঙ্গে আতঙ্কিতও হলো। ওর এখনই চলে যাওয়া উচিত।

'ওটা ছিল আমার শেষ চেষ্টা। এখন আশা ছেড়ে দিয়েছি।'

'কোনও শারীরিক সমস্যা?'

'না। আয়্যাম জাস্ট নট ইন্টারেস্টেড।'

এ হতে পারে না।

'বিল মিটিয়ে চলুন একটু হাঁটি। আমার ধারণা অনেকেরই এরকম সমস্যা হয় তবে কেউ স্বীকার করে না। আপনার মত সরল স্বীকারোক্তিও কেউ দেয় না।'

সান্তিয়াগোর রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল ওরা। রাস্তাটা প্রথমে খাড়া হয়ে পরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীর দিকে। এরপর লেকের দিকে মোড় নিয়েছে, তারপর পাহাড়ের দিকে সেঁধিয়েছে, হারিয়ে গেছে দিগন্ত রেখায়,

স্পেনের কোথাও। লাঞ্চ শেষে কাজে ফিরছে মানুষ। মা গ্রাম ঠেলছেন, ট্যুরিস্টরা লেকের মাঝখানে রুদ্ধশ্বাস সৌন্দর্যের আঁধার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঝর্ণার ছবি তুলছে, মুসলিম মহিলাদের মাথায় রুমাল জড়ানো, ছেলে-মেয়েরা জগিংয়ে ব্যস্ত। এরা যেন সবাই তীর্থযাত্রী, চলেছে পৌরাণিক শহর সান্তিয়াগো ডি কমপোস্তেলা'র খোঁজে। এদের সঙ্গে সামিল হয়েছে লম্বা চুলের এক যুবক, তার কাঁধে ভারী ব্যাগ। ব্যাগ ভর্তি ব্রাশ, রঙ, ক্যানভাস, পেন্সিল। তার পাশে এক তরুণী। এই সুন্দরীর কাঁধেও আছে একটি ব্যাগ। ব্যাগটিতে খামার বাড়ি সম্পর্কিত বইপত্র। এরা কেন এ রাস্তা ধরে হাঁটছে জানে না, যেন এটাই পৃথিবীর সবচে' স্বাভাবিক ঘটনা; যুবক মেয়েটির সম্পর্কে সব কিছু জানে কিন্তু মেয়েটি ছেলেটি সম্পর্কে কিছুই জানে না।

মেয়েটি সিদ্ধান্ত নিল ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করবে তার সম্পর্কে। প্রথমে ইতস্তত করল যুবক। তবে মেয়েটি জানে কীভাবে পুরুষের পেট থেকে কথা বার করতে হয়। যুবক জানায় সে দু'বার বিয়ে করেছে (উনত্রিশ বছরের যুবকের জন্য এটা একটা রেকর্ড বটে), নানান দেশ ঘুরেছে, রাজা রানী, বিখ্যাত অভিনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে বহু পার্টিতে গেছে। তার জন্ম জেনেভায়, তবে বেড়ে ওঠা মাদ্রিদ, আমস্টারডাম, নিউ ইয়র্ক এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের তারবেস শহরে। এটি পর্যটন কেন্দ্র না হলেও এ শহরকে তার ভালো লাগে পাহাড় সারি এবং উষ্ণ হৃদয়ের অধিবাসীদের জন্য। কুড়ি বছর বয়সে আর্টিস্ট হিসেবে সে নাম কামায়। সে এই জীবনে বহু টাকা রোজগার করেছে, সে যথেষ্ঠ ধনী। সে যা কিছু করতে পারে, যেখানে খুশি যেতে পারে, যার সঙ্গে ইচ্ছা সাক্ষাৎ করতে পারে, একজন পুরুষ মানুষ যত রকম ভাবে জৈবিক আনন্দ লাভ করতে পারে, সব রকম অভিজ্ঞতা তার ঝুলিতে। কিন্ত সব থাকা সত্ত্বেও, খ্যাতি, টাকা, নারী, ভ্রমণ, সে অসুখী, তার জীবনে আনন্দ পাবার উপকরণ একটিই– তার কাজ।

'আপনাকে কি মেয়েরা ব্যথা দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া। প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেছে বুঝতে পারল পরক্ষণে।

'না, মেয়েরা কখনও আমাকে ব্যথা দেয়নি। দুই স্ত্রীকে নিয়েই আমি সুখী ছিলাম। তবে তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারিনি আমি, তারাও পারেনি।

সাধারণ আর দশটা দম্পতির মতই। এরপর আমি সেক্সের ব্যাপারে পুরোপুরি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। আমি এখনও ভালোবাসার তাগিদ অনুভব করি, সঙ্গ চাই, তবে সেক্স... কিন্তু আমরা সেক্স নিয়ে কথা বলছি কেন?'

'কারণ আপনি নিজেই তো বললেন আমি একজন পতিতা।'

'আমার জীবন খুব একটা চিত্তাকর্ষক নয়। আমি খুব কম বয়সে সাফল্য পেয়ে গেছি যা খুব কম মানুষের ভাগ্যেই জোটে। আমি এখন যা-ই আঁকি না কেন, প্রচুর দামে বিকোয়। সমালোচকরা অবশ্য ক্রুদ্ধ হয়। কারণ তারা মনে করে তারাই একমাত্র 'চিত্রকলা' সম্পর্কে তাবৎ জ্ঞান রাখে।'

নিজের জীবন সম্পর্কে বলে যেতে লাগল চিত্রকর, জানাল প্রতি সপ্তাহে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তার আমন্ত্রণ আসে। বার্সেলোনায় তার একজন এজেন্ট আছে– মারিয়া কি জানে ওটা কোথায়? হ্যাঁ, মারিয়া জানে, ওটা স্পেনে।

এ এজেন্ট চিত্রকরের সব কিছুর দেখ ভাল করে। তার টাকা, নিমন্ত্রণ, প্রদর্শনী। তবে সে চিত্রকরকে কখনও চাপ দিয়ে কিছু করতে বলে না। এখন তার ছবির দারুণ চাহিদা।

'আমার গল্প কেমন লাগল?' জিজ্ঞেস করল র‍্যালফ হার্ট।

'অন্যরকম। অনেক মানুষ আপনার সঙ্গে মিলিত হতে চাইবে।'

র‍্যালফ মারিয়া সম্পর্কে জানতে চাইল।

'আসলে আমি তিনজন, বিষয়টা নির্ভর করে কার সঙ্গে কখন আছি তার ওপর। প্রথমজন নিষ্পাপ এক বালিকা, যে পুরুষের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, ভান করে পুরুষের শক্তি ও শৌর্যের গল্প শুনে বিমোহিত। দ্বিতীয়জন চটুল এক নারী, যে পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। সর্বশেষ জন বোদ্ধা একজন মা যে এক কান দিয়ে গল্প শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেয়। আপনি কোন জনের কথা জানতে চান?'

'শুধু তোমার সম্পর্কে, 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এল র‍্যালফ।

মারিয়া নিজের সম্পর্কে সব বলল ওকে। ব্রাজিল থেকে চলে আসার পরে এই প্রথম নিজেকে উজাড় করে দিল কারও কাছে। আবিষ্কার করল আসলে

রিওতে ওই প্রথম সপ্তাহ এবং সুইটজারল্যান্ডে প্রথম মাসটা বাদে উত্তেজক তেমন কিছু ঘটে নি ওর জীবনে। শুধু বাড়ি, কাজ, বাড়ি, কাজ– অন্য কিছু নয়।

কথা শেষ করে ওরা আরেকটি বার-এ এসে বসল। এ বারটি শহরের আরেকপ্রান্তে, সান্তিয়াগো রোড থেকে অনেক দূরে। ওরা একে অন্যের কথা ভাবছে। ভাবছে নিয়তি ওদের জন্য কী নির্ধারণ করে রেখেছে কে জানে।

'পুরো ছবি কবে দেখতে পাব?' জানতে চাইল মারিয়া।

বার্সেলোনার এজেন্টের কার্ড ওকে দিল র‍্যালফ।

'মাস ছয় পরে একে ফোন কোরো, যদি তখনও ইউরোপে থাকো। দ্য ফেসেস অব জেনেভা নামে প্রদর্শনী হবে, বার্লিনে। তারপর ইউরোপে ট্যুর হবে।'

ক্যালেন্ডারের কথা মনে পড়ল মারিয়ার। আর নব্বই দিন হাতে আছে। সে ভাবল :

'জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কী? বেঁচে থাকা নাকি বেঁচে থাকার ভান করা? আমি কী ঝুঁকি নিয়ে বলব এখানে যে ক'টা দিন ছিলাম তার মধ্যে সবচে' সুন্দর বিকেলটা কেটেছে আজ। আমার কথা ও মনোযোগ দিয়ে শুনেছে, কোনও মন্তব্য করেনি বা বাধা দেয়নি বলে কী ওকে ধন্যবাদ দেব? নাকি শ্রেফ নারীর ইচ্ছাশক্তির বর্ম পরে, কিছু না বলেই চলে যাব?'

ওরা যখন সান্তিয়াগোর রাস্তা ধরে হাঁটছিল, র‍্যালফকে যখন নিজের কথা বলছিল, নিজেকে খুব সুখী মনে হচ্ছিল মারিয়ার। এ যেন জীবনের উপহারের থেকেও বেশি। 'আমি আবার আসব। তোমাকে দেখতে,' বলল র‍্যালফ।

'না, এসো না। শীঘ্রি ব্রাজিল ফিরে যাব আমি। আমাদের তো পরস্পরকে দেয়ার কিছু নেই।'

'আমি তোমার ক্লায়েন্ট হিসেবে আসব।'

'তাহলে ওটা আমাকে যন্ত্রণা দেয়ার শামিল হবে।'

'আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। তুমি আমাকে রক্ষা করতে পারবে।'

এ মন্তব্য সে আগেও করেছে, বলেছে সেক্স নিয়ে তার কোনও আগ্রহ নেই। মারিয়ার ইচ্ছে করল বলে সেক্স নিয়ে তার অনুভূতিও একইরকম।

নিজেকে চোখ রাঙাল ও– সে বহুবার 'না' শব্দটি উচ্চারণ করেছে', কিছু না বলাই ভালো।

কী করুণ একটা ব্যাপার! সেই ছোট ছেলেটির সঙ্গে আবার একত্রিত হয়েছে মারিয়া। তবে সে এখন তার কাছে পেন্সিল চাইছে না, সামান্য সঙ্গ প্রার্থনা করছে। নিজের অতীতের দিকে ফিরে তাকায় মারিয়া, এবং প্রথমবারের মত ক্ষমা করে দেয় নিজেকে : ওটা তার দোষ ছিল না, ছিল নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা ছোট ছেলেটির, সে প্রথমবার চেষ্টার পরেই হাল ছেড়ে দেয়। ওরা শিশু ছিল আর শিশুরা এরকমই হয়– আসলে তার এবং ছেলেটি, কারোরই কোনও দোষ ছিল না, এ উপলব্ধি স্বস্তি এনে দেয় মারিয়ার মাঝে, ওর মন ভালো হয়ে যায়। সে তার জীবনে আসা প্রথম সুযোগের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। জীবনে এরকমই ঘটে।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। সে যত কারণই দেখাক না কেন (আমি ব্রাজিলে ফিরে যাচ্ছি, আমি নাইটক্লাবে কাজ করি, আমরা পরস্পরকে খুব কমই চিনি, সেক্সের ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই, প্রেম-ট্রেম আমার হবে না, কীভাবে খামার চালাতে হয় শিখতে চাই আমি, আমি চিত্রকলার কিছু বুঝি না, ভিন্ন পৃথিবীতে আমাদের বাস), জীবন তাকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। মারিয়া এখন আর শিশু নয়, একটা কিছু তাকে বেছে নিতে হবে।

মারিয়া সিদ্ধান্ত নিল কিছুই বলবে না। সে র‍্যালফের সঙ্গে ও দেশের প্রথামাফিক হ্যান্ডশেক করল, তারপর বাড়ি ফিরে এল। ও যদি তার মনের মানুষ হয়ে থাকে, মারিয়ার নীরবতা তাকে ভীত করে তুলবে না।

মারিয়ার ডায়েরি থেকে, একই দিনে লেখা :

> *আজ, যখন আমরা সান্তিয়াগোর অদ্ভুত রাস্তা ধরে, লেকের ধার দিয়ে হাঁটছিলাম, আমার সঙ্গী, চিত্রকর, যার জীবন আমার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা– জলে একখণ্ড নুড়ি পাথর ছুঁড়ে মারল। পাথরটা জলে পড়ল, তিরতির ঢেউ উঠল বৃত্ত সৃষ্টি করে, কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে,*

একটা হাঁসের গা স্পর্শ করল। অপ্রত্যাশিত ঢেউ দেখে ভয় পেল না হাঁস, খেলা করতে লাগল।

ওই ঘটনার কয়েকঘণ্টা আগে আমি একটি ক্যাফেতে ঢুকেছিলাম। সেখানে একটি কণ্ঠ শুনতে পাই, যেন ঈশ্বর একখণ্ড নুড়ি পাথর ছুঁড়ে মেরেছেন ওই জায়গায়। শক্তির একটা ঢেউ আমাকে এবং ক্যাফের কিনারে বসে ছবি আঁকতে ব্যস্ত চিত্রকর, দু'জনকেই স্পর্শ করে। সে ওই পাথর খণ্ডের কম্পন টের পেয়ে যায়, আমিও। তো এখন কী?

চিত্রকর জেনে যায় তার মডেলের উপস্থিতি, মিউজিশিয়ান বুঝতে পারে তার বাদ্য যখন ঠিকমত বাজে। আর আমি, আমার ডায়েরিতে যে সব কথা লেখা দেখতে পাই, বুঝতে পারি এ আমি লিখি নি, লিখেছে আলোয় ভরা 'এক নারী' সেই নারী যদিও আমি তবু তা অস্বীকার করি আমি।

আমি এভাবেই কাটিয়ে দিতে পারি জীবন, লেকের হাঁসটির মত আনন্দও গ্রহণ করতে পারি।

ওই নুড়িখণ্ডটির একটি নাম আছে : প্যাশন। প্যাশন আমাদেরকে সঙ্কেত পাঠায় যা আমাদের জীবন চলার পথ প্রদর্শক হয়ে থাকে।

আমার বিশ্বাস করতে মন চাইছে আমি প্রেমে পড়েছি। এমন একজনের প্রেমে পড়েছি যাকে আমি চিনি না, জানি না। যে আমার সাজানো পরিকল্পনার মধ্যে নেই। এতদিন ধরে আত্মনিয়ন্ত্রণ করেছি, অস্বীকার করেছি ভালোবাসা, কিন্তু এখন ঘটছে তার বিপরীত ঘটনা : আমি নিজেকে ভাসিয়ে যেতে দিয়েছি তার কাছে যে আমাকে ভিন্ন চোখে দেখছে।

তার ফোন নাম্বার আমার কাছে নেই, জানিও না সে কোথায় থাকে; আমি হয়তো তাকে হারিয়ে ফেলব, নিজেকে দোষী করব আরেকটি সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার জন্য।

যদি তাই ঘটে, যদি ইতিমধ্যে তাকে হারিয়ে ফেলি আমি, অন্তত এটুকু সান্ত্বনা পাব ভেবে জীবনের অন্যতম সুখী একটি দিন উপভোগ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। পৃথিবী যে রকম নিষ্ঠুর, সেখানে এরকম একটি সুখী দিন পাওয়া অলৌকিকই বলব।



ষোলো

ওই রাতে কোপাকাবানায় গিয়ে মারিয়া দেখে র‍্যালফ তার জন্য অপেক্ষা করছে। খদ্দের বলতে একমাত্র সে-ই আছে। মিলান মারিয়াকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছিল।

'আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করবে?' জিজ্ঞেস করল র‍্যালফ।

'আমার কাজ আছে। চাকরি খোয়াতে চাই না।'

'আমি এখানে খদ্দের হিসেবে এসেছি। তোমাকে পেশাদারী প্রস্তাব দিচ্ছি।'

এই মানুষটি, যাকে সেদিন বিকেলে ক্যাফেতে প্রবল আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল, যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলি চালাতে জানে ক্যানভাসের বুকে, যার সঙ্গে বড় বড় লোকের ওঠা-বসা, যার বার্সেলোনায় এজেন্ট আছে এবং নিঃসন্দেহে যে প্রচুর টাকা কামাই করে, সে এখন নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করছে; সে এমন এক জগতে প্রবেশ করেছে যেখানে তার আসা উচিত হয় নি; সে সান্তিয়াগো রোডের রোমান্টিক ক্যাফেতে আর নেই। বিকেলের আনন্দটা হঠাৎ মরে গেছে।

'তো, ড্রিঙ্ক করবে?'

'পরের বার। আজ রাতে আমার ক্লায়েন্ট আছে।'

মিলান মারিয়ার শেষ কথাটা শুনে ফেলল। তবে পাত্তা দিল না। মারিয়া যার সঙ্গে খুশি বিছানায় যাক, সেটা তার ব্যাপার। মিলান নিজের কমিশন বুঝে পেলেই খুশি। মারিয়ার বিছানা সঙ্গীর ব্যাপারে সে সিদ্ধান্ত দেয়ার কেউ না। সেই রাতে, একজন বৃদ্ধ, একজন অ্যাকাউটেন্ট এবং একজন ইনস্যুরেন্স সেলসম্যানকে সঙ্গ দেয়ার পরে, মারিয়ার ডায়েরি থেকে :

এই চিত্রকর আমার কাছে চায় কী? সে বুঝতে পারছে না আমাদের দু'জনের দেশ, সংস্কৃতি এবং সেক্স আলাদা? তার কী ধারণা আমি তাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারব এবং আমার কাছ থেকে কিছু শিখতে চাইছে?

সে কেন 'আমি এখানে একজন কাস্টমার হিসেবে এসেছি' ছাড়া অন্য কিছু বলল না? তার জন্য কি একথাটা বলা সহজ ছিল না : 'তোমাকে আমি মিস করছি' কিংবা 'তোমার সঙ্গে বিকেলটা আমি দারুণ উপভোগ করেছি?' আমিও একইভাবে সাড়া দিতাম (কারণ আমি প্রফেশনাল)। আমার নিরাপত্তাহীনতার বিষয়গুলো তাকে বুঝতে হবে। কারণ আমি নারী, আমি দুর্বল। আমি যখন ওই জায়গাটাতে যাই, ভিন্ন একজন মানুষ হয়ে উঠি।

ও পুরুষ। ও চিত্রকর। ওর বোঝা উচিত প্রতিটি মানুষের মূল লক্ষ্য হলো পরিপূর্ণ ভালোবাসার অর্থ বুঝতে পারা। ভালোবাসার দেখা যেখানে সেখানে মেলে না, ভালোবাসা পাওয়া যায় আমাদের মাঝে; আমরা এটাকে জাগিয়ে তুলি। কিন্তু এ কাজটা করার জন্য আরেকজনকে দরকার। পৃথিবী তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে আবেগ-অনুভূতি ভাগ করে নিতে পারি। ও বলেছে সেক্স নিয়ে ও ক্লান্ত। আমিও। আমরা কেউই জানি না এটা আসলে কী। ওর উচিত ছিল আমাকে রক্ষা করা, আমার উচিত ছিল ওকে রক্ষা করা। কিন্তু ও আমার জন্য সে রকম কোনও রাস্তা রাখে নি।



সতেরো

ভয় লাগছে মারিয়ার। বুঝতে পারছে দীর্ঘ মাসগুলোর আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, চাপ, ভূমিকম্প, তার আত্মার অগ্নিগিরি এখন ইঙ্গিত দিচ্ছে বিস্ফোরণ ঘটল বলে। আর এটা যে মুহূর্তে ঘটবে– নিজের আবেগ-অনুভূতি আর চাপা দিয়ে রাখতে পারবে না মারিয়া। কে এই দুর্বৃত্ত চিত্রকর, যে হয়তো নিজের জীবন সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছে, যার সঙ্গে মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা কাটিয়েছে মারিয়া, সে তার হাতটা পর্যন্ত ধরে নি, তাকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করে নি– তার কথা এত মনে পড়ে কেন?

কেন মারিয়ার বুকের মাঝে দুরুদুরু ঘন্টা বাজে? কারণ ও বুঝতে পারছে একই ঘটনা তার জীবনেও ঘটছে, না, মারিয়া ভুল বলছে। র‍্যালফ হার্টের আসলে এক নারীর দরকার যে তার ভেতরের আগুনটাকে জ্বালিয়ে দিতে পারে, যে আগুন র‍্যালফের বুকে প্রায় নিভে গেছে।

মারিয়া কেন তার কথা ভাবছে? সেও কি মারিয়ার কথা ভাবছে নাকি এ মুহূর্তে অন্য কোনও নারীর ছবি আঁকছে এবং বলছে তার মধ্যে 'বিশেষ এক আলো' আছে এবং তাকেও মারিয়ার মতো সেক্স গডেস ভাবছে?

র‍্যালফের কথা মন থেকে জোর করে দূর করার জন্য নানান কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখল মারিয়া। নিউ মার্কেটে গেল, তার বাবার কাছে চিঠি লিখল। জানাল কেমন ধরনের জমি সে কিনতে চাইছে। কবে ফিরবে তার কোনও দিনক্ষণ জানাল না, তবে শীঘ্রি যাবার ইঙ্গিত দিল।

মারিয়া ঘুমাল। ঘুম থেকে জাগল। আবার ঘুমাল। সে লাইব্রেরি থেকে যে বইগুলো নিয়ে এসেছে, সুইস কৃষকদের তা খুব কাজে দেবে, তবে ব্রাজিলীয়দের কোনও কাজে লাগবে না– দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ।

বিকেল নাগাদ টের পেল মারিয়া তার ভেতরের ভূমিকম্প, অগ্নিগিরি আস্তে আস্তে হ্রাস পাচ্ছে। স্বস্তিবোধ করল সে; এরকম হঠাৎ আবেগের ঘটনা আগেও ঘটেছে, পরদিনই তা আবার থিতু হয়ে এসেছে– ভালো, তার পৃথিবী বদলাচ্ছে না। তার একটি পরিবার আছে যারা তাকে ভালোবাসে, একজন লোক আছে যে মারিয়ার জন্য অপেক্ষা করছে এবং তাকে ঘনঘন চিঠি লিখছে, বলছে তার দোকান আরও বড় করছে। মারিয়া যদি আজ রাতেই প্লেনের টিকেট কাটে, ছোটখাট একটি খামার কেনার টাকা সে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। মারিয়া তার স্বপ্নের কথা জানে। এ স্বপ্ন পূরণে যা খুশি করতে পারবে সে।

তবে তার এ স্বপ্নে সেরকম কোনও পুরুষের স্থান নেই যে কিনা মারিয়া মাতৃভাষায় কথা বলতে পারে না অথবা তার শহরে বাস করে না।

ভূমিকম্পের রেশ কমে এলে মারিয়া বুঝতে পারল ওর নিজেরও দোষ আছে। ও কেন র‍্যালফকে বলল না : 'আমি একা, তোমার মতই দুঃখী, গত রাতে তুমি আমার মাঝে আলো দেখেছ। এখানে আসার পরে কোনও পুরুষ মানুষ এই প্রথম এত সুন্দর কথা আমাকে বলল।'

রেডিওতে পুরানো দিনের গান বাজছে : 'জন্মাবার আগেই মরে যায় আমার ভালোবাসা।' হ্যাঁ, মারিয়ার জীবনেও তা-ই ঘটেছে, এটাই তার নিয়তি।

দুইদিন পরে, মারিয়ার ডায়েরি থেকে :

প্যাশন বা আবেগ একজন মানুষকে এমনভাবে পাগল করে তোলে সে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়, কাজে যেতে

মন চায় না, ঘুম আসে না। প্যাশনকে অনেকে ভয় পায় কারণ এটা তার চলার পথে যা পায় সব ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলে।

কেউ চায় না তার জীবন বিড়ম্বনার মাঝে কাটুক। তবে কেউ কেউ তাদের সমস্যার সমাধান খোঁজে আবেগের মাঝে। তারা তাদের সুখ-দুঃখের জন্য অপরকে দায়ী করে। আমি জানি না আমি আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করব নাকি করব না।



আঠারো

তৃতীয় দিন, যেন কবর থেকে উঠে এসেছে, ফিরে এল র‍্যালফ হার্ট। কিন্তু মারিয়া তখন আরেক খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছে। র‍্যালফকে দেখে খদ্দেরকে বিনীত গলায় মারিয়া বলল সে নাচতে যেতে পারবে না। কারণ আরেকজনের জন্য অপেক্ষা করছে সে।

মারিয়া উপলব্ধি করতে পারছে সে আসলে গত তিনদিন ধরে র‍্যালফ হার্টের জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুণেছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ও নিজের নিয়তিকে মেনে নিল।

নিজের সঙ্গে রাগ করল না মারিয়া; সে সুখী, সে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারে, কারণ একদিন সে এ শহর ছেড়ে চলে যাবে; মারিয়া জানে এ ভালোবাসা সম্ভব নয়, তবুও কোনও কিছু প্রত্যাশা ছাড়াই সে জীবনের কাছে যা চেয়েছে তা পেতে পারে।

র‍্যালফ জানতে চাইল মারিয়া তার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করবে কিনা। মারিয়া ফ্রুট জুস ককটেল চাইল। বার-এর মালিক গ্লাস মোছার ভান করে সন্দেহের চোখে তাকাতে লাগল মারিয়ার দিকে। মেয়েটার মত বদলে যাবার কারণ কী? আশা করল ওরা এখানে বসে শুধু মদ পান করবে না, স্বস্তির নিশ্বাস

ফেলে দেখল র‍্যালফ মারিয়াকে তার সঙ্গে নাচার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ওরা রুটিন মাফিক কাজ করছে; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কোনও কারণ নেই।

মারিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরল র‍্যালফের হাত, গালে ঠেকে রইল গাল। আর মিউজিক– ওহ্, এত চড়া, কথাই বলা যায় না। অবশ্য স্বল্প যে ক'টি বাক্য বিনিময় হলো দু'জনের মধ্যে তা নিতান্তই বাণিজ্যিক। এখন এটা স্রেফ সময়ের প্রশ্ন : ওরা কি হোটেলে যাবে? প্রেম করবে? কাজটা কঠিন কিছু হবে না। কারণ র‍্যালফ আগেই বলেছে সেক্সের ব্যাপারে তার কোনও আগ্রহ নেই– শুধু শরীরে শরীর মিলানো।

আজ রাতে মারিয়ার ভূমিকা হবে 'আন্ডারস্টান্ডিং মাদার'-এর, র‍্যালফ হার্ট অন্য সবার মতো বেপরোয়া একজন মানুষ। মারিয়া যদি নিজের ভূমিকায় ভালো খেলতে পারে, কোপাকাবানায় শুরু থেকে যে সব নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে এসেছে সে, সেগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করা গেলে চিন্তার কিছু নেই। তবে মানুষটাকে এত কাছে ঘেঁষতে দেয়াটা একদিক থেকে বিপজ্জনকই বটে, ওর গায়ের গন্ধ পাচ্ছে মারিয়া– গন্ধটা ভালো লাগছে ওর– ওর স্পর্শ টের পাচ্ছে– স্পর্শটা ভালো লাগছে মারিয়ার– বুঝতে পারল ও আসলে র‍্যালফের জন্যই অপেক্ষা করছিল– এই উপলব্ধিটা ভালো লাগল না ওর।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে, সমস্ত নিয়ম-কানুন পালন করল ওরা। লোকটি বার মালিকের কাছে গিয়ে বলল :

'আমি আজ সারারাত ওর সঙ্গে কাটাতে চাই। আমি তিনগুণ বেশি পারিশ্রমিক দেব।'

কাঁধ ঝাঁকাল বার মালিক। আবার ভাবল ব্রাজিলের মেয়েটা ভালোবাসার ফাঁদে পা দিতে চলেছে। মারিয়া প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হলো। সে ধারণা করেনি র‍্যালফ হার্ট এখানকার নিয়ম-কানুন সব জানে।

'আমার বাসায় চলো।'

এটাই বরং ভালো, ভাবল মারিয়া। মিলানের পরামর্শের বিরুদ্ধাচারণ করা হয়ে যায়, তবু মারিয়া সিদ্ধান্ত নিল অন্তত এবার সে আইন ভঙ্গ করবে।

র‍্যালফ হার্ট সত্যি বিয়ে করেছিল কিনা এটা জেনে নেয়াই শুধু নয়, ওর জানতে ইচ্ছা করছে বিখ্যাত চিত্রকররা কীভাবে বসবাস করে। একদিন এ নিয়ে স্থানীয় পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখবে মারিয়া। তাহলে সবাই জানতে পারবে ইউরোপে থাকাকালীন বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিবান মহলের সঙ্গে দহরম মহরম সম্পর্ক ছিল মারিয়ার।

আধঘণ্টা বাদে জেনেভার কাছে, কলোনি নামে ছোট একটি গাঁয়ে হাজির হলো ওরা। এখানে একটি গির্জা আছে, আছে বেকারী, টাউন হল, সবকিছু ছবির মত গোছানো, র‍্যালফ হার্ট সত্যি দোতলা একটি বাড়িতে বাস করে, অ্যাপার্টমেন্টে নয়! মারিয়ার প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো : র‍্যালফ সত্যি ধনী। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া : ওর যদি সত্যি বিয়ে হতো, এসব করার সাহস হতো না। কারণ কারও না কারও চোখে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।

তার মানে র‍্যালফ হার্ট ধনী এবং ব্যাচেলর।

হলঘরে ঢুকল ওরা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দোতলায়, চলে এল বাড়ির পেছন দিকের দুটি ঘরে। এখান থেকে বাগান দেখা যায়। একটি ঘরে আছে ডাইনিং টেবিল, দেয়ালে পেইন্টিং ঝুলছে। অপর ঘরে রয়েছে সোফা এবং চেয়ার, বুক শেলফ, সিগারেট বোঝাই ছাইদানি এবং নোংরা গ্লাস। বোঝাই যায় অনেকদিন পরিষ্কার করা হয়নি।

'কফি খাবে?'

মাথা নাড়ল মারিয়া। খাবে না। তুমি আমাকে পটাতে পারবে না। আমি আমার ভেতরের দানবগুলোর সঙ্গে এখনও লড়াই করে চলেছি, নিজের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, করছি তার বিপরীত। তবে ধীরে ধীরে ঘটুক সব ঘটনা : আমি পতিতার ভূমিকায় অভিনয় করব, যদিও আমার আত্মার ভেতরে বাস করছে একটি কন্যা যে চায় আদর-স্নেহ। সব কিছুর সমাপ্তির পরে তুমি আমাকে কফি খাওয়াতে পার।

'বাগানের শেষ মাথায় আমার স্টুডিও, আমার আত্মা। এখানে যে সব পেইন্টিং এবং বইপত্র দেখছ এগুলো হলো আমার মস্তিষ্ক।'

নিজের অ্যাপার্টমেন্টের কথা মনে পড়ল মারিয়ার। তার বাড়ির পেছনে কোনও বাগান নেই। তার কোনও বইও নেই শুধু লাইব্রেরি থেকে আনা

বইগুলো ছাড়া। যে জিনিস মাগনা পাওয়া যায় তার জন্য পয়সা খরচ করে কে? মারিয়ার ঘরে কোনও পেইন্টিংও ঝুলছে না, শুধু সাংহাই অ্যাক্রোবেটিক সার্কাসের একটি পোস্টার ছাড়া। মারিয়া স্বপ্ন দেখে একদিন ওখানে যাবে।

র‍্যালফ হুইস্কির একটি বোতল তুলে নিল, মারিয়ার দিকে এগিয়ে দিল একটি গ্লাস।

'না, ধন্যবাদ।'

নিজের গ্লাসে মদ ঢালল র‍্যালফ, এক ঢোকে সাবাড় করল পুরোটা– বরফ ছাড়াই। বুদ্ধিজীবীদের নানান বিষয় নিয়ে কথা বলতে লাগল সে। আলোচনা যতই মজার হোক না কেন, মারিয়া জানে যা ঘটতে চলেছে তা নিয়ে শঙ্কিত র‍্যালফ। কারণ ওরা এখন একা। পরিস্থিতি মারিয়ার নিয়ন্ত্রণে।

গ্লাসে আবার হুইস্কি ঢালল র‍্যালফ, তারপর উদাস গলায় বলল :

'আমি তোমাকে চাই।'

বিরতি। দীর্ঘক্ষণ নীরবতা। মারিয়া ইচ্ছে করেই কথা বলল না। দেখতে চায় র‍্যালফ কী বলে।

'আমি তোমাকে চাই, মারিয়া। তোমাকে আমার দরকার। কারণ তোমার ভেতরে আছে আলো, যদিও জানি না তুমি সত্যি আমার কথা বিশ্বাস করেছ কিনা, হয়তো ভাবছ আমি কথা বলে তোমাকে প্রলুব্ধ করতে চাইছি। আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না : "কেন আমি? আমার মধ্যে বিশেষত্ব কী আছে?" তোমার মধ্যে বিশেষ কিছু নেই, অন্তত আমি কিছু দেখতে পাইনি। তবু– আমার জীবনের রহস্যই এটা– আমি অন্য কিছু ভাবতে পারছি না।'

'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করবও না,' মিথ্যা বলল মারিয়া।

'আমি যদি ব্যাখ্যা খুঁজতে যাই তো বলব : আমার সামনে যে নারীটি বসে আছে সে কষ্ট জয় করতে শিখেছে, ইতিবাচক কিছুতে তার রূপান্তর ঘটেছে, সৃষ্টিশীল কিছু, কিন্তু এ দিয়ে বোঝা যায় না কিছুই।'

বলে চলল র‍্যালফ :

'আর আমি কী? আমার মধ্যে সৃষ্টিশীলতা রয়েছে, আমার ছবি আছে যা পৃথিবীর নানান দেশের গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়। আমি আমার স্বপ্ন উপলব্ধি করতে পেরেছি, আমার গ্রামের মানুষজন আমাকে মনে করে সৌভাগ্যের

বরপুত্র, আমার সাবেক স্ত্রীরা কখনও খোরপোশ দাবি করেনি, আমার শরীর-স্বাস্থ্য ভালো, চেহারাও মন্দ নয়, একজন মানুষ যা চায় তার সবই আছে আমার... অথচ তবু আমি এখানে এক নারীকে বলছি, যার সঙ্গে এক বিকেলে ক্যাফেতে পরিচয়, তাকে বলছি। 'আমি তোমাকে চাই।' তুমি জানো একাকীত্বর মানে কী?'

'জানি।'

'কিন্তু তুমি জান না যখন সবার সঙ্গে থেকেও নিজেকে একা মনে হয় সে যন্ত্রণার কথা। তুমি প্রতিরাতে পার্টির দাওয়াত পাচ্ছ, ককটেল পার্টি হচ্ছে, থিয়েটারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান... মেয়েরা সবসময় ফোন করছে তোমাকে, সেইসব মেয়ে যারা তোমার কাজ পছন্দ করে, যারা বলে তোমার সঙ্গে সাপার করতে তাদের খুব ভালো লাগে– তারা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা নারী। কিন্তু কিছু একটা তোমাকে এসব থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, বলে, 'যেয়ো না। ওখানে আনন্দ পাবে না। সারা রাত ওদের আনন্দ দিতে এবং পৃথিবীকে কতটা আনন্দ দিতে পার এ প্রমাণ করতেই সমস্ত শক্তি খুঁইয়ে ফেলবে তুমি।'

'তাই আমি বাড়িতেই থাকি, স্টুডিওতে যাই এবং তোমার মধ্যে যে আলো দেখেছি তা দেখার চেষ্টা করি। আর কাজ করার সময়ই কেবল আলোটা দেখতে পাই।'

'কিন্তু তোমাকে আমি কী দিতে পারি যা তোমার নেই?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

তিন নম্বর হুইস্কি গিলল র‍্যালফ। গলা জ্বালিয়ে পেটে নেমে গেল তরল পদার্থটা, ঢুকল রক্ত স্রোতে, সাহস জাগিয়ে তুলল মনে, মারিয়াও কেমন নিজেকে মাতাল মাতাল লাগছে, যদিও এক ফোঁটা মদও স্পর্শ করেনি। আবার র‍্যালফ যখন কথা বলল, সংহত শোনাল কণ্ঠ!

'আমি তোমার ভালোবাসা কেনার স্পর্ধা করি না। তবে আমাকে বলেছ সেক্স সম্পর্কে সবকিছু জান তুমি। তাহলে আমাকে শেখাও। অথবা ব্রাজিলের গল্প বলো। যা খুশি করো। যতক্ষণ তোমার সঙ্গে আমি আছি যা ইচ্ছা বলতে পার তুমি।

এরপরে কী?

'আমি আমার দেশের মাত্র দুটি জায়গা চিনি : আমার শহর যেখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং রিও ডি জেনিরো আর সেক্সের কথা যদি বলো, মনে হয় না তোমাকে কিছু শেখাতে পারব। আমি তেইশে পা দেব, আমার চেয়ে তুমি বয়সে ছ'বছরের বড়। তবে আমি জানি তুমি দারুণভাবে জীবনযাপন করছ। লোকে আমাকে টাকা দেয় তারা যা করতে চায় সেজন্য। আমি কী চাই সেজন্য নয়।'

'একজন পুরুষ যেসব কাজ করার স্বপ্ন দেখে তার কোনওটিই বাদ দিইনি আমি, একবারে তিনটি মেয়েকে নিয়েও বিছানায় গেছি। কিন্তু শিখতে পারিনি কিছুই।'

আবার নীরবতা, তবে এবারে মারিয়ার কথা বলার পালা।

'তুমি কি প্রফেশনাল হিসেবে আমাকে চাইছ?'

'তুমি যেভাবে চাইছ সেভাবে আমি তোমাকে চাই। তুমি জানো, মারিয়া, আমি কী বলেছি। আমাকে শেখাও। এভাবেই হয়তো রক্ষা পাব আমি। তুমিও হয়তো রক্ষা পাবে, দু'জনেই ফিরে পাব জীবন। তুমি ঠিকই বলেছ। আমি তোমার চেয়ে মাত্র ছ'বছরের বড়। কিন্তু এ বয়সেই অনেক কিছু দেখা হয়ে গেছে আমার। আমাদের দু'জনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন রকম, তবে দু'জনেই বেপরোয়া।'

ও এসব কথা বলছে কেন? এটা সম্ভব নয় তবু এটাই সত্যি। তারা এর আগে মাত্র একবার সাক্ষাৎ করেছে তবু তাদের পরস্পরকে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভাবা যায় ওরা যদি পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তাহলে কী ঘটবে; ধ্বংসাত্মক একটা ঘটনা ঘটবে।

মারিয়া বুদ্ধিমতী নারী, বহুদিন ধরে বই পড়ছে সে, পর্যবেক্ষণ করছে মানুষ; তার জীবনের একটা লক্ষ্য আছে, কিন্তু তার একটা আত্মাও আছে, 'আলো'কে জানার জন্য যে আত্মার তার প্রয়োজন। সে যা তা নিয়ে বেজায় ক্লান্ত, যদিও শীঘ্রি ব্রাজিলে ফিরে যাবার বিষয়টা তার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে, তবে সে মনে করে তার শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

র‍্যালফ হার্ট চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে শিখেছে সব কিছু, আর এখন সে এই মহিলাকে, এই পতিতাকে অনুরোধ করছে তাকে রক্ষা করার জন্য, কী অদ্ভুত!

মারিয়ার সঙ্গে আরও অনেক পুরুষ এরকম আচরণ করেছে। অনেকের যৌন উত্তেজনা জাগ্রত হয়নি, কেউ বা শিশুদের মত আদর খেতে চেয়েছে, কেউ বা মারিয়াকে তার বউ করতে চেয়েছে কারণ তারা জেনে উত্তেজিত হয়েছে মারিয়ার প্রেমিকের সংখ্যা অসংখ্য। মারিয়ার সঙ্গে যদিও 'বিশেষ ক্লায়েন্ট'দের কারও এখন তক সাক্ষাৎ হয়নি, তবে মানব আত্মায় পূর্ণ ফ্যান্টাসির এই বিশাল জগত ইতিমধ্যে সে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু তারা সবাই নিজেদের পৃথিবীতে থেকে অভ্যস্ত এবং কেউ মারিয়াকে বলেনি :

'আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।' উল্টো তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছে মারিয়াকে।

অনেক পুরুষ মারিয়াকে টাকা দিয়েছে, বদলে শুষে নিয়েছে তার শক্তি। তবে মারিয়া এসব থেকেও কিছু না কিছু শিখেছে। এদের কেউ যদি সত্যি ভালোবাসার সন্ধান করে এবং সেক্স যদি সত্যি সেই অনুসন্ধানের একটা অংশ হয়ে থাকে, তাহলে এখানে মারিয়ার জায়গা কোথায়? প্রথম সাক্ষাতে কী ঘটবে বলে সে মনে করে?

সত্যি কী ঘটবে বলে সে আশা করে?

'আমি একটি উপহার চাই,' বলল মারিয়া।

তার কথা বুঝতে পারল না র‍্যালফ হার্ট। উপহার?

সে রাতের টাকা অগ্রিম চুকিয়ে দিয়েছে আগেই, ট্যাক্সিতে বসে। কারণ নিয়মকানুন জানা আছে র‍্যালফের। ও কী বলতে চাইছে?

মারিয়া র‍্যালফের একটা হাত ধরে তাকে বসার ঘরে নিয়ে এল।

'আমরা বেডরুমে যাব না,' বলল সে।

মারিয়া প্রায় সবগুলো বাতি নিভিয়ে দিয়েছে, পা মুড়ে বসল কার্পেটে, ওর সামনে বসতে বলল র‍্যালফকে। ঘরে ফায়ার প্লেস আছে লক্ষ করে বলল:

'আগুন জ্বালাও।'

'কিন্তু এখন তো গরম লাগছে।'

'আগুন জ্বালাও। তুমি বলেছ আজ রাতে আমি যেভাবে বলব সেভাবে চলবে।'

স্থির দৃষ্টিতে র‍্যালফের দিকে তাকাল মারিয়া, আশা করল ও আবার 'আলো'টা দেখতে পাবে। অবশ্যই আলো দেখতে পেয়েছে র‍্যালফ। কারণ সে বাগানে গিয়ে কিছু ভেজা কাঠ নিয়ে এল। কয়েকটা পুরানো খবরের কাগজও ফেলল ফায়ার প্লেসে যাতে লাকড়িতে আগুন ধরতে সুবিধে হয়। রান্না ঘরে গেল র‍্যালফ হুইস্কি আনতে, মারিয়া ডাকল তাকে।

'আমি কী চাই তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ?'

'না, করিনি।'

'তোমার সঙ্গে যে রয়েছে তারও একটা অস্তিত্ব আছে। তার কথাও ভাবো। চিন্তা করে দ্যাখো তার হুইস্কির চাই নাকি জিন অথবা কফি। তাকে জিজ্ঞেস করো সে কী চায়।'

'তুমি কী খাবে?'

'ওয়াইন। এবং চাই তুমি আমাকে সঙ্গ দেবে।'

হুইস্কির বোতল রেখে রান্না ঘরে আবার ঢুকল র‍্যালফ। ফিরে এল ওয়াইনের বোতল হাতে। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে; মারিয়া বাকি বাতিগুলোও নিভিয়ে দিল। এখন ঘরে আলো বলতে শুধু ফায়ার প্লেসের আগুন।

মারিয়া হ্যান্ডব্যাগ খুলল। ভেতরে সুপার মার্কেট থেকে কেনা একটি কলম। এটা আর কিছু হলেই হলো।

'এটা তোমার জন্য। আমি ফার্ম নিয়ে লেখালেখির জন্য কলমটা কিনেছিলাম। দুইদিন ব্যবহার করেছি, আজও খানিকটা লিখেছি। শেষে ক্লান্ত লাগলে আর লিখিনি। এর মধ্যে লেগে রয়েছে আমার শরীরের খানিকটা ঘাম, কিছু মনোযোগ, আমার ইচ্ছাশক্তি। এই কলমটা আমি তোমাকে দিলাম।'

সে র‍্যালফের হাতে দিল কলম।

'তোমার পছন্দের কিছু কিনে দেয়ার বদলে তোমাকে এমন একটা জিনিস দিলাম যা একান্তই আমার নিজের। একটা উপহার। আমার পাশে বসা মানুষটির প্রতি সম্মান জানানোর একটি চিহ্ন, তাকে বলা যেন সে বুঝতে পারে তার পাশে থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তার সঙ্গে এখন আমার ক্ষুদ্র একটি অংশ থাকছে যা আমি তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিয়েছি।'

সিধে হলো র‍্যালফ, পা বাড়াল একটা বুক শেলফের দিকে। ফিরে এল হাতে কী যেন নিয়ে। ওটা বাড়িয়ে ধরল মারিয়ার দিকে।

'এটা একটা ক্যারিজ। ছেলেবেলায় যে ইলেকট্রিক ট্রেন নিয়ে খেলতাম এ গাড়িটি তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। নিজে নিজে খেলার অনুমতি ছিল না, কারণ বাবা বলতেন ট্রেনটা আমেরিকা থেকে আনা, খুব দামী। উনি লিভিং রুমে ট্রেনটা কবে বসাবেন সে অপেক্ষা করতাম আমি। কিন্তু বেশিরভাগ রোববার তার কেটে যেত গান শুনে। তাই এ ট্রেন ছেলেবেলায় আমাকে একটুও সুখী করতে পারেনি। আমার কাছে গোটা ট্র্যাক, ইঞ্জিন, বাড়িঘর এমনকী ম্যানুয়াল পর্যন্ত আছে। ট্রেনটা থেকেও যেন আমার ছিল না। কোনওদিনই ওটাকে নিয়ে খেলা করার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

'আমাকে অন্য যেসব খেলনা দেয়া হয়েছিল, ওগুলোসহ ট্রেনটাকে ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে করত। কিন্তু ধ্বংস করিনি। কারণ প্রাচীন এই ট্রেন আমাকে সবসময় শৈশবের কথা মনে করিয়ে দেয়, যে শৈশব আমার যাপন করা হয়নি। হয়তো বাবা ট্রেনটা আমাকে দেননি আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে।'

মারিয়া ফায়ার প্লেসের দিকে তাকাল। র‍্যালফও চাইল ওদিকে। কেউ কিছু বলছে না শুধু লাকড়ি পোড়ার কটকট আওয়াজ শুনছে। ওরা ওয়াইন পান করছে এমন ভঙ্গিতে যেন কথা না বলাটা বা অন্য কিছু না করাটা কোনও বিষয় নয়। ওরা দু'জনে একত্রে একই দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমার জীবনেও প্রাচীন ট্রেনের ভূমিকা কম ছিল না,' কিছুক্ষণ পরে বলল মারিয়া। 'এর মধ্যে একটি হলো আমার অন্তর। আমি হৃদয় নিয়ে খেলা করেছি যখন পৃথিবী তার ট্র্যাক সাজিয়েছে। তবে সেটা সবসময় সঠিক ছিল না।'

'কিন্তু তুমি তো ভালোবাসতে।'

'ওহ্, হ্যাঁ। ভালোবাসতাম। আমি গভীরভাবে ভালোবাসতাম। এমন গভীরভাবে ভালোবাসতাম যে আমার ভালোবাসা যখন আমার কাছে উপহার চাইল তখন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলাম।'

'বুঝতে পারলাম না কথাটা।'

'বুঝতে হবে না। আমি তোমাকে শেখাচ্ছি কারণ আমি এমন কিছু আবিষ্কার করেছি যার কথা আগে জানতাম না। উপহার প্রদান। কাউকে একান্ত নিজের কিছু দেয়া। তোমাকে আমি আমার অত্যন্ত দামী একটি জিনিস দিয়েছি : যে কলম দিয়ে আমার স্বপ্নের কথা লিখেছি সেটা। তোমার অত্যন্ত দামী একটা জিনিস আমি পেয়েছি : ট্রেনের ক্যারিজ, তোমার শৈশবের একটা অংশ যে শৈশবে তুমি ভালোবাসতে না।'

'আমি তোমার অতীত রোমন্থন করছি, তুমি আমার বর্তমান রোমন্থন করছ, ব্যাপারটা মজার না?'

কথাগুলো বলার সময় একবার চোখের পাতা কাঁপল না মারিয়ার, তার যেন মনে হয়েছে এটাই সেরা আচরণ। উঠে দাঁড়াল সে, কোট র‍্যাক থেকে টেনে নিল জ্যাকেট, চুমু খেল র‍্যালফের গালে। র‍্যালফ হার্ট সিধে হবার চেষ্টা করল না, আগুনের দিকে সম্মোহিতের ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে, সম্ভবত তার বাবার কথা ভাবছে।

'আগে কখনোই বুঝতে পারিনি কেন ক্যারিজটা রেখে দিয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি : তোমাকে দেয়ার জন্যই বোধহয় ওটা ফেলে দিইনি। বাড়িটিকে এখন অনেক হালকা মনে হচ্ছে।'

র‍্যালফ বলল আগামীকাল সে বাকি ট্র্যাক, ইঞ্জিন, স্মোক পিন ইত্যাদি কোনও চিলড্রেন হোমে দিয়ে দেবে।'

মারিয়া আবার চুমু খেল র‍্যালফের গালে, পা বাড়াল সামনের দরজার দিকে। র‍্যালফ এখনও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে, মারিয়া নরম গলায় জানতে চাইল র‍্যালফ ওর জন্য দরজাটা খুলে দেবে কিনা।

সিধে হলো র‍্যালফ। মারিয়া বলল র‍্যালফকে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তার ভালোই লাগছিল। তবে ব্রাজিলীয়দের একটি কুসংস্কার আছে : কারও বাড়িতে প্রথম গেলে, যাবার সময় নিজে দরজা খুলতে নেই। খুললে ওই বাড়িতে আর ফেরা হবে না।

'আর আমি ফিরে আসতে চাই।

'যদিও আমার জামাকাপড় খুলিনি এবং তোমার ভেতরে প্রবেশ করিনি, এমনকী তোমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করিনি, তবু আমরা প্রেম করেছি।'

হেসে উঠল মারিয়া। র‍্যালফ প্রস্তাব দিল মারিয়াকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। প্রত্যাখ্যান করল মারিয়া।

'আমি আসব, তোমার সঙ্গে কাল দেখা করব। তারপর সাক্ষাৎ হবে কোপাকাবানায়।'

'না। দাঁড়াও। সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করো। অপেক্ষা খুব কষ্টের আমি এই অনুভূতির সঙ্গে অভ্যস্ত হতে চাই, জানাতে চাই তুমি আমার সঙ্গে আছ, এমনকী যখন তুমি আমার পাশে।

ঠাণ্ডা, অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল মারিয়া। জেনেভায় এভাবে বহুবার হেঁটেছে সে। এ হাঁটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দুঃখ, একাকীত্ব, ব্রাজিলে ফিরে যাবার ব্যাকুলতা, অর্থকড়ির হিসাবনিকাশ, টাইমটেবিল, সেই ভাষার জন্য নস্টালজিয়া যে ভাষায় অনেকদিন মুক্তভাবে কথা বলতে পারে না মারিয়া।

হাঁটছে মারিয়া, চোখের সামনে ভাসছে একটু আগের স্মৃতি। চল্লিশ মিনিট যে লোকটার সঙ্গে ফায়ার প্লেসের সামনে বসে ছিল ও, তার কথা ভাবছে। সেই লোকটি যে জ্ঞানও দিল ও, তার কথা ভাবছে। সেই লোকটি যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত। মনে পড়ছে সেই মেয়েটিকে যে অনেকদিন আগে লেকের পাশে হাঁটার সময় ভাবছিল সে ওই জীবনে প্রবেশ করবে কি করবে না, কারণ এ জীবন তো তার নয়– সেদিন বিকেলে মেয়েটির মুখে দারুণ করুণ একটুকরো হাসি ফুটে ছিল। ওই মেয়েকে সে দ্বিতীয়বার দেখেছে। ভাঁজ করা ক্যানভাসে, এখন সে আবার তার মাঝে ফিরে এসেছে।

কিছুক্ষণ হাঁটার পরে একটা ট্যাক্সি নিল মারিয়া। ওর নিজেকে আবার দারুণ একা লাগছে। আসলে এসব নিয়ে খুব বেশি চিন্তা না করাই উচিত। যে সুন্দর অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করেছে তা উদ্বেগের কারণে এলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সত্যি যদি আরেকটি মারিয়ার অস্তিত্ব থেকে থাকে, সঠিক সময়ে তার প্রত্যাবর্তন ঘটবে।



উনিশ

দিন যায়। মারিয়া যে ফাঁদটাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিল তাতে আবার আটকে যায় ও। তবে ওর দুঃখ হচ্ছে না, উদ্বেগও বোধ করছে না। একদিক থেকে বলা যায়, ওর তো হারাবার কিছু নেই। ও মুক্ত।

মারিয়া জানে যতই রোমান্টিক পরিবেশ থাকুক না কেন একদিন র‍্যালফ হার্ট উপলব্ধি করবে সে স্রেফ একটা বেশ্যা আর সে নিজে একজন বিখ্যাত চিত্রকর। মারিয়ার সঙ্গে তার বিস্তর ফারাক। মারিয়া বাস করে বহুদূরের এক দেশে যেখানে অভাব-অনটন মানুষের নিত্যসঙ্গী, আর র‍্যালফ হার্ট বাস করে স্বর্গে, সুসংহত তার জীবন, জন্ম থেকে নিরাপত্তাবেষ্টিত। র‍্যালফ সেরা সব স্কুলে পড়াশোনা করেছে, শিক্ষা পেয়েছে বিশ্বসেরা জাদুঘর এবং গ্যালারি থেকে, অথচ মারিয়া মাত্র ইন্টারমিডিয়েট পাশ। মারিয়াদের জীবনে স্বপ্ন কখনও প্রলম্বিত হয় না এবং মারিয়া নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে বাস্তবতা তার স্বপ্ন পূরণ হতে দেবে না। তবে তার আনন্দ এখন এটাই যে বাস্তবতাকে সে বলতে পারছে ওটাকে তার দরকার নেই, সুখী হবার জন্য সে কারও ওপর নির্ভরশীল নয়।

এক সপ্তাহ ধরে মারিয়া ভাবার চেষ্টা করছে কী করলে সুখী করা যাবে র‍্যালফ হার্টকে। সে একটা জিনিসই দিতে পারে যেটাকে র‍্যালফ মারিয়ার বিশেষত্ব বলে মনে করে, সেক্স।

মারিয়া আবার পর্ণো ছবি দেখা শুরু করল। যথারীতি কোনও মজা পেল না। ছবি ওর কোনও কাজে আসছে না দেখে মারিয়া জেনেভা আসার পরে এই প্রথম সিদ্ধান্ত নিল কিছু বই কিনবে। যদিও ওর ধারণা একবার পড়া হয়ে গেলে সে বই আর কাজে লাগে না, ফেলে রাখতে হয় বাড়িতে। সান্তিয়াগোর রাস্তায় র‍্যালফের সঙ্গে হাঁটার সময় একটি বইয়ের দোকান চোখে পড়েছিল মারিয়ার। সে ওই দোকানে গেল। জিজ্ঞেস করল সেক্সের ওপর বইপত্র আছে কিনা।

'প্রচুর আছে,' জানাল দোকানি। 'এ বিষয়ের ওপর আলাদা একটা সেকশনই আছে। কারণ লোকে সেক্সের বই পড়তে খুব পছন্দ করে। প্রতিটি উপন্যাসেই আপনি কোনও না কোনও সেক্স সীন পাবেন। প্রেমের গল্পেই হোক কিংবা মানবিক আচরণ নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা হোক, সবাই সেক্স নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে।'

অভিজ্ঞতা থেকে মারিয়া জানে সেক্স নিয়ে লোকে যতই মাতামাতি করুক, বিছানায় ওঠার এগারো মিনিট বাদে সব উত্তেজনা শেষ। এর মধ্যে কোনও সৃষ্টিশীল ব্যাপার নেই।

স্বর্ণকেশী তরুণী দোকানির বিশ্বাস পৃথিবীর সবকিছু বইয়ের মধ্যে ব্যাখ্যা করা আছে। এর সঙ্গে তর্ক করে আসলে লাভ নেই। মারিয়া জানতে চাইল বিশেষ সেকশনটি কোন দিকে। ওখানে গিয়ে সমকামী নারী-পুরুষ, গির্জার সন্ন্যাসিনীসহ নানান জনের সেক্স স্ক্যান্ডালের ওপরে বই পেল মারিয়া। কিছু বইতে প্রাচ্যমতে মিলনের কয়েকটি সচিত্র ভঙ্গিমা দেখানো হয়েছে। অস্বাভাবিক সব ভঙ্গি নিয়ে ছবির নারী-পুরুষ যৌনমিলনে লিপ্ত। তবে বইয়ের নাম মারিয়াকে আকর্ষণ করল : *Sacred Sex*।

বইটি কিনে বাড়ি ফিরল মারিয়া। রেডিও ছেড়ে দিয়ে বিশেষ একটি স্টেশন ধরল (ঠাণ্ডা মিউজিক মারিয়াকে চিন্তাভাবনা করতে সাহায্য করে)। বইটি খুলে পাতা ওল্টাতে লাগল। যে সব ছবি দেয়া আছে ওই রকম ভঙ্গিতে মিলিত হতে গেলে আপনাকে সার্কাসের অ্যাক্রোব্যাট হতে হবে। বইয়ের লেখাগুলো একেবারেই নীরস।

মারিয়া তার পেশা থেকে জেনেছে শুধু বিভিন্ন আসন করেই যৌনতৃপ্তি দেয়া যায় না, বৈচিত্র্য আসে প্রাকৃতিক ভাবেই, নাচের মত, কিছু না ভেবেই যেন পদক্ষেপ নেয়া। তবু বইতে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করল মারিয়া।

ঘন্টা দুই বাদে সে দু'টি সিদ্ধান্তে এল।

প্রথমত, ওর খিদে লেগেছে। সাপার খাওয়া দরকার। কারণ কোপাকাবানায় ফিরতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যে এ বই লিখেছে সে কিছু না জেনেই লিখেছে। সেক্স সম্পর্কে ঘোড়ার ডিমও জানে না। কতগুলো ফাঁকা তত্ত্ব আর প্রাচ্যের অর্থহীন কিছু আসনের ছবি এবং নির্বোধের মতো কিছু পরামর্শ ছাড়া কিছু নেই বইতে। মারিয়া বই পড়ে জেনেছে লেখক হিমালয়ে গিয়ে ধ্যান নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে (জায়গাটা কোথায় দেখতে হবে মারিয়ার) কিছু যোগ ব্যায়ামের কোর্সে শামিল হয়েছে (যোগ ব্যায়ামের কথা শুনেছে মারিয়া), এবং অন্যান্য লেখকদের প্রচুর উদ্ধৃতি করেছে। কিন্তু আসল জিনিস ছুঁয়েও দেখেনি। সেক্স তত্ত্ব, ব্যভিচার, সালাম বা কুর্নিশ নয়। কী করে এই মহিলা এমন একটা বিষয়ের ওপর বই লিখল যা কিনা মারিয়ার মত মেয়েও জানে না।

এরকম চতুর্থ শ্রেণীর একটা বই লিখে যদি এই লেখিকা পয়সা পেতে পারে তা হলে মারিয়া নিজের জীবন নিয়ে যে বইটি লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে ব্যাপারে সিরিয়াস চিন্তাভাবনা শুরু করে দিতে পারে। মারিয়া তার বইয়ের নামও ঠিক করে রেখেছে : *ইলেভেন মিনিটস*। এটা ভুয়া কোনও বই হবে না– হবে তার আত্মজীবনী।

তবে বই লেখার সময় বা আগ্রহ কোনওটাই এমুহূর্তে নেই মারিয়ার। সে র‍্যালফ হার্টকে কীভাবে সুখী করা যায় এবং ফার্ম করা যায় সে ব্যাপারে নিজের শক্তি ব্যয় করবে।

মারিয়ার ডায়েরি থেকে, বিরক্তিকর বইটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার পরে!

> *একটি পুরুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে এবং আমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছি। সাধারণ একটা কারণ প্রেমের জোয়ারে গা ভাসাতে দিয়েছি নিজেকে : এ থেকে কিছু*

পাবার আশা আমার নেই। আমি জানি আর তিন মাসের মধ্যে আমি চলে যাব অনেক দূরে এবং সে হয়ে থাকবে স্রেফ একটা স্মৃতি। কিন্তু আমি ভালোবাসা ছাড়া আর বাঁচতে পারছিলাম না; আমি আমার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছি।

আমি র‍্যালফ হার্টের জন্য একটি গল্প লিখছি– পুরুষটির নাম ওটাই। আমি জানি না আমি যে ক্লাবে কাজ করি সেখানে ও আসবে কিনা। কিন্তু জীবনে এই প্রথমবারের মতো মনে হচ্ছে এতে কিছু আসবে যাবে না। ওকে নিয়ে চিন্তা করা, ওকে নিয়ে ভালোবাসাই আমার কাছে যথেষ্ট মনে হচ্ছে। যখন এ দেশ ছেড়ে চলে যাব আমি, তখন স্মৃতিতে অনুরন তুলবে একটি মুখ, একটি নাম, একটি ফায়ার প্লেস। আমি এখানে যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, যে সব প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি, ওই স্মৃতির সঙ্গে তুল্য হবে না কিছুই।

ও আমার জন্য যা করেছে আমিও ওর জন্য তা-ই করতে চাই। বিষয়টি নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি এবং বুঝতে পেরেছি হুট করেই ওই ক্যাফেতে যাওয়া হয়নি আমার; শরীর পরস্পরকে দেখার অনেক আগেই দুই আত্মার পরিকল্পিত বৈঠক হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এ ধরনের সাক্ষাৎ বা বৈঠক সংগঠিত হয় যখন আমরা একটি সীমারেখায় পৌঁছে যাই। এই বৈঠকগুলো আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। তবে আমরা এগুলো প্রায়ই ঘটতে দিই না। আমরা বেপরোয়া বা মরিয়া হয়ে উঠলেও আমাদের যদি হারাবার কিছু না থাকে, আমরা যদি জীবন নিয়ে পূর্ণ উল্লসিত হই, তখন অজানা বিষয়টি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটায়, নিজেদের ব্রহ্মাণ্ড পরিবর্তন করে দিক।

সবাই জানে কীভাবে ভালোবাসতে হয়, কারণ আমরা সকলে এই উপহারটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কারও কারও ভালোবাসার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে, কিন্তু আমাদের বেশিরভাগের বিষয়টি নতুন করে শিখতে হয়।

আমাদের শরীর শিখে যায় আত্মার ভাষায় কথা বলতে, যার নাম সেক্স, আর সেটাই আমি আমার পুরুষটিকে দিতে চাইছি যে আমাকে আমার আত্মা দিয়েছে, যদিও তার কোনও ধারণাই নেই আমার কাছে তার গুরুত্ব কতটা, সে এটাই আমার কাছে জানতে চেয়েছে এবং সে জানবেও; আমি তাকে অত্যন্ত সুখী দেখতে চাই।



বিশ

মাঝে মাঝে জীবন একেবারে নীরস এবং অর্থহীন লাগে : দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর কেটে যায় একঘেয়ে ভাবে, কোনওরকম বৈচিত্র্য ছাড়াই। তারপর হঠাৎ করেই খুলে যায় একটি দরজা যেমনটি মারিয়ার ক্ষেত্রে ঘটেছে র‍্যালফ হার্টের সঙ্গে পরিচয় হবার পরে– যেন ঘটে যায় বিস্ফোরণ, আবেগের হিমবাহ হুড়মুড়িয়ে নেমে আসতে থাকে। এই মুহূর্তে আপনার কিছু নেই, কিন্তু পরমুহূর্তে এত কিছু পেয়ে গেলেন যে সামাল দেয়াই কষ্টকর হয়ে ওঠে।

ডায়েরি লেখার ঘণ্টা দুই বাদে কাজে ফিরেছে মারিয়া, মালিক মিলান তাকাল ওর দিকে :

'তুমি তাহলে পেইন্টারের সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলে, না?'

এ ক্লাবের সবাই র‍্যালফকে চেনে– ব্যাপারটা মারিয়া বুঝতে পেরেছে যেদিন সে তিনজন কাস্টমারের সমান টাকা দিল মিলানকে, এমনকী দরদস্তুর পর্যন্ত করেনি। মারিয়া আবছা মাথা ঝাঁকাল, মিলান অবশ্য ব্যাপারটা লক্ষ করল না বা লক্ষ করলেও পাত্তা দিল না। সে মারিয়ার চেয়ে এ জীবন ঢের বেশি চেনে।

'তুমি বোধহয় পরবর্তী স্টেজের জন্য তৈরি। আমাদের একজন স্পেশাল ক্লায়েন্ট আছেন, প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন তোমার কথা। আমি তাঁকে বলেছি তুমি এখনও তেমন অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পারনি। আমার কথা বিশ্বাস করেছেন তিনি। তবে আমার মনে হয় এবারে চেষ্টা করে দেখতে পার।'

স্পেশাল ক্লায়েন্ট?

'পেইন্টারের কী হবে?'

'উনিও স্পেশাল ক্লায়েন্ট।'

ঠোঁট কামড়াল মারিয়া। বলল না কিছুই। একটি চমৎকার সপ্তাহ কাটিয়েছে সে র‍্যালফ হার্টের সঙ্গে। ও ডায়েরিতে যা লিখেছে তা ভুলতে চায় না।

'ওর সঙ্গে যা করেছি স্পেশাল ক্লায়েন্টের সঙ্গে তাই করতে হবে?'

'তুমি কী করেছ জানি না আমি তবে আজ রাতে কেউ যদি তোমাকে ড্রিঙ্কের অফার দেয়, সরাসরি না বলে দেবে। বিশেষ ক্লায়েন্টরা বেশি পয়সা দেন। তোমার কোনও আফশোস থাকবে না।'

গতানুগতিকভাবে শুরু হলো কাজ। ক্লাবে আছে থাই, কলাম্বিয়ান এবং তিনজন ব্রাজিলিয়ান তরুণী। এ ছাড়া একজন অস্ট্রিয়, দু'জন জার্মান। বাকিরা লম্বা এবং সুন্দরী, বিষণ্ণ চোখ, এরা এসেছে প্রাচ্যের দেশ থেকে। এরা অন্যদের চেয়ে দ্রুত স্বামী খুঁজে পেতে আগ্রহী।

খদ্দেরদের আগমন শুরু হলো– রুশ, সুইস, জার্মান, সবাই ব্যস্ত নির্বাহী কর্মকর্তা, বিশ্বের অন্যতম দামী শহরের সবচেয়ে দামী পতিতাদের কাছ থেকে বিনোদন কিনে নিতে যাদের পয়সার অভাব নেই। কয়েকজন এল মারিয়ার টেবিলে। মারিয়া তাকিয়ে ছিল মিলানের দিকে। সে মাথা নেড়ে মানা করল। মনে মনে খুশি হলো মারিয়া। আজ রাতে তাকে পা ফাঁক করতে হবে না, ঠাণ্ডা বাথরুমে গোসলও করতে হবে না। তাকে আজ শুধু সেক্স নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগা একজনকে শিখিয়ে দিতে হবে কীভাবে প্রেম করতে হয়।

এক যুবক এল, বয়সে র‍্যালফ হার্টের কমই হবে। সুদর্শন, কালো চুল, সুবিন্যস্ত দাঁতের সারি, পরনে মাও জ্যাকেট, কোন টাই নেই, হাই কলার,

নিচে ধবধবে সাদা শার্ট, সে সোজা বার-এ গেল। সে এবং মিলান দু'জনেই তাকাল মারিয়ার দিকে। যুবক এল মারিয়ার কাছে।

'আপনাকে একটা ড্রিঙ্ক কিনে দিই?'

মারিয়া দেখল মাথা দোলাচ্ছে মিলান। সে যুবককে টেবিলে বসতে আমন্ত্রণ জানাল। ফ্রুট জুস ককটেলের অর্ডার দিল। অপেক্ষা করছে যুবক কখন তাকে নাচার আহ্বান জানায়।

যুবক নিজের পরিচয় দিল :

'আমার নাম টেরেন্স। ইংল্যান্ডে একটি রেকর্ড কোম্পানিতে কাজ করি। আশা করি এখানে আমার প্রাইভেসি নষ্ট হবে না। ব্যাপারটা শুধু তোমার এবং আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।'

মারিয়া ব্রাজিল নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিল যুবক :

'মিলান বলেছে আমি যা চাই তুমি তা বুঝতে পারবে।'

'আমি জানি না আপনি কী চাইছেন তবে আমি আমার কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।'

রুটিন অনুসরণ করল না ওরা; যুবক বিল মিটিয়ে দিল, মারিয়ার হাত ধরে উঠে পড়ল একটি ট্যাক্সিতে। গাড়িতে বসে এক হাজার ফ্রাঁ দিল ওকে। এক মুহূর্তের জন্য সেই আরবের কথা মনে পড়ে গেল মারিয়ার যে তাকে একই পরিমাণের অর্থ দিয়েছিল। আনন্দিত হবার বদলে নার্ভাস বোধ করল মারিয়া।

শহরের অন্যতম অভিজাত একটি হোটেলের সামনে থামল ট্যাক্সি। পোর্টারকে নাম ধরে ডাকল যুবক, অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ তার চলাফেরা। সোজা নিজের রুমে চলে এল টেরেন্স, বিলাস বহুল স্যুইট, জানালা দিয়ে নদী দেখা যায়। ওয়াইনের বোতল খুলল সে- সম্ভবত দুষ্প্রাপ্য মদ- মারিয়াকে একটা গ্লাস এগিয়ে দিল।

টেরেন্স মদ পান করছে, মারিয়া তাকে লক্ষ করতে লাগল। এই ধনী, সুদর্শন যুবকটি তার মত পতিতার কাছে কী চায়? যুবক স্বল্পভাষী বলে মারিয়াও নিশ্চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিল, ভাবছে এই বিশেষ ক্লায়েন্টকে কীভাবে

সুখী করা যায়। ও জানে শুরুটা ওর করা উচিত হবে না, তবে কাজ শুরু হয়ে গেল যত দ্রুত সম্ভব যুবকের নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে ওকে। কারণ প্রতিরাতে তো আর হাজার ফ্রাঁ আয় করা যাবে না।

'আমাদের হাতে সময় আছে প্রচুর,' বলল টেরেন্স। 'তুমি ইচ্ছে করলে একটু ঘুমিয়ে নিতে পার।'

নিরাপত্তা বোধের অভাব আবার ফিরে এল মারিয়ার মাঝে। তার অন্যান্য কাস্টমারদের মত মোটেই ভীতিকর মনে হচ্ছে না এ লোকটিকে। যুবক খুব শান্ত ভঙ্গিতে কথা বলছে। সে জানে সে কী চাইছে। চালিয়ে দিয়েছে চমৎকার মিউজিক। তার ঘরটি চমৎকার। ঘরের এক কোণে খুব ছোট একটি সুটকেস দেখতে পাচ্ছে মারিয়া। মনে হচ্ছে হালকা জিনিস বহন করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এ লোক। অথবা জেনেভায় এসেছে মাত্র একটি রাত কাটাতে।

'আমি বাড়ি গিয়ে ঘুমাব,' বলল মারিয়া।

হঠাৎ যেন পরিবর্তন ঘটল ওর সামনে বসা লোকটির চেহারায়, বরফ শীতল চাউনি ফুটল চোখে।

'ওখানে বসো,' ডেস্কের পাশে একটা চেয়ার দেখাল সে।

হুকুম! আক্ষরিক অর্থেই আদেশ। হুকুম পালন করল মারিয়া, আশ্চর্য ব্যাপার, সে উত্তেজনা বোধ করছে।

'সুন্দরভাবে বসো। শিরদাঁড়া টানটান, নারীদের মত। ঠিক মত না বসলে আমি তোমাকে শাস্তি দেব।'

শাস্তি দেবে! স্পেশাল ক্লায়েন্ট! মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায় মারিয়ার কাছে। সে ব্যাগ থেকে হাজার ফ্রাঁর নোটগুলো বের করে ডেস্কে রাখল।

'আমি জানি আপনি কী চাইছেন,' লোকটার ঠান্ডা, নীল চোখে তাকাল মারিয়া। 'কিন্তু আমি তা করতে পারব না।'

যুবক যেন হঠাৎ আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে মারিয়া যা বলছে তাই করবে।

'ওয়াইন নাও,' বলল সে। 'তোমাকে কোনও কিছু করতে জোর করব না আমি। তোমার ইচ্ছে হলে থাকবে না হলে চলে যেয়ো।'

একটু স্বস্তিবোধ করল মারিয়া।

'আমি চাকরি করি। আমার একজন বস আছে। সেই আমার সব দেখভাল করে। সে আমাকে বিশ্বাসও করে। আপনি যদি তাকে কিছু না বলেন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।'

মারিয়া স্বাভাবিক গলায় কথাগুলো বলল। কোনও অনুনয় ফুটল না কণ্ঠে।

টেরেন্সকে আবার আগের চেহারায় দেখতে পেল মারিয়া– ভদ্রও নয়, কর্কশও নয়। সে জানে সে কী চায়। যুবক যেন একটা ঘোর থেকে জেগে উঠল।

মারিয়া কী এখন চলে যাবে এই 'স্পেশাল ক্লায়েন্ট'-এর রহস্য না জেনে?

'আপনি আসলে আমার কাছে কী চাইছেন?'

'তুমি জান আমি কী চাইছি। ব্যথা। যন্ত্রণা। আর প্রচুর আনন্দ।'

'ব্যথা এবং যন্ত্রণার সঙ্গে আনন্দ যায় না,' ভাবে মারিয়া। তবু মরিয়া হয়ে ভাবতে চায় এগুলো একসঙ্গে যায়। এভাবে নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে সে ইতিবাচক কিছু তুলে আনতে চায়।

টেরেন্স মারিয়ার হাত ধরে ওকে নিয়ে এল জানালার পাশে : লেকের অপরপাশে গির্জার চূড়া চোখে পড়ল। সান্তিয়াগোর রাস্তায় র‍্যালফ হার্টের সঙ্গে হাঁটার সময় এ গির্জাটি দেখেছে মারিয়া।

'তুমি নদী, লেক, বাড়িঘর এবং চার্চ দেখতে পাচ্ছ? পাঁচশ বছর আগেও এগুলো এরকমই সুন্দর ছিল। শুধু শহরটি ছিল পরিত্যক্ত। একটি অদ্ভুত রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা ইউরোপ জুড়ে, কেউ বুঝতে পারছিল না কেন এত মানুষ মারা যাচ্ছে। তারা রোগটির নাম দেয় ব্ল্যাক ডেথ– ঈশ্বর মানুষের পাপের শাস্তি হিসেবে এ রোগ পাঠিয়েছেন বলে তাদের বিশ্বাস ছিল।

'তখন একদল লোক সিদ্ধান্ত নেয় মানবতার স্বার্থে নিজেদেরকে উৎসর্গ করবে। তারা যে জিনিসটি সবচেয়ে ভয় পেত সেটা উৎসর্গ করবে বলে ঠিক

করবে : শারীরিক যন্ত্রণা। তারা রাত-দিন কাটাতে থাকে সেতু, এবং রাস্তায়, নিজেদেরকে চাবকাতে থাকে, শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে। তারা ঈশ্বরের নামে নিজেদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল এবং যন্ত্রণার সময় ঈশ্বর বন্দনা করত। তারা শীঘ্রি উপলব্ধি করতে পারে রুটি তৈরি কিংবা মাঠে কাজ করা অথবা পশু পালনের চেয়ে এ কাজটি তাদেরকে অধিকতর সুখ দিচ্ছে। শারীরিক যন্ত্রণা তাদেরকে কষ্ট তো দিচ্ছিলই না বরং এতে তারা আনন্দের উৎস পেয়ে যায়। ব্যথা বেদনা হয়ে ওঠে সুখ, জীবনের মানে, আনন্দ।'

যুবকের চোখের দৃষ্টি আবার শীতল দেখাচ্ছে। সে টেবিল থেকে মারিয়ার টাকাগুলো তুলে নিল, একটি একশ এবং পঞ্চাশ ফ্রাঁর নোট আলাদা করে রেখে দিল ওর ব্যাগে।

'তোমার বসকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। এটা তার কমিশন। কথা দিচ্ছি, তাকে আমি কিছুই বলব না।

'তুমি এখন যেতে পার।'

টাকাগুলো খপ করে ধরল মারিয়া।

'না! আমি এখন কিছুই ভয় করি না। আপনি যা করতে চাইছেন করুন। আপনার কথা অমান্য করতে চেয়েছি বলে যা খুশি শাস্তি আমাকে দিতে পারেন।' মারিয়া হঠাৎ করেই যেন বদলে গেছে। সে একটা খেলা খেলছে। এ খেলার শেষটা সে দেখতে চায়।

'হাঁটু মুড়ে বসো!' নিচু, শীতল গলায় আদেশ এল।

হুকুম তামিল করল মারিয়া। এর আগে তার সঙ্গে কেউ এ রকম আচরণ করেনি। সে বুঝতে পারছে না এটা ভালো হচ্ছে নাকি খারাপ। সে শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে। যেন সে যা করেছে তার জন্য শাস্তি পেতে চাইছে। একটা ভূমিকায় প্রবেশ করছে মারিয়া, ভিন্ন একজন মানুষ হয়ে উঠছে, এমন একজন নারী যাকে সে চেনে না মোটেই।

'তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে কারণ তুমি কোনও কম্পের নয়, কারণ তুমি আইন-কানুন কিছুই জানো না এবং কারণ সেক্স, জীবন অথবা প্রেম সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণাই নেই।'

কথা বলছে টেরেন্স, যেন আলাদা দুটি মানুষে রূপান্তর ঘটল তার। একজন শান্তভাবে আইন-কানুন ব্যাখ্যা করছে মারিয়াকে, অপরজন তার মত অপদার্থ কেউ নেই।

'আমি কেন এসব করছি জানো? কারণ অজানা পৃথিবীর কাউকে দিয়ে শুরু করার চেয়ে আনন্দ অন্য কিছু নেই। আর এই শুরু করাটা হলো কুমারীত্ব হরণ। শরীরের কৌমার্য নয়, আত্মার কৌমার্য। বুঝতে পেরেছ?'

বুঝতে পেরেছে মারিয়া।

'আমি যদি ব্যথা সহ্য করতে না পারি?'

'ব্যথা বলে কিছু নেই। যা আছে তা হলো আনন্দ এবং রহস্যে রূপান্তর। মাথা নিচু করো। আমার দিকে তাকিয়ো না!'

মারিয়া হাঁটু মুড়ে বসেছে মেঝেতে, মাথা নামিয়ে তাকাল মেঝেতে।

'আমরা একটা খেলা খেলছি। এ খেলায় দুটো কোড ওয়ার্ড আছে। আমাদের কেউ যদি বলে 'হলুদ' এর মানে, ভায়োলেন্সের মাত্রা কমাতে হবে। আর আমাদের কেউ যদি বলে 'লাল' তাহলে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিতে হবে খেলা।

'আপনি বললেন, 'আমাদের কেউ?...'

'একজন ছাড়া অপরজনের অস্তিত্ব নেই। কেউ জানে না অপরজনকে কীভাবে নির্যাতন করতে হবে যদি তাদের নিজেদের নির্যাতনের অভিজ্ঞতা না থাকে।'

কথা বা শব্দগুলো ভয়ঙ্কর লাগছে মারিয়ার কাছে, এ যেন এমন এক পৃথিবী থেকে আসছে যে পৃথিবীকে চেনে না মারিয়া। ছায়া ঢাকা, নোংরা এক পৃথিবী। তবু সে খেলাটা চালিয়ে যেতে চাইছে– উত্তেজনা ও ভয়ে তার শরীর কাঁপছে থরথর করে।

টেরেন্স হাত রাখল মারিয়ার মাথায় অপ্রত্যাশিত কোমলভাবে।

'ব্যস, এই-ই সব।'

মারিয়াকে সিধে হতে বলল সে। তবে আগের মত কর্কশ গলায় নয়। এখনও কাঁপছে মারিয়া, গায়ে চড়াল জ্যাকেট। টেরেন্স তার কাঁপুনি লক্ষ করল।

'যাবার আগে একটা সিগারেট খেয়ে যাও।'

'কিন্তু ঘটল না তো কিছুই।'

'দরকার নেই। তোমার আত্মার মধ্যে যা ঘটার ঘটতে শুরু করবে। আবার যখন সাক্ষাৎ হবে আমাদের, প্রস্তুত থাকবে তুমি।'

'এটুকুর জন্য হাজার ফ্রাঁ দিচ্ছেন?'

জবাব দিল না টেরেন্স। সে-ও একটা সিগারেট ধরাল। তারপর দু'জনে মিলে পান করল মদ। গান শুনল। উপভোগ করল নীরবতা। তারপর কথা বলল মারিয়া।

'আমি বুঝতে পারছি না কেন এর মধ্যে পা দিলাম।'

'এক হাজার ফ্রাঁ।'

'না, কারণ সেটা নয়।'

মারিয়ার এ জবাবে টেরেন্স খুশি হলো।

সে বলল।

'আমিও এ প্রশ্নটি নিজেকে করি। মার্কুইস ডি সাদে বলেছেন একজন মানুষ তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে সেসব থেকে যা তাকে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দেয় : এভাবেই আমরা শিখি। কারণ এতে আমাদের সমস্ত সাহসের প্রয়োজন হয়। একজন বস যখন তার কর্মচারীকে অপমান করে কিংবা স্বামী নির্যাতন করে তার স্ত্রীকে, তারা আসলে কাপুরুষের মত জীবনের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে, এরা কখনোই নিজেদের আত্মার গভীরে তাকাবার সাহস পায় না, তারা যৌনতা, যন্ত্রণা, প্রেম ইত্যাদি বোঝার চেষ্টাও করে না।

'যারা এসব জানে তারা জীবনকে চিনতে পারে। জীবন হলো সময় পার করে দেয়া, একই কাজের পুনরাবৃত্তি, বৃদ্ধ হওয়া এবং আমরা কী করছি তা না জেনেই মৃত্যু বরণ।

ঠাণ্ডার মধ্যে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল মারিয়া। শীতের মধ্যে হাঁটাহাঁটির সেই উদগ্র বাসনা আবার। যুবক ঠিক কথা বলেনি। ঈশ্বরকে পেতে হলে নিজের মন্দ সত্তা জানার কোনও প্রয়োজন নেই। বার থেকে একদল ছাত্র হৈ

হৈ করে বেরিয়ে এল। তাদেরকে পাশ কাটায় মারিয়া। এদেরকে বেশ সুখী মনে হচ্ছে, খানিকটা মাতাল। প্রত্যেকেই সুদর্শন, স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে গা থেকে। শীঘ্রি বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ হয়ে যাবে এদের, লোকের ভাষায় 'সত্যিকারের জীবন' শুরু করবে তারা। চাকরি করবে, বিয়ে করবে, সন্তানের বাবা হবে, টিভি দেখবে, নানান তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে, বুড়ো হবে, অনেক কিছু হারানোর বেদনা থাকবে, হতাশা, অসুস্থতা, অন্যের ওপরে নির্ভরশীলতা, তারপর একদিন মরে যাবে টুপ করে।

টেরেন্সের সঙ্গে সাক্ষাতের রাতে লেখা মারিয়ার ডায়েরি থেকে :

> *সে মার্কুইস ডি সাদে'র কথা বলেছে যার কথা আমি জানি না কিছুই, 'স্যাডিজম' শব্দের অর্থ ছাড়া। এ কথা সত্যি আমরা পরস্পরকে তখনই জানতে পারি যখন নিজেদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারি। তবে এটাও ভুল একটা কথা। আমাদের সব কথা জানার প্রয়োজনটাই বা কীসের? মানুষকে তো শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, তাকে মাঠে যেতে হবে জমি চাষের জন্য, সে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করবে, শস্য ফলাবে, রুটি বানাবে।*
>
> *আমার ভেতরে দু'টি নারীর অস্তিত্ব রয়েছে :*
>
> *একজন সবরকমের আনন্দ পেতে চায়, চায় প্যাশন এবং অ্যাডভেঞ্চার। অপরজন রুটিনের ক্রীতদাস হয়ে পারিবারিক জীবন কামনা করে, চায় পরিকল্পনা মাফিক সবকিছু ঘটুক। আমি একজন গৃহবধূ এবং পতিতা, দু'জনেরই বাস একটি শরীরের মধ্যে এবং দু'জন প্রতিনিয়ত পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।*
>
> *দুই নারীর সাক্ষাৎ হবে প্রচণ্ড ঝুঁকি। আমরা যখন সাক্ষাৎ করি আমরা হয়ে উঠি দুটি স্বর্গীয় শক্তি, দুটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেন সংঘর্ষ ঘটে। সতর্কতার সঙ্গে যদি এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা না হয় তাহলে একটি পৃথিবী অপরটিকে ধ্বংস করে দেবে।*



একুশ

র‍্যালফ হার্টসের বাসায় এসেছে মারিয়া। বসেছে লিভিংরুমে। ফায়ার প্লেসে জ্বলছে আগুন, সামনে মদের বোতল নিয়ে দু'জনে বসেছে মেঝেতে।

র‍্যালফের দিকে তাকাল মারিয়া। এই লোকটির কাছে নিজেকে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। র‍্যালফকে এখন অনেকটাই সহজ লাগছে। হাসছে সে। গল্প বলছে মিউনিখের। সম্প্রতি এ শহর থেকে ঘুরে এসেছে র‍্যালফ। ওখানকার নামী একটি জাদুঘরের পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা বয়ান করছে।

'লোকটা আমার কাছে জানতে চাইল 'ফেসেস অব জেনেভা'র ছবি রেডি হয়েছে কিনা। বললাম যাদের ছবি আঁকতে চাই তাদের একজনের সঙ্গে মাত্র পরিচয় হয়েছে। সে এক মহিলা, আলোয় ভরা এক নারী। তবে নিজের কথা বলতে চাই না আমি। তোমাকে আলিঙ্গন করতে চাই আমি। তোমাকে প্রবলভাবে কামনা করছি আমি।'

কামনা। কামনা? এ বিষয়টি সম্পর্কে মারিয়া বেশ ভালো জানে।

'ঠিক আছে। তাহলে কামনা করো আমায়। আমরা তো এ মুহূর্তে তা-ই করছি। আমার কাছ থেকে দু'হাত দূরেও তুমি নেই, তুমি নাইটক্লাবে গিয়েছ, আমার সেবা কেনার জন্য টাকা দিয়েছ, এবং তুমি জান আমাকে স্পর্শ করার

অধিকার তোমার আছে। কিন্তু তুমি সাহস পাচ্ছ না। আমার দিকে তাকাও। আমার দিকে তাকিয়ে কল্পনা করো আমার পোশাকের নিচে কী আছে।'

কাজে যাবার সময় মারিয়া সবসময় কালো পোশাক পরে। তার মাথায় ঢোকে না কোপাকাবানার মেয়েগুলো নিজেদেরকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কেন ভয়ঙ্কর রঙের লো কাট ড্রেস পরে। মারিয়ার মনে হয় পুরুষরা বরং সেইসব মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশি যাদেরকে সে সাধারণ পোশাকে দেখে। যে রকম পোশাকে মেয়েরা অফিসে যায়, ট্রেনে চড়ে কিংবা বাড়িতে থাকে।

র‍্যালফ তাকাল মারিয়ার দিকে। মারিয়া কল্পনায় দেখল র‍্যালফ তার গা থেকে একেএকে পোশাক খুলে ফেলছে। ভাবতে ভালোই লাগছে।

'ধরো,' বলে চলল মারিয়া, 'আমরা একটা ট্রেন স্টেশনে এসেছি। আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার পাশে, অপেক্ষা করছি ট্রেনের জন্য। কিন্তু তুমি আমাকে চেনো না। আমার সঙ্গে চোখাচুখি হলো হঠাৎ করেই। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম না। তুমি জান না আমি তোমাকে কী বলতে চাইছি, যদিও তুমি একজন বুদ্ধিমান মানুষ, অন্য মানুষের মাঝে 'আলো' দেখতে পাও। তবে আলোটা কতটা জ্বলছে তা দেখার মত যথেষ্ট সংবেদনশীল তুমি নও।'

মারিয়ার মনে পড়ছে সেই ইংরেজ নির্বাহীর কথা। তার কথা দ্রুত ভুলে যেতে চাইল সে। কিন্তু পারছে না। লোকটা যেন তার কল্পনাশক্তি উস্কে দিচ্ছে।

'আমার দৃষ্টি তোমার চোখে, আমি হয়তো মনে মনে ভাবছি :

'একে কি কোথাও আগে দেখেছি?' অথবা আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারি। অথবা ভয় পেতে পারি তুমি হয়তো মারমুখি আচরণ করবে ভেবে। হয়তো তুমি আমাকে চেন, হয়তো শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে সত্যি তুমি আমাকে চেন। আমি হয়তো তোমার জন্য একরাতের প্রমোদ সঙ্গিনী হবো, আমার একঘেয়ে জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য ভিন্নরকম কিছু একটা করব।'

বিরতি দিল মারিয়া। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তবে যা ঘটবে তা হলো আমি তোমার ওপর থেকে নজর সরিয়ে নিচ্ছি না। এবং তুমি বুঝতে

পারছ না কী করবে। তুমি কি সেধে এগিয়ে আসবে? তুমি কি প্রত্যাখিত হবে? আমি কি গার্ড ডাকব? নাকি তোমাকে এক কাপ কফি পানের আমন্ত্রণ জানাব?'

'আমি মিউনিখের কথা বলি,' বলল র‍্যালফ হার্ট। তার কণ্ঠ অন্য রকম শোনাল যেন সত্যি প্রথমবার সাক্ষাৎ হয়েছে ওদের। 'আমি কয়েকটি ছবির কথা ভাবছি। বিখ্যাত কিছু মানুষের নগ্ন ছবি এঁকেছি আমি। আমাকে জাদুঘরের পরিচালক জিজ্ঞেস করেছিল আমি কীসের ওপর ভিত্তি করে কাজ করি। জবাব দিয়েছি সেই সব মহিলার ওপরে আমি কাজ করি যারা প্রেম করে অর্থ উপার্জন করে। পরিচালক বলে : আমরা এদেরকে 'পতিতা' বলি। আমি বললাম : বেশ। ওরা তবে পতিতাই। তবে আমি তাদের ওপর পড়াশোনা করব, তাদের নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত কিছু সৃষ্টি করব, যারা আপনাদের জাদুঘর ঘুরতে আসে সেইসব পরিবারের জন্য।

'পরিচালক বলে : সেক্স এখন কোনও নিষিদ্ধ বস্তু নয়। সেক্স নিয়ে এত বেশি বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যে বিষয়টির ওপর নতুন কিছু সৃষ্টি করা সত্যি কঠিন। আমি জিজ্ঞেস করি : আপনি জানেন যৌন আকাঙ্ক্ষা কোত্থেকে আসে? আমাদের ইনস্টিঙ্কট থেকে, জবাব দেয় পরিচালক। হ্যাঁ, বলি আমি, ইনস্টিঙ্কট থেকে, সবাই তা জানে। সবাই যদি বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলা শুরু করে তাহলে সুন্দর একটি প্রদর্শনী করবেন কীভাবে আপনি? আমি বলতে চাই লোকে কীভাবে এই আকর্ষণের কথা ব্যাখ্যা করে। ধরুন, একজন দার্শনিক বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবে। পরিচালক আমাকে একটা উদাহরণ দিতে বলে। আমি বলি, ধরুন আমি ট্রেনে চড়ে বাড়ি ফিরছি, এক মহিলা তাকাল আমার দিকে। আমি তখন তার কাছে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলব। আমি বলব যেহেতু আমরা কেউ কারও চেনা নই, আমাদের যা খুশি করার স্বাধীনতা রয়েছে, আমরা আমাদের ফ্যান্টাসির জগতে বাস করি, আমরা বাড়ি ফিরে যাব যে যার স্ত্রী এবং স্বামীর কাছে এবং আর কখনও আমাদের সাক্ষাৎ হবে না। তারপর, ট্রেন স্টেশনে দেখতে পাই।'

'তোমার গল্পটা এত ইন্টারেস্টিং যে এটা কামনা-বাসনাকে হত্যা করে ফেলবে।'

র‍্যালফ হেসে উঠে সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। এক বোতল ওয়াইন সাবাড় করে ফেলেছে ওরা। র‍্যালফ কিচেনে গেল আরেকটি বোতল নিয়ে আসতে, অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে রইল মারিয়া, জানে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। এই পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ও, ভুলে যাচ্ছে ইংরেজ নির্বাহীর কথা, আত্মসমর্পণের উপলব্ধি ফিরে পাচ্ছে।

দুটো গ্লাস ভরে দিল র‍্যালফ। মারিয়া বলল :

'স্রেফ কৌতূহল থেকে জানতে চাইছি, জাদুঘরের পরিচালকের গল্পটা তুমি শেষ করবে কীভাবে?'

'আমি প্লেটো থেকে একটা উদ্ধৃতি দিই। তাঁর মতে, সৃষ্টির শুরুতে, নারী-পুরুষ এখনকার মত ছিল না; তারা দু'জনে মিলে একজন ছিল। বেঁটে খাটো, শরীর, এবং ঘাড় ছিল, তবে দুটো মুখ ছিল। দু'দিকে তাকাতে পারত। যেন দুটো প্রাণীকে আঠা দিয়ে পিঠোপিঠি জোড়া লাগানো হয়েছে, দু'জোড়া যৌনাঙ্গ, চারটে পা, চারট হাত।

'গ্রীক দেবতারা তখন ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন এই প্রাণীটি চারটে হাত দিয়ে বেশি বেশি কাজ করতে পারবে। দুটো মুখ দিয়ে সবসময় সতর্ক থাকবে, চারটে পা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কিংবা হাঁটতে পারবে, ক্লান্ত হবে না। এবং সবচে' বিপজ্জনক হলো প্রাণীটার দুটি আলাদা যৌনাঙ্গ থাকার কারণে সন্তান উৎপাদনও করতে পারবে।

'দেবরাজ জিউস বললেন; "এই মরণশীল প্রাণীদের শক্তি হ্রাস করার একটি বুদ্ধি এঁটেছি আমি।"

'তিনি বজ্রের আঘাত হেনে প্রাণীটিকে দু'খণ্ড করে ফেললেন। এভাবে নারী ও পুরুষের সৃষ্টি হলো। তারা পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা দারুণভাবে বৃদ্ধি করে তুলল এবং একই সঙ্গে তারা বিচ্ছিন্ন এবং দুর্বল হয়ে পড়ল। কারণ এখন তাদেরকে হারানো অর্ধাংশ খুঁজে বের করে তাকে আলিঙ্গন করতে হবে। আর দু'টি শরীরের পারস্পরিক আলিঙ্গনই হলো সেক্স।'

'এটা কি সত্যি ঘটনা?'

'গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে, হ্যাঁ।'

মারিয়া মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে র‍্যালফের দিকে। গতরাতের অভিজ্ঞতার কথা তার স্মৃতি থেকে পুরোপুরি দূর হয়ে গেল। সে দেখল তার সামনে যে মানুষটি বসে আছে তার ভেতরে জ্বলজ্বল করছে 'আলো', যে আলো সে মারিয়ার মধ্যে দেখেছিল। তার চোখ এখন ঝিকমিক করছে কামনা বা লালসায় নয়, আনন্দে।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

র‍্যালফ বলল মারিয়ার যা খুশি প্রশ্ন করতে পারে।

'তোমার কাছে কী কখনও মনে হয়নি পতিতারাও ভালোবাসতে পারে?'

'হ্যাঁ। পারে। এটা আমার প্রথম দিনই মনে হয়েছে যখন আমি ক্যাফেতে বসে ছিলাম এবং তোমার ভেতরে দেখছিলাম আলো।'

এবার আর পেছনে ফিরে তাকাবার অবকাশ নেই। মারিয়ার এখন তীব্রভাবে কামনা করছে র‍্যালফকে, তাকে ও চুমু খাবে, আলিঙ্গন করবে, অনুনয় করবে র‍্যালফ যেন ওকে ছেড়ে চলে না যায়।

সে কাঁধ থেকে ড্রেসের স্ট্র্যাপ খসে পড়তে দিল। তার গোলাপি স্তনের খানিকটা উদ্ভাসিত হলো।

'তুমি যা দেখছ তা কামনা নয়, কামনা হলো তুমি যা কল্পনা করছ।'

র‍্যালফ হার্ট তাকিয়ে আছে ঘন কৃষ্ণ কেশী নারীটির দিকে, তার পরনে কালো পোশাক, সে তার লিভিংরুমের মেঝেতে বসে আছে, প্রচণ্ড কামনায় ব্যাকুল, জ্বলছে ফায়ার প্লেসের আগুনের মতো। হ্যাঁ, র‍্যালফ কল্পনায় দেখতে চায় ওই পোশাকের নিচে কী লুকিয়ে আছে; সে অনুমান করতে পারে মারিয়ার বুকের মাপ, সে জানে মারিয়ার ব্রা পরার কোনই প্রয়োজন নেই। কারণ ব্রা শাসন মানতে চাইছে না উদ্ধত বক্ষ জোড়ার। তবে কাজের প্রয়োজনেই হয়তো বক্ষ বন্ধনী পরতে হয় ওকে। মারিয়ার বুক খুব বড় নয়, আবার ছোটও নয়। ডাসা ডাসা।

র‍্যালফ ভাবছে এই নারী এখানে কী করছে? সে-ই বা কেন এই বিপজ্জনক সম্পর্কে জড়াতে গেল যখন নারী সঙ্গ পাওয়া তার জন্য কোনও

সমস্যা নয়। সে ধনী, যুবক, বিখ্যাত, সুদর্শন। সে নিজের কাজ ভালোবাসে; সে যে মেয়েদেরকে ভালোবাসত তাদেরকে বিয়ে করেছে। সে ভালোবাসা পেয়েছে। সে এমন একজন যে চিৎকার করে ঘোষণা দিতে পারে 'আমি সুখী।'

কিন্তু সুখী নয় র‍্যালফ। সে সব পেয়েও তার মধ্যে কাজ করে হতাশা। সে সারাজীবন কিছু একটা প্রমাণ করতে চেয়েছে কিন্তু জানে না কী এবং কার কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছে।

র‍্যালফ তাকিয়ে আছে তার সামনে বসা অপূর্ব সুন্দরী নারীটির দিকে। কালো পোশাকে দারুণ লাগছে তাকে। এর সঙ্গে ক্যাফেতে হঠাৎ করেই পরিচয় তার। যদিও একে আগে নাইটক্লাবে দেখেছে সে। ওকে তখনই আলাদা কেউ মনে হয়েছিল। এই নারী তাকে কামনা করতে বলেছে। র‍্যালফ তাকে এতটা তীব্র ভাবে কামনা করছে যা নারীটির কল্পনাতেও নেই। কিন্তু তার বক্ষ কিংবা শরীরের জন্য সে লালায়িত নয়, সে ওর সঙ্গ কামনা করছে। ইচ্ছা করছে ওকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ বসে থাকে, তাকিয়ে থাকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে, মাঝে মাঝে সিগারেটের ধোঁয়া গিলবে; ব্যস, ওটুকুই যথেষ্ট।

কিন্তু র‍্যালফের মনে হচ্ছে ওকে স্পর্শ করা মাত্র সবকিছু হারিয়ে ফেলবে। সে নিশ্চিত নয় মারিয়া জানে কিনা তার পাশে বসে থাকতে র‍্যালফের কত ভালো লাগছে। ওকে কি টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে র‍্যালফ? হ্যাঁ, সে টাকা দিয়ে যাবে যতদিন না ওকে জয় করা যায়, ওকে নিয়ে লেকের ধারে বসবে, বলবে ভালোবাসার কথা, ওর কাছ থেকেও শুনবে একই কথা। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

র‍্যালফ হার্ট নিজেকে আর যন্ত্রণা দিতে চাইল না। সে খেলাটায় মনোনিবেশ করল যে খেলা ওরা শুরু করেছে একসঙ্গে।

মারিয়া শোল্ডার স্ট্র্যাপ লাগানো একটি কালো পোশাক পরেছে। এক কাঁধ থেকে খসে পড়েছে ফিতে, উন্মোচিত হয়ে আছে বক্ষ। ওর ত্বক দেখতে

পাচ্ছে র‍্যালফ। গাঢ় রঙের চামড়া। ওকে পেতে ইচ্ছে করল র‍্যালফের সাংঘাতিকভাবে কামনা করছে।

র‍্যালফের চাউনির পরিবর্তন লক্ষ করল মারিয়া। বুঝতে পারছে ওকে সাংঘাতিকভাবে চাইছে র‍্যালফ। সেই একই অটোমেটিক ফর্মুলা– আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করতে চাই, আমি বিয়ে করতে চাই, আমি স্বপন চাই, আমি তোমার পেটে আমার সন্তান চাই, আমি প্রতিশ্রুতি চাই।

কামনা আসলে সেনসেশন মুক্ত একটি জিনিস। কামনা সব কিছুর উৎস– এর জন্য মারিয়া দেশ ছেড়েছে, নতুন একটি বিশ্ব আবিষ্কার করছে, শিখেছে ফরাসি ভাষা, তারা কুসংস্কার দূর করেছে, খামার করার স্বপ্ন দেখছে, নিজেকে সে নারী বলে ভাবছে কারণ একজন পুরুষ তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

মারিয়া অপর কাঁধ থেকেও পোশাকের বাকি ফিতেটি পিছলে পড়তে দিল। পুরো পোশাকটি খসে গেল গা থেকে। ব্রা মুক্ত করল বক্ষ। তার শরীরের উর্ধ্বাংশ এখন পুরোপুরি উন্মুক্ত। ভাবছে র‍্যালফ এখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা, তাকে স্পর্শ করবে, প্রেমময় কথা বলবে। নাকি কামনার কথা ভেবেই সে যৌন আনন্দ পেতে পারে?

র‍্যালফ প্রথমে নড়ল না। তার চোখে লাজুক একটা ভাব ফুটে উঠতে দেখল মারিয়া। তবে অল্পক্ষণের জন্য। র‍্যালফ তাকিয়ে আছে মারিয়ার দিকে। কল্পনায় দেখল আদর করছে মারিয়াকে। আদর করার মাধ্যম নিজের জিভ। ওরা প্রেম করছে, ঘামে ভিজে জবজবে গা, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে শক্ত বন্ধনে, গোঙাচ্ছে, শীৎকার করছে।

তবে বাস্তব পৃথিবীতে এসব ঘটল না কিছুই। ওরা কিছু বলছে না। নড়ছেও না কেউ। এটা আরও বেশি উত্তেজিত করে তুলল মারিয়াকে। কারণ ও-ও যা খুশি ভাবতে পারছে। ভাবছে র‍্যালফকে সে বলছে ওকে স্পর্শ করার জন্য।

দু'পা মেলে ধরেছে মারিয়া, র‍্যালফের সামনে হস্তমৈথুন করছে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে দারুণ রোমান্টিক সব বুলি আর অশ্লীল যত কথা, যেন ওরা দু'জনে এক এবং একত্রিত; বেশ কয়েকবার রেতঃপাত হলো মারিয়ার।

তার শীৎকার আর গোঙানির চোটে ঘুম ভেঙে গেল প্রতিবেশীদের, জেগে গেল গোটা পৃথিবী। এই তো তার পুরুষ যে তাকে সুখ এবং আনন্দ দিচ্ছে, এর সঙ্গে সে আগের মানুষটি হতে পারে, তাকে বলতে পারে তার সঙ্গে বাকি রাতটুকু কাটাতে পারলে সে কতটা খুশি হবে। কত খুশি হবে যদি সপ্তাহ'র বাকি ক'টা দিন এবং সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

কপাল দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম ঝরতে শুরু করল মারিয়ার। আগুনের উত্তাপে ঘাম হয়েছে শরীরে।

একজন মনে মনে বলল অপরজনকে। পুরুষ এবং নারী উভয়েই তাদের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে, কল্পনা করে তারা বিধ্বস্ত। এখন তাদের বিরতির প্রয়োজন, যদি আরেকটু এগোতে যায়, বাস্তবতার কষাঘাতে এই জাদুটা অদৃশ্য হয়ে যাবে।

খুব ধীরে ধীরে, যেহেতু শুরুর চেয়ে শেষটা সবসময় হয় কঠিন, ব্রা পরল মারিয়া, ঢাকল বুক। পৃথিবী ফিরে এল তার স্বাভাবিক জায়গায়, কোমরের কাছে খসে থাকা পোশাক গায়ে চড়াল মারিয়া, হাসল। খুব আস্তে স্পর্শ করল র‍্যালফের মুখ। র‍্যালফ মারিয়ার হাত চেপে ধরে রাখল গালে। জানে না কতক্ষণ ধরে রাখবে বা কতটা শক্তভাবে।

মারিয়া বলতে চাইল ওকে সে ভালোবাসে। কিন্তু বললে সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। কথাটা র‍্যালফকে ভীত করে তুলতে পারে, তারচে'ও খারাপ ব্যাপার ও-ও বলতে পারে সে-ও মারিয়াকে ভালোবাসে। মারিয়া তা চায় না। ওর ভালোবাসার স্বাধীনতা নির্ভর করছে কিছু জিজ্ঞেস না করা বা কিছু প্রত্যাশা না করার ওপরে।

'ট্রেন এসে গেছে,' বলল মারিয়া। 'আমাদের এখন ভিন্ন রাস্তায় যেতে হবে। আমি হয়তো তোমার এই ভ্রমণে সঙ্গী হতে পারব...কোথায়?'

'জেনেভায়,' জবাব দিল র‍্যালফ।

মারিয়া একটু চুপ করে থেকে বলল, 'একটা কথা বলি?'

'কী?'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি।'

'দুঃখিত, আমি জানি না আমি কী বলছি।'

'আমিও না।'

উঠে পড়ল মারিয়া। চুমু খেল র‍্যালফকে। এবারে নিজেই দরজা খুলল। যদিও ব্রাজিলীয় কুসংস্কার অনুযায়ী বাড়ির মালিক তার অতিথির জন্য খুলে দেবে দরজা।

পরদিন সকালে লেখা মারিয়ার ডায়েরি থেকে :

> *কাল রাতে র‍্যালফ হার্ট যখন আমার দিকে তাকাল, সে একটা দরজা খুলে দিয়েছে চুপিচুপি, যেন সে একটা চোর; কিন্তু ও যখন চলে গেল আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল না কিছুই, রেখে গেল গোলাপের গন্ধ— ও চোর নয়, ও বিয়ের বর, আমাকে দেখতে এসেছে।*
>
> *প্রতিটি মানুষই তার নিজের কামনা-বাসনা-লালসা নিয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে। এ আমাদের ব্যক্তিগত আবেগের একটা অংশ, এবং যদিও এটা একটা আবেগ, এটা মানুষকে দূরে ঠেলে দিতে পারে এবং কাছেও টেনে আনতে পারে এ আবেগ এত তীব্র যে আমার সবকিছুকে প্রভাবিত করে।*
>
> *প্রতিদিন যে সত্য আমার সামনে আসে তাকে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করি। আমি বাস্তববাদী, দক্ষ এবং পেশাদার হবার চেষ্টা করি। তবে আমি কামনাকে আমার সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করতে চাই। কোনও বিধিনিষেধ থেকে নয়, আমার একাকীত্ব কমাতেও নয়, আমি চাই কারণ কামনা ভালো জিনিস। হ্যাঁ, খুব ভালো জিনিস।*



বাইশ

কোপাকাবানায় রেগুলার ভিত্তিতে গড়ে আটত্রিশটি মেয়ে কাজ করে, এদের মধ্যে একমাত্র ফিলিপিনো নিয়াকে মারিয়া তার বন্ধু মনে করে। মেয়েরা ওখানে গড়ে বড়জোর ছয় মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত থাকে। এর মধ্যে হয় তারা বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে যায়, কারও রক্ষিতা হয়ে থাকে, অথবা আর ক্লায়েন্ট টানতে পারে না। সেক্ষেত্রে মিলান তাদেরকে অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নিতে বলে।

এ জন্য মেয়েরা প্রত্যেকের ক্লায়েন্টকে সম্মানের চোখে দেখে এবং কোনও ক্লায়েন্ট কোনও মেয়েকে পছন্দ করে ফেলে বারবার তার কাছে আসতে থাকলে ওই লোককে অন্যরা প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে না। অসৎ হলে তার কপালে খারাবী আছে। সপ্তাখানেক আগে এক কলম্বিয়ান নারী পকেট থেকে ধারাল একটি ব্লেড বের করে যুগোশ্লাভ একটি মেয়ের গ্লাসে ফেলে দিয়ে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল একজন ব্যাংক ম্যানেজার তার নিয়মিত খদ্দের। ওই লোককে যদি যুগোশ্লাভ মেয়েটি প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে তাহলে সে ব্লেড দিয়ে মেয়েটির মুখ চিরে দেবে। যুগোশ্লাভ মেয়েটি বলেছিল ব্যাংক ম্যানেজার যদি স্বইচ্ছায় তার কাছে আসে তাহলে সে না বলতে পারবে না।

সেই রাতে ব্যাংক ম্যানেজার ক্লাবে এলে কলাম্বিয়ান নারী তাকে স্বাগত জানায়। কিন্তু লোকটি তার আহ্বান উপেক্ষা করে চলে যায় যুগোস্লাভ মেয়েটির টেবিলে। তারা পান করে এবং নাচতে শুরু করে। যুগোস্লাভ মেয়েটি নাচতে নাচতে চোখ টেপে কলাম্বিয়ান মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে। যেন বলতে চাইছিল : *দেখলে? ও আমাকে পছন্দ করে!'*

তবে ওই চোখ মারার অর্থ নানারকম হতে পারে : সে আমাকে পছন্দ করেছে কারণ আমি তোমার চেয়ে সুন্দরী, কারণ গত সপ্তায় তার সঙ্গে আমি বিছানায় গেছি এবং সে খুব মজা পেয়েছে আমার বয়স কম বলে। কলাম্বিয়ান মেয়েটি কিছুই বলে না। ঘন্টা দুই পরে যুগোস্লাভ মেয়েটি যখন ফিরে আসে, তারপাশে বসে কলাম্বিয়ান। সে পকেট থেকে ব্লেড বের করে যুগোস্লাভ মেয়েটির কানের নিচে একটা পোচ দেয়। খুব গভীর ছিল না ক্ষত। তবে ওই ছোট্ট দাগটির কথা সারাজীবন মনে থাকবে মেয়েটির। এরপরে দু'জনে শুরু হয়ে যায় হাতাহাতি, রক্তাক্ত হয়ে ওঠে দুই নারী। খদ্দেররা ছুটে পালায় ভয়ে।

পুলিশ এসে কী ঘটেছে জানতে চাইলে যুগোস্লাভ মেয়েটি বলে সে শেলফ থেকে (কোপাকাবানায় কোনও শেলফ নেই। গ্লাস নামাতে গিয়ে গালে আঘাত পেয়েছে। গ্লাস ভেঙে কাঁচ ঢুকে গিয়েছিল গালে। এ হলো নীরবতার আইন। ইতালীয় পতিতারা যাকে বলে ওমের্তা)।

রু ডি বার্নেতে নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই মিটিয়ে ফেলতে হয়, সেখানে আইনের অনুপ্রবেশ চলবে না।

ওমের্তা'র কথা পুলিশ জানে। জানত মেয়েটি মিথ্যা কথা বলছে। তবে তারা এ নিয়ে আর চাপাচাপি করেনি। কারণ কাউকে গ্রেফতার করার পরে তার বিচার করা, তাকে জেলে পোরা, প্রচুর অর্থকড়ি খরচের ব্যাপার। মিলান পুলিশদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলে স্রেফ ভুল বোঝাবুঝির কারণে এমনটি ঘটেছে। অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও নাইটক্লাব মালিকও ঝামেলার সৃষ্টি করে থাকতে পারে।

পুলিশ চলে যাবার পরপর সে মেয়ে দুটিকে বলে তারা যেন আর কোনওদিন তার ক্লাবের ছায়াও না মারায়। শত হলেও, কোপাকাবানা

ফ্যামিলি প্রেস (এ কথাটি হজম করতে কষ্ট হয় মারিয়ার), এর সুনাম সে নষ্ট হতে দেবে না। এখানে কোনও মারামারি চলবে না, কারণ এখানকার প্রথম নিয়মই হলো একজন অপরজনের ক্লায়েন্টকে সম্মান করবে।

ক্লাবে কাকে ঢুকতে দেয়া উচিত আর উচিত নয় সে ব্যাপারে মিলানের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মানুষ চিনতে তার ভুল হয় না। মেয়েরা দেখেছে ভদ্র কাপড় চোপড় পরা মানুষজনকেও মিলান এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছে যে ক্লাব আজ রাতে খালি নেই (যদিও খালি ছিল) এবং পরের রাতেও খালি থাকবে না (এর মানে তোমরা এদিকে আর এসো না।) আবার তারা এও দেখছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখের, সস্তা পোশাক পরা মানুষজনকে মিলান শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে স্বাগত জানাচ্ছে। মেয়েরা বুঝতে পারে না মিলানের মানুষ পছন্দ করার ধরণ বা ক্রাইটিরিয়া। তবে মিলান চেহারা দেখে মানুষ বাছাই করে না। সে বুঝতে পারে কে ভালো কে মন্দ। এবং তার ধারণা সবসময় সঠিক বলে প্রমাণ হয়েছে।

এখানে আসা ক্লায়েন্টদের বেশিরভাগ বিবাহিত, তাদের অনেকেই বড় বড় কোম্পানিতে শীর্ষস্থানীয় পদ দখল করে আছে। কোপাকাবানায় কর্মরত কিছু মহিলা বিবাহিত, তাদের সন্তানও আছে। তারা তাদের সন্তানদের স্কুলের প্যারেন্টস ইভনিং-এ যোগ দেয়, জানে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ হবার ঝুঁকি নেই। বাবাদের কেউ যদি কোপাকাবানায় আসেও, তাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়; এখানে এভাবেই কাজ করে ওমের্তা।

নেতৃত্ব কাজ করে এখানকার মেয়েদের মধ্যে, বন্ধুত্ব নয়। কেউই নিজের সম্পর্কে মুখ খুলতে চায় না। মারিয়ার সঙ্গে তার কলিগদের কথা হয় অল্পই। তবে তাদের মধ্যে কোনও অপরাধবোধ কিংবা দুঃখবোধ লক্ষ করেনি সে। বরং তারা যেন গর্বিত এভাবে লড়াই করে বেঁচে আছে বলে। তারা স্বাধীন এবং আত্মবিশ্বাসী।

এখানে নতুন যারা আসে তাদেরকে বলা হয় কর্মঘন্টার বাইরে যেন কারও আমন্ত্রণ গ্রহণ করা না হয়, খদ্দেরের সব কথা তারা শুনলে তবে নিজেরা কোনও মতামত চাপিয়ে দেবে না, চূড়ান্ত মুহূর্তে শীৎকার এবং

গোঙানি দিতে হবে (মারিয়া শুনেছে সবাই এটা করে তবে প্রথম দিনে তাকে কেউ বলে দেয়নি কী করতে হবে। কারণ এটা তাদের ব্যবসার কৌশল), রাস্তায় পুলিশ দেখলে হ্যালো বলতে হবে, ওয়ার্ক পারমিটের তারিখ যেন অতিক্রান্ত হয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং সে যা করছে তার নৈতিকতা খুঁজতে যাওয়া চলবে না; তারা যা তা-ই মেনে নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

কাজে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মারিয়ার হাতে একখানা বই থাকে। শীঘ্রি সে 'আঁতেল' বলে পরিচিতি পেয়ে যায় দলের মধ্যে। ওরা প্রথমে জানতে চেয়েছিল মারিয়া প্রেমের গল্প পড়ছে কিনা, কিন্তু যখন দেখে মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং খামার গঠনের মত রসকষহীন জিনিস, তারা মারিয়ার ব্যাপারে হারিয়ে ফেলে আগ্রহ।

মারিয়ার যেহেতু নিয়মিত খদ্দের জুটে যায় এবং যেহেতু সে প্রতিরাতে যায় কোপাকাবানায়, এমনকী ক্লাবে ব্যস্ততা না থাকলেও, মারিয়া মিলানের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠে, একই সঙ্গে সহকর্মীরা তাকে ঈর্ষা করতে থাকে।

ওরা বলাবলি করে মারিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দুবিনীত এবং টাকা উপার্জন ছাড়া তার অন্য কোনও চিন্তা নেই– শেষ কথাটা সত্যি। তবে মারিয়ার ইচ্ছে করে ওদেরকে জিজ্ঞেস করতে তারাও কী একই কারণে এখানে আসেনি?

তবে এসব মন্তব্যে খুনোখুনি হবার সম্ভাবনা নেই– সফল একজন ব্যক্তির জন্য এসব মন্তব্য জীবনের অংশ মাত্র। মারিয়ার কাছে এসব গা সওয়া হয়ে গেছে।

মারিয়ার সকাল-সন্ধ্যা জুড়ে মনের মাঝে একটি নামই শুধু গুঞ্জন তোলে– র‍্যালফ হার্ট। নিজেকে তার সুখী মনে হয় অদৃশ্য এক ভালোবাসার ছোঁয়ায়। যদিও ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য তার খানিক আফসোসও হচ্ছে। কারণ সবকিছু হাবাবার একটা ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে এতে। কিন্তু বিনিময়ে যদি কিছু পাবার আশা না করে মারিয়া তাহলে হারাবেই বা কেন? তার মনে পড়ে মিলান যখন বলেছিল র‍্যালফ বিশেষ ক্লায়েন্ট, তার বুক কেমন ধুকপুক করছিল। এর মানে কী?

কোপাকাবানায় বসে লেখা মারিয়ার ডায়েরি :

এখানে আসা নানান কিসিমের মানুষের সঙ্গে মিলিত হবার পরে আমি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। তা হলো সেক্স আসলে মাদকের মতো : এর মাধ্যমে বাস্তবতা থেকে পালিয়ে যাওয়া যায়, ভুলে থাকা যায় সমস্যা, রিল্যাক্স হওয়া যায়। আর সকল মাদকের মতো সেক্সও ক্ষতিকর এবং ধ্বংসাত্মক প্রাকটিস।

কেউ যদি সেক্সের চেহারায় মাদক গ্রহণ করতে চায় সেটা তাদের সমস্যা; ফলাফল কী হবে তা নির্ভর করবে তাদের পছন্দের ওপর।

আমার ক্লায়েন্টরা যাই চিন্তা করুক, আমি মনে করি সেক্স সবসময় প্রাকটিস করার জিনিস নয়। আমাদের সবার মধ্যে একটি ঘড়ি আছে এবং প্রেম করতে চাইলে ঘড়ির দুটো কাঁটাই একই সময়, একই ঘণ্টার দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। তবে এমনটা প্রতিদিন ঘটে না। আপনি যদি কাউকে ভালোবাসেন, তৃপ্তি পাবার জন্য যৌন সঙ্গমের ওপর আপনাকে নির্ভর করতে হবে না। যারা একত্রে বসবাস করে এবং পরস্পরকে ভালোবাসে তাদের ঘড়ির হাত অ্যাডজাস্ট করতে হয় ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে। পৃথিবীতে সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি ঐকান্তিকভাবে যাপন করেন আপনার জীবন, আপনার অভিজ্ঞতা সবসময় আপনাকে তৃপ্তি দেবে, এজন্য সেক্সের প্রয়োজন হবে না। আপনি যখন সেক্স করেন, এটা হলো এক ধরনের প্রাচুর্যতার অনুভূতি, কারণ গ্লাসের মদ পূর্ণ থাকলে তা গ্লাস উপচে পড়বেই, কারণ এটা অনিবার্য, কারণ আপনি জীবনের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন, কারণ ওই মুহূর্তে, শুধুমাত্র ওই মুহূর্তটিতে আপনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণহীন হবার সুযোগ দিচ্ছেন।

বি:দ্র: আমি যা লিখেছি তা আবার পড়লাম। সর্বনাশ! আমি দেখছি সত্যি আঁতেল হয়ে যাচ্ছি!



তেইশ

ডায়েরি লেখার কিছুক্ষণ পরের ঘটনা।

আরেকটি রাতে খদ্দেরের মনোরঞ্জনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে মারিয়া, খুলে গেল কোপাকাবানার দরজা। ভেতরে ঢুকল টেরেন্স, রেকর্ড কোম্পানির এক্সিকিউটিভ, স্পেশাল ক্লায়েন্টদের একজন।

বার-এর পেছনে, মিলানের চেহারা দেখে মনে হলো মিলানের আগমনে খুশি হয়েছে সে। মারিয়া তাকে হতাশ করেনি। ওর মনে পড়ে গেল টেরেন্সের কথাগুলো : যন্ত্রণা, বেদনা এবং প্রচুর সুখ।

'লন্ডন থেকে উড়ে এসেছি আমি শুধুমাত্র তোমাকে দেখার জন্য।' বলল টেরেন্স, 'তোমার কথা বড্ড মনে পড়ছিল।'

হাসল মারিয়া, উৎসাহের ভাব গোপন করে রাখল চেহারায়, নিয়মকানুনের এবারও ধার ধারল না টেরেন্স, মারিয়াকে ড্রিঙ্ক পানের প্রস্তাব দিল না, ধপ বসে পড়ল ওর টেবিলে।

'শিক্ষক যখন কাউকে কিছু আবিষ্কার করতে সাহায্য করেন, শিক্ষকও নতুন কিছু শিখতে পারেন।'

'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি আমি,' বলল মারিয়া, মনে পড়ল র‍্যালফ হার্টের কথা। এসময় র‍্যালফের কথা মনে পড়ায় বিব্রতবোধ করল।

সে এখন আরেকজন ক্লায়েন্টের সঙ্গে আছে, যাকে সে সম্মান করবে এবং ক্লায়েন্টকে খুশি করার জন্য যা যা প্রয়োজন সব করবে মারিয়া।

'যাবে আমার সঙ্গে?'

আবার এক হাজার ফ্রাঁ'র আহ্বান। এক লুকানো বিশ্ব, মারিয়ার বস্ লক্ষ্য করছে ওকে। মারিয়া ইচ্ছে করলেই অগ্রাহ্য করতে পারে যে কাউকে। ব্রাজিলে ফিরে যাবার দিন-তারিখ ঠিক হয়ে গেছে।

'আপনার কি তাড়া আছে?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

টেরেন্স জবাব দিল 'না,' জানতে চাইল মারিয়া কী করবে?

'আমি আমার পছন্দের ড্রিঙ্কটা পান করব, নাচব।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল টেরেন্স। তারপর শেষে মারিয়াকে একটি ড্রিঙ্ক কিনে দিল। নাচল ওর সঙ্গে, তারপর ডাকল ট্যাক্সি। নগরীর একই হোটেলে যাওয়ার পথে পুরো টাকা শোধ করে দিল টেরেন্স। ভেতরে ঢুকল ওরা। ইটালিয়ান পটারকে ডাক দিল আগের দিনের মত। তারপর সেই একই স্যুইটে প্রবেশ করল যেখানে থেকে নদী দেখা যায় পরিষ্কার।

উঠে পড়ল টেরেন্স, পকেট থেকে বের করল লাইটার। মারিয়া লক্ষ করল ঘরে ডজনখানেক মোম জ্বলছে। টেরেন্স মোমবাতিগুলো জ্বালাতে লাগল।

'তুমি কী জানতে চাও বলো? আমি কেন এরকম? যদি ভুল না হয় তাহলে বলব সেদিন সন্ধ্যাটা দু'জনে বেশ উপভোগ করেছিলাম। তুমি কি জানতে চাও তুমিও এসব পছন্দ করো কেন?'

'আমি ব্রাজিলের একটা কুসংস্কার নিয়ে ভাবছিলাম। ওখানকার লোকে বলে একই দেশলাই'র কাঠি দিয়ে তিনটের বেশি জিনিস জ্বালাতে নেই। আপনি এই কুসংস্কারকে পাত্তা দিচ্ছেন না।'

মারিয়ার মন্তব্য অগ্রাহ্য করল টেরেন্স।

'তুমি আমার মতো। তুমি এখানে হাজার ফ্রাঁ'র লোভে আসনি, এসেছ অপরাধবোধ এবং নির্ভরশীলতার বোধ থেকে, এসেছ কারণ তোমার মধ্যে নানান কমপ্লেক্স কাজ করে এবং তুমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছ। এটা ভালো বা মন্দ কিছুই নয়, এ হলো মানব-প্রকৃতি।'

টেরেন্স রিমোট কন্ট্রোল নিয়ে একের পর এক টিভি চ্যানেল বদলাতে লাগল। থামল টিভির খবরে এসে। উদ্বাস্তুদের ছবি দেখাচ্ছে। যুদ্ধ এড়াতে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে তারা।

'দেখলে তো? তুমি ওই অনুষ্ঠানগুলো কখনও দেখেছ যেখানে মানুষজন সবার সামনে তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কথা বলে? তুমি কখনও সংবাদপত্র অফিসে গিয়ে হেডলাইন দেখেছ? বিশ্ব কষ্ট এবং যন্ত্রণা উপভোগ করে। আমরা যেভাবে এসব দেখি তার মধ্যে লুকিয়ে আছে নিষ্ঠুরতা বা স্যাডিজম, আর উপসংহারে আছে ম্যাসোকিজম। তবু আমরা মানুষের ট্রাজেডি দেখি এবং কখনও কখনও তাদের দুঃখে সমব্যথী হই।'

টেরেন্স দুটি গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল। বন্ধ করে দিল টেলিভিশন এবং জ্বালাতে লাগল মোমবাতি।

'যা বললাম আমি। এ হলো মানুষের অবস্থা। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হবার পর থেকে আমরা হয় কষ্ট সয়ে আসছি অথবা মানুষকে কষ্ট দিচ্ছি কিংবা অন্যের কষ্ট দেখছি। এ আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।'

বাইরে থেকে ভেসে এল বজ্রপাতের শব্দ বিদ্যুতের ঝিলিক সহ; প্রচণ্ড ঝড় আসছে।

'কিন্তু আমি এটা পারব না,' বলল মারিয়া। 'আপনি আমার প্রভু আর আমি আপনার ক্রীতদাসী, এমন ভান আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। কষ্ট দেখার জন্য আমাদের 'নাটক' করার দরকার নেই।'

মোমবাতি জ্বালানো শেষ। একটা মোম নিয়ে টেবিলের মাঝখানে রাখল টেরেন্স। তারপর আরও শ্যাম্পেনে ভরে দিল গ্লাস। পরিবেশন করল ক্যাভিয়ার। মারিয়া দ্রুত মদ গিলছে, ভাবছে ব্যাগে রাখা হাজার ফ্রাঁ'র কথা, ভাবছে এই অচেনা মানুষটার কথা যে একই সঙ্গে তাকে মোহিত এবং ভীত করে তুলেছে এবং ভাবছে কীভাবে নিজের ভয় নিয়ন্ত্রণ করবে। মারিয়ার মনে হচ্ছে এ লোকের সঙ্গে রাতগুলো কখনও একরকম হবে না।

'বসো।'

কর্তৃত্বপরায়ণ কণ্ঠ ভেসে এল। আদেশ পালন করল মারিয়া, তার শরীরে উত্তাপের একটা ঢেউ উঠল।

'এটা নাটক। আমি এ নাটকে অংশ নেব।'

মারিয়া আরও শ্যাম্পেন চাইল। টেরেন্স ভদকা নিয়ে এল। সেই সঙ্গে ক্যাভিয়ার।

বোতল খুলল টেরেন্স। মারিয়া একাই অল্প বিস্তর পান করছে। শুনছে বজ্রপাতের শব্দ। সবকিছু যেন মুহূর্তটিকে যথার্থ করে তুলতে পাকাচ্ছে ষড়যন্ত্র; যেন আকাশ এবং পৃথিবীর শক্তিও তাদের ভয়ঙ্কর দিকটির প্রদর্শনী করছে।

একটু বাদে ওয়ার্ডরোব খুলে ছোট একটি সুটকেস বের করল টেরেন্স। রাখল বিছানায়।

'নোড়ো না।'

নিশ্চল বসে রইল মারিয়া। সুটকেস খুলল টেরেন্স। বের করল এক জোড়া ধাতব হ্যান্ডকাফ।

'পা ফাঁক করে বসো।'

হুকুম তামিল করল মারিয়া। টেরেন্স ওর দুই পায়ের ফাঁকে তাকাল। দেখছে কালো প্যান্টি, লম্বা মোজা, ছাল ছাড়ানো কলা গাছের মত মসৃণ উরু। কল্পনায় হয়তো মারিয়ার যোনিদেশের লোমও দেখতে পাচ্ছে।

'উঠে দাঁড়াও!'

লাফ মেরে চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো মারিয়া। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। পান করা বেশিই হয়ে গেছে। টলছে মাথা।

'আমার দিকে তাকিয়ো না। মাথা নামাও, তোমার প্রভুর প্রতি সম্মান দেখাও!'

মাথা নিচু করার আগে মারিয়া দেখতে পেল সুটকেস থেকে একটি চাবুক বের করেছে টেরেন্স। বাতাসে একবার চাবুক কষাল সে। সাঁই করে শব্দ হলো।

'পান করো। মাথা নিচু করে পান করো।'

আরেক গ্লাস মদ খেল মারিয়া। এক, দুই, তিন গ্লাস ভদকা। এটা নাটক নয়, বাস্তবতা; নিয়ন্ত্রণ মারিয়ার হাতের বাইরে চলে গেছে। নিজেকে স্রেফ

একটা বস্তু বলে মনে হচ্ছে ওর, তবু নিজেকে স্বাধীন লাগছে মারিয়ার। সে আর শিক্ষক নয়, সে শিক্ষক নয় বলে উপদেশ দিচ্ছে না, সান্ত্বনা দিচ্ছে না, স্বীকারোক্তি শুনছে না; এই লোকটির আশ্চর্য শক্তির সামনে সে ব্রাজিলের প্রত্যন্ত মফস্বলের একটি অসহায় মেয়ে মাত্র।

'কাপড় খোলো।'

ঝট্ করে এল আদেশ। মাথা নিচু রেখে পোশাকের বোতাম খুলতে লাগল মারিয়া। পোশাকটা ঝপ্ করে পড়ে গেল মাটিতে।

'তুমি ঠিকমত আচরণ করছ না, নিশ্চয় জানো।'

শূন্যে আবার সাঁই করে বাতাস কাটল চাবুক।

মারিয়া হাঁটু গেড়ে বসতে যাচ্ছিল, চাবুকের বাড়ি খেয়ে ককিয়ে উঠল। ওর নগ্ন নিতম্বে বাড়ি মেরেছে চাবুক। জ্বলছে। তবে আশা করা যায় কোনও দাগ পড়েনি।

'তোমাকে আমি হাঁটু মুড়ে বসতে বলেছি?'

'না।'

চাবুক আবার আছড়ে পড়ল নিতম্বে।

'বলো, "না, স্যার।"

আবার দংশনের জ্বালা। এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের জন্য মারিয়ার মনে হলো হয় ওকে এটা এখন থামাতে হবে কিংবা চালিয়ে যেতে দিতে হবে। তবে টাকার জন্য নয়, বরং প্রথমবার সে যা বলেছিল তার ওপর ভিত্তি করে। ও বলেছিল যখন সীমানা ছাড়িয়ে যাবে তুমি শুধু তখনই জানতে পারবে নিজেকে।'

আর এটা নতুন একটা বিষয়, একটা অ্যাডভেঞ্চার। সে চালিয়ে যাবে কিনা তা পরে ঠিক করা যাবে। তবে এ মুহূর্তে তাকে সেই মেয়েটি হতে হবে যার জীবনের লক্ষ্য তিনটিঃ যে শরীর বেচে পেট চালায়, যার সঙ্গে এমন এক লোকের পরিচয় হয়েছে যে ফায়ার প্লেসের সামনে মজার মজার গল্প বলতে পারে। এখানে মারিয়া কিছু না, আর কিছু না বা কেউ না মানে সে যা কল্পনাও করেনি তা হতে পারা।

'বাকি পোশাকগুলোও খুলে ফেলো। ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হেঁটে যাও। আমি তোমাকে দেখব।'

আবার নির্দেশ পালন করল মারিয়া, মাথা নিচু করে, একটিও বাক্য বিনিময় না করে। টেরেন্স ওকে দেখছে, তার গায়ে এখনও পুরো পোশাক। এ যেন সে লোক নয় যে ক্লাব থেকে হোটেলে ফেরার পথে বকবক করেছে মারিয়ার সঙ্গে। এ যেন ইউলিসিস, যে এসেছে লন্ডন থেকে, একজন থেসিয়াস, আগমন ঘটেছে স্বর্গ হতে, একজন কিডন্যাপার যে বিশ্বের সবচে' নিরাপদ নগরীর ওপর হামলা চালিয়েছে, এবং যার হৃদয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শীতল।

মারিয়া তার আদেশ পালন করল। একে একে খুলে ফেলল প্যান্টি ও ব্রা। আবার সাঁই শব্দ উঠল বাতাসে। তবে এবারে চাবুক স্পর্শ করল না মারিয়ার গা।

'মাথা নিচু করে রাখো! তুমি এখানে অপমান ও নির্যাতন সইতে এসেছ, আমার প্রতিটি কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে এসেছ, বুঝতে পেরেছ আমার কথা?'

'জ্বী, স্যার।'

টেরেন্স খামচে ধরল মারিয়ার হাত, কব্জিতে পরিয়ে দিল হ্যান্ডকাফ।

'তোমাকে আচ্ছা একটা ধোলাই দেয়া হবে। তাহলে শিখতে পারবে কীভাবে আচরণ করতে হয়।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মারিয়ার নিতম্বে চড় মারল টেরেন্স। মারিয়া ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

'আচ্ছা, নালিশ জানাচ্ছ? আমি তো এখন পর্যন্ত শুরুই করিনি।'

মারিয়া কিছু বুঝে ওঠার আগেই টেরেন্স ওর মুখে চামড়ার একটা পট্টি ঢুকিয়ে দিল। তবে কথা বলতে পারবে মারিয়া। অন্তত 'হলুদ' এবং 'লাল' বলতে পারবে। তবে ও বুঝতে পারছে এ লোকটার হাতেই এখন তার নিয়তি নির্ভর করছে। এ ওকে নিয়ে যা খুশি করতে পারবে, পালাবার পথ নেই। সম্পূর্ণ নগ্ন মারিয়া, মুখে চামড়ার পট্টি, হাতে হাতকড়া, তার শিরায় রক্তের বদলে যেন প্রবাহিত হচ্ছে ভদকা।

আবার থাপ্পর পড়ল পাছায়।

'হাঁটো।'

হাঁটা ধরল মারিয়া। সেই সঙ্গে মান্য করে গেল নির্দেশ : 'থামো; 'ডানে ঘোরো,' 'বসো,' 'পা ফাঁক করো।' বারবার ওকে চড় কষাতে লাগল টেরেন্স, থাপ্পর খাওয়ার মতো অপরাধ মারিয়া করুক বা না-ই করুক। প্রতিটি থাপ্পরে জ্বালা ধরল গায়ে, অপমানও লাগছে– অপমানটা শারীরিক যন্ত্রণার চেয়েও বেশি– মনে হচ্ছে ও যেন এ জগতে নেই, চলে গেছে অন্য দুনিয়ায়, যেখানে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই, এ যেন এক ধর্মীয় অনুভূতি; সেলফ-অ্যানাইহিলেশন, সাবজেকশন, এবং ইগো বা আত্ম-অহমিকার সম্পূর্ণ ধ্বংস, যেখানে নেই কামনা-বাসনা কিংবা কোনও ইচ্ছা শক্তি। ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে মারিয়া, একই সঙ্গে প্রবল যৌন ক্ষুধা জাগছে ওর, কিন্তু বুঝতে পারছে না কী করবে।

'আবার হাঁটু গেড়ে বসো!'

সারাক্ষণ মাথা নিচু করে আছে মারিয়া নির্দেশ মান্য করতে গিয়ে তা-ই বুঝতে পারছে না ঠিক কী ঘটছে। তবে অপর ব্রহ্মাণ্ডে, অপর গ্রহে সে দেখতে পাচ্ছে লোকটা ঘনঘন শ্বাস ফেলছে, তাকে সপাং সপাং মেরে চলেছে বেত, ওদিকে বল ও শক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠছে মারিয়া। তার লাজ-লজ্জা সব চলে গেছে, নিজের তৃপ্তি প্রদর্শনে দ্বিধা করছে না; সে এবার গোঙাতে শুরু করল, আকুতি জানাচ্ছে টেরেন্স যেন ওকে স্পর্শ করে, বদলে লোকটা ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল বিছানায়।

জোর করে মারিয়ার দু'পা ফাঁক করল টেরেন্স– বেঁধে ফেলল খাটের সঙ্গে। হাতকড়া বাঁধা হাত জোড়া শরীরের পেছনে, পা ছড়ানো, মুখে পট্টি গোঁজা, টেরেন্স কখন ওর শরীরে প্রবেশ করবে? ও কি দেখতে পাচ্ছে না প্রস্তুত হয়ে আছে মারিয়া, টেরেন্সের সেবা করতে চায় সে, মারিয়া তো টেরেন্সের ক্রীতদাসী, সে তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে।

মারিয়ার যোনিতে চাবুকের হাতল রাখল টেরেন্স। তারপর ওপরে-নিচে ঘষতে লাগল। ওর ভগাঙ্কুর স্পর্শ করা মাত্র নিজের ওপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ

হারিয়ে ফেলল মারিয়া। ডজন ডজন পুরুষ এতদিন যা করতে পারেনি, আজ চাবুকের হাতলের ঘষায় তা ঘটল। রেতঃপাত হলো মারিয়ার। যোনির ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট দিয়ে ভলভল করে বেরিয়ে আসতে লাগল আঠালো, সাদা রস। আলোর একটা বিস্ফোরণ ঘটল মারিয়ার চোখের সামনে, মনে হলো আত্মার কালো গহ্বরে ঢুকে পড়েছে সে, যেখানে তীব্র যন্ত্রণা এবং ভয় প্রচণ্ড যৌনতৃপ্তির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে, তাকে চেনা সমস্ত সীমারেখা থেকে ঠেলে বের করে নিয়ে আসছে, শীৎকার দিল মারিয়া, চিৎকার করল, তবে মুখে চামড়ার পট্টি ঢোকানো বলে বেরুল না শব্দ। সুখে আকুল হয়ে মোচড় খেতে লাগল বিছানায়, হাতকড়ায় টান খেয়ে ছিলে গেল হাতের চামড়া। ওর যোনিতে যেন রাগরসের বান ডেকেছে। প্রচণ্ড সুখে মূর্ছা যাবার দশা হলো মারিয়ার, বারবার ঝাঁকি খাচ্ছে শরীর। টেরেন্সের হাত চালনা আরও দ্রুত হয়ে উঠল ঠাটিয়ে শক্ত হয়ে ওঠা লাল টকটকে ভগাঙ্কুরে। শুধু যোনি থেকে নয়, রেতঃপাত যেন হলো মারিয়ার মুখ, প্রতিটি লোম কূপ, চোখ এবং ত্বক থেকেও।

একটা ঘোরের মধ্যে যেন প্রবেশ ঘটেছিল মারিয়ার। আস্তে আস্তে, খুব ধীরে ধীরে ফিরে এল সে নিজের মধ্যে। দুই পায়ের ফাঁকে কোনও চাবুক এখন নেই। তার যোনির লোম রসে ভেজা, মাথার চুল ঘামে ভেজা, টের পেল নরম হাতে ওর কব্জি থেকে খুলে ফেলা হচ্ছে হ্যান্ডকাফ, চামড়ার রশি বাঁধা গোড়ালিও হলো মুক্ত।

বিছানায় শুয়ে রইল মারিয়া। নিজেকে কেমন বিভ্রান্ত লাগছে। সামনের লোকটার দিকে তাকাতে লজ্জা লাগছে। লজ্জা লাগছে রেতঃপাতের জন্য, চিৎকার করার জন্য। টেরেন্স মারিয়ার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, সেও নিশ্বাস ফেলছে ঘনঘন, তবে মূল তৃপ্তিটা পেয়েছে মারিয়া, উল্লাসের মুহূর্তগুলো বিন্দুমাত্র উপভোগ করার সুযোগ হয়নি টেরেন্সের।

টেরেন্সের গায়ে পুরো পোশাক। সে জড়িয়ে ধরে রেখেছে মারিয়াকে চিৎকার করে, নির্দেশ দিয়ে দিয়ে বিধ্বস্ত। মারিয়া বুঝতে পারছে না কী

বলবে, তবে নিজেকে নিরাপদ এবং প্রোটেক্টেড মনে হচ্ছে, কারণ টেরেন্স মারিয়াকে তার শরীরের ভেতরে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেছে যার কথা আগে জানা ছিল না মারিয়ার। টেরেন্স এখন তার রক্ষা কর্তা এবং প্রভু।

কাঁদতে শুরু করল মারিয়া। ওর কান্না থামা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরে থাকল টেরেন্স।

'তুমি আমার কী করেছ?' অশ্রু সজল কণ্ঠে প্রশ্ন করল মারিয়া।

'আমাকে যা করতে বলেছ।'

মারিয়া টেরেন্সের দিকে তাকাল। ওকে সাংঘাতিকভাবে কামনা করছে সে।

'আমি তোমাকে কোনওরকম জোর করিনি কিংবা কিছু করতে বাধ্যও করিনি, তুমি 'হলুদ' শব্দটিও উচ্চারণ করনি। তুমি শুধু আমাকে শক্তিটা দিয়েছ। আমার তরফ থেকে কোনও বিধিনিষেধ কিংবা ব্ল্যাকমেইল ছিল না, ছিল শুধু তোমার ইচ্ছা; তুমি হয়তো আমার দাসী হয়েছ আর আমি তোমার প্রভু, তবে আমার একমাত্র শক্তি ছিল তোমাকে তোমার স্বাধীনতার রাস্তায় ঠেলে দেয়া।'

মারিয়া নিজের মধ্যে পূর্ণ শক্তির একটা ফল্গুধারা টের পাচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার হয়নি?'

'না,' জবাব দিল টেরেন্স। 'প্রভু এখানে এসেছে দাসীকে চালাতে। দাসীর তৃপ্তিই প্রভুর আনন্দ।' একটু থেমে সে যোগ করল, 'তোমার যখন ইচ্ছা চলে যেতে পার।'

'আমি চলে যেতে চাই না, আমি বুঝতে চাই।'

'বোঝাবুঝির কিছু নেই।'

বিছানা ছাড়ল মারিয়া। তার নগ্ন দেহে ফুটে আছে অপূর্ব এক সৌন্দর্য্য। সে দুটো গ্লাসে মদ ঢালল। ধরাল একজোড়া সিগারেট। একটা দিল টেরেন্সকে– এখন যেন পাল্টে গেছে দৃশ্যপট– সে এখন কর্ত্রী হয়েও সেবা করছে ক্রীতদাসের, দাস তাকে যে তৃপ্তি দিয়েছে সে জন্য পুরস্কৃত করছে।

'আমি জামাকাপড় পরেই চলে যাব। তার আগে একটু কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে।'

'কথা বলার কিছু নেই। আমি এটাই চেয়েছিলাম। তুমি দারুণ দেখিয়েছ। আমার এখন খুব ক্লান্ত লাগছে। কাল লন্ডন ফিরব।'

বিছানায় শুয়ে পরল টেরেন্স। বুজল চোখ। মারিয়া বুঝতে পারছে না যুবক ঘুমের ভান করছে কিনা। তবে গ্রাহ্য করল না ও। চুপচাপ, অলস ভঙ্গিতে টেনে চলল সিগারেট, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে মদের গ্লাসে। জানালার ধারে গেল মারিয়া। কাঁচে চেপে ধরল মুখ। তাকাল লেকের অপর প্রান্তে। মনে মনে আশা করল কেউ যেন লেকের তীর থেকে ওকে দেখতে পায়– নগ্ন, পরিপূর্ণ, তৃপ্ত, আত্মবিশ্বাসী।

কাপড় পরে নিল মারিয়া। বিদায়ও জানাল না। সে দরজা খুলবে নাকি টেরেন্স তা নিয়েও ভাবিত হলো না। কারণ ও ঠিক জানে না আবার এখানে ফিরবে কিনা।

দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনল টেরেন্স। অপেক্ষা করল দেখতে মারিয়া ফিরে আসে কিনা। কিছু একটা ফেলে গেছে হয়তো ফিরবে এই অজুহাতে। কিন্তু ফিরল না মারিয়া। কিছুক্ষণ পরে বিছানায় উঠে বসল টেরেন্স। আরেকটা সিগারেট ধরাল।

মেয়েটার একটা স্টাইল আছে, ভাবল সে। ওকে ইচ্ছা মত বেত মেরেছে। একটুও প্রতিবাদ করেনি। অপরকে বেত মেরে যৌনতৃপ্তি পাবার এই পদ্ধতিকে বলে স্যাডোম্যাসোকিজম। এ ধরনের অভিজ্ঞতার স্বাদ এর আগেও নিয়েছে টেরেন্স। তার বিখ্যাত ইংরেজ গায়িকা স্ত্রীকে ধরে সে মারত। মারত ঈর্ষা এবং হিংসা থেকে। মেয়েটা ভালোবাসত টেরেন্সকে। বুঝতে পারত না টেরেন্স কেন তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছে।

একবার এক মিউজিশিয়ান স্টুডিওতে একটি বই ফেলে রেখে যায়। বইটির নাম Venus in Furs। লেখক লিওপোল্ড ভন শাচার-মালোচ। বইটি পড়ার পরে টেরেন্স নিজেকে ভালোভাবে বুঝতে শুরু করে।

বইয়ের একটি পাতায় ছিল :

'অপূর্ব সুন্দরী নারীটি তার সমস্ত জামা কাপড় খুলে ফেলে নগ্ন হয়ে গেল। হাতে তুলে নিল চাবুক। 'তুমিই এটা চেয়েছ,' বলল সে। 'কাজেই

তোমাকে আমি চাবকাবো।' 'ওহ্, ইয়েস' গুঙিয়ে উঠল তার প্রেমিক, 'প্লিজ, মারো।'

টেরেন্সের স্ত্রী স্টুডিও'র গ্লাস স্ক্রীনের অপর পাশে দাঁড়িয়ে রিহার্সাল দিচ্ছিল। টেরেন্স ভাবছিল তার স্ত্রীর সঙ্গে পিয়ানোবাদকের প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক রয়েছে। বুঝতে পারছিল স্ত্রী তাকে পাগল করে তুলেছে।

টেরেন্স সুদর্শন, সফল একজন মানুষ। তবু স্যাডিস্ট জীবন কেন তার পছন্দ?

কারণ এরকম জীবন সে চেয়েছে। সে কষ্ট পেতে চেয়েছে কারণ জীবন খুব বেশি সাজানো গোছানো হয়ে উঠেছিল তার জন্য, আর এত কিছু পাবার যোগ্য সে ছিল না– টাকা, সম্মান, খ্যাতি। সে টের পাচ্ছিল তার ক্যারিয়ার তাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যেখানে সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে হবে। আর এ বিষয়টি ভীত করে তোলে তাকে। কারণ বহু মানুষকে উঁচু থেকে ধপাশ করে পপাত ধরণীতল হতে দেখেছে টেরেন্স।

বইটা পড়ে ফেলেছিল টেরেন্স। বেদনা এবং তৃপ্তির রহস্যময় সম্পৃক্ততা নিয়ে যত বই চোখে পড়েছে, সব পড়ত সে। সে ভিডিও ভাড়া করে আনত, বই আনত। কিন্তু স্ত্রীকে দেখতে দিত না। স্ত্রী জানতে চাইত এগুলো কী। সে কী অসুস্থ? টেরেন্স জবাব দিত 'না'। সে নতুন একটি গ্রন্থের করার জন্য গবেষণা করছে। তারপর আবেগশূন্য গলায় বলেছিল :

'আমরা বিষয়টা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

তারা কাজটা করেছে। ভীরু বক্ষে। পর্নো দোকান থেকে আনা ম্যানুয়েল ব্যবহার করেছে। ক্রমে নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে তারা, পৌছে যায় বিপজ্জনক সীমায়, অনুভব করে তাদের দাম্পত্য বন্ধন যেন দৃঢ়তর হচ্ছে। তারা যেন নিষিদ্ধ, গোপন একটি কাজ করছিল।

তাদের যৌন অভিজ্ঞতা রূপ নেয় শিল্প কলায়; তারা নতুন আউটফিট তৈরি করে– চামড়ার সঙ্গে ধাতব যন্ত্র। তার স্ত্রী পায়ে বুট, সাসপেন্ডার বেল্ট নিয়ে, চাবুক হাতে যখন মঞ্চে উঠত, উন্মাদ হয়ে যেত দর্শক। তার স্ত্রীর

নতুন রেকর্ড ইংল্যান্ডের চার্টে শীর্ষে উঠে যায় এবং জয় করে বাকি ইউরোপ। টেরেন্স অবাক হয়ে যায় দেখে তরুণরা ব্যক্তিগত ফ্যান্টাসি কত স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করছে।

চাবুক হয়ে ওঠে দলটির লোগো। চাবুকের ছবি নিয়ে বাজারে হু হু করে বিক্রি হতে থাকে টি-শার্ট, স্টিকার, পোস্টকার্ড এবং নকল উল্কি।

টেরেন্সের স্ত্রী জানে তার স্বামী কী উদ্দেশে জেনেভা এসেছে। সে বাধা দেয়নি। বরং খুশিই হয়েছে ভেবে যে সারা সপ্তা কঠোর পরিশ্রমের পরে মানুষটা একটু আমোদস্ফূর্তি করতে পারবে।

যে মেয়েটি এইমাত্র ঘর থেকে চলে গেল সে সব বুঝতে পেরেছে। টেরেন্সের মনে হচ্ছে মেয়েটির আত্মা আর তার আত্মা যেন খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। তবে মেয়েটির প্রেমে পড়তে প্রস্তুত নয় তার মন। কারণ টেরেন্স তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। তবে টেরেন্সের ভাবতে ভালো লাগছে সে মুক্ত এবং নতুন সম্পর্কের স্বপ্ন দেখতে পারছে।

টেরেন্স মেয়েটিকে নিয়ে আরও এক্সপেরিমেন্ট করবে, এবারে আরও কঠিন স্টেজে পা দেবে : মেয়েটি হবে সাচার-মালোচ-এর 'ভেনাস ইন ফারস'-এর ডোমিনাট্রিক্স, দ্য মিস্ট্রেস।' যে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করে। যদি এ পরীক্ষায় পাশ করে যায় মেয়েটি, টেরেন্স তার জন্য হৃদয় খুলে দিতে প্রস্তুত।'

মারিয়ার ডায়েরি থেকে, ড্রাগের প্রভাবে এখনও মাতাল!

> *আমার যখন হারাবার কিছু ছিল না তখন আমার সব ছিল। যখন আমি কে তা অনুসন্ধানের চেষ্টা থেকে বিরত হলাম, তখন নিজেকে খুঁজে পেলাম।*
>
> *যখন ব্যথা-বেদনা-অপমানের সমস্ত অভিজ্ঞতা আমার হলো, আমি ছিলাম মুক্ত। জানি না আমি অসুস্থ কিনা, এটা স্বপ্ন কিনা কিংবা এটা একবারই ঘটেছে কিনা। আমি জানি এটা ছাড়াই বাঁচতে পারব। কিন্তু আমি এটা আবার*

করতে চাই, চাই এক্সপেরিমেন্টের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে, আরও সামনে এগোতে।

শারীরিক ব্যথা কতটা পাব এ নিয়ে আমি ভীত ছিলাম। তবে খুব বেশি বেদনা পাইনি। বহু মাস পরে যখন আমার রাগ মোচন ঘটল, (যদিও বহু পুরুষ আমার শরীরটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেও বিন্দুমাত্র সুখ দিতে পারেনি), আমার তখন মনে হয়েছিল– সত্যি এটা ঘটছে? ঈশ্বর মানুষের মুক্তির জন্য তাদের বেদনা উৎসর্গ করতে বলেছেন। তবে মানুষের মুক্তির ব্যাপারে বা তার কিংবা আমার মুক্তির ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ ছিল না। আমি শুধু ওখানে ছিলাম, ব্যস।

সেক্স-এর শিল্প হলো নিয়ন্ত্রিত সমর্পণের শিল্প।

চব্বিশ

এবারে কল্পনায় নয়, সত্যি ট্রেন স্টেশনে এসেছে মারিয়া র‍্যালফের সঙ্গে। মারিয়ার অনুরোধে আসতে হয়েছে। সে পিজ্জা খাবে। গত পরশু এ শহরে এসেছে র‍্যালফ মারিয়ার সঙ্গে দেখা করবে বলে। তবে মারিয়া র‍্যালফের কথা ভাবছে না। চিন্তা-ভাবনা করার আরও চিত্তাকর্ষক বিষয় পেয়ে গেছে সে।

মারিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে পিজ্জা খাচ্ছে র‍্যালফ। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না খুব একটা মজা পাচ্ছে। মারিয়া ভাবছে এ লোককে নিয়ে এখন সে কী করবে? ক্লাবে এসে র‍্যালফ যখন মারিয়াকে ড্রিঙ্ক করার প্রস্তাব দিল, মারিয়া চিন্তা করেছে বলে দেয় সে এ ব্যাপারে আগ্রহী নয়, অন্য কাউকে যেন খুঁজে নেয় র‍্যালফ। আগের রাতের অভিজ্ঞতার কথা বলার জন্য কাউকে প্রয়োজন ছিল মারিয়ার।

'স্পেশাল ক্লায়েন্ট'দের সেবা করেছে এমন দু'একজন পতিতার সঙ্গে মারিয়া কথা বলার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু এরা কেউই তাদের অভিজ্ঞতার কথা মারিয়াকে বলবে না। কারণ মারিয়া বুদ্ধিমতী, দ্রুত শিখে নিতে পারার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার, কোপাকাবানায় সে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যত পুরুষকে চেনে মারিয়া, একমাত্র র‍্যালফ হার্টই তাকে বুঝতে পারে।

মিলান তাকেও 'স্পেশাল ক্লায়েন্ট' হিসেবে ধরে নিয়েছে। কিন্তু র‍্যালফ এমন প্রেমময় দৃষ্টিতে তাকায় মারিয়ার দিকে, সবকিছু কেমন গুবলেট হয়ে যায়।

'তুমি বেদনা, যন্ত্রণা এবং তৃপ্তির ব্যাপারে কতটুকু জান?' নিজের চিন্তা বাদ দিয়ে জিজ্ঞেস করে বসল মারিয়া।

পিজ্জা খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল র‍্যালফের।

'সবকিছু। তবে এসব এখন আমাকে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট করে না।'

চটজলদি জবাব এল। অবাক হলো মারিয়া। তা হলে কী সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে কিছুই জানে না? এটা কেমন পৃথিবী?

'আমি আমার ভেতরের দানব এবং অন্ধকার দিকগুলোর সঙ্গে লড়াই করেছি,' বলল র‍্যালফ। 'শুধু ওই এলাকা নয় আরও অনেক এলাকা নিয়ে গভীরভাবে ভাবার চেষ্টা করেছি। শেষ যেবার মিলিত হলাম আমরা, আমি কামনার মাঝ দিয়ে ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম আমার সীমারেখা, তবে বেদনা নয়। আমি প্রবেশ করেছিলাম আমার আত্মার গভীরে এবং আমি জানি আমি এখনও ভালো জিনিস চাই, এই জীবন থেকে আরও ভালো জিনিস।'

র‍্যালফ আসলে বলতে চেয়েছে, 'এসব ভালো জিনিসের মধ্যে তুমিও আছো। কাজেই ওই রাস্তায় যেয়ো না, প্লিজ।' কিন্তু বলার সাহস হলো না; বদলে একটা ট্যাক্সি ডাকল, ড্রাইভারকে বলল ওদেরকে লেকের তীরে নিয়ে যেতে, যেখানে প্রথম দিন সাক্ষাতের পরে ঘুরে বেরিয়েছিল দু'জনে। অনুরোধের অর্থ বুঝতে পারল মারিয়া তবে বলল না কিছুই।

লেকের বাগানের ধারে চলে এল ওরা। এখনও গ্রীষ্ম চলছে, তবে সাঁঝ ঘনালেই ঠাণ্ডা পড়ে।

'আমরা এখানে কী করছি?' ট্যাক্সি থেকে নামল মারিয়া। 'বাতাস বইছে। ঠাণ্ডা লেগে যাবে আমার।'

'তুমি ট্রেন স্টেশনে বেদনা এবং তৃপ্তি নিয়ে যা বলেছ ওই কথাগুলো নিয়ে ভাবছি আমি। জুতো খুলে ফেলো।'

মারিয়ার মনে পড়ে যায় একবার এক খদ্দের একই অনুরোধ করেছিল তাকে। স্রেফ মারিয়ার নগ্ন পা দেখেই পুরুষাঙ্গ উত্থিত হয়ে গিয়েছিল তার।

'বললাম তো ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'যা বললাম করো,' গোঁ ধরে রইল র‍্যালফ। 'ঠাণ্ডা লাগবে না। আমার কথা বিশ্বাস করো। আমিও তো তোমার কথা বিশ্বাস করছি।

যে কোনও কারণেই হোক, মারিয়া বুঝতে পারল র‍্যালফ তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার কোনও সাহায্যের দরকার নেই। মারিয়া নিজের নতুন পৃথিবী নিয়ে সন্তুষ্ট। এ পৃথিবী থেকে সে শিখেছে বেদনা বা কষ্ট কোনও সমস্যা নয়। ব্রাজিলের কথা মনে পড়ে যায় ওর। ভিন্ন পৃথিবী শেয়ার করার মত কোনও পার্টনার ওখানে হয়তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। ব্রাজিল যেহেতু তার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, মারিয়া খুলে ফেলল জুতো। মোজা ভেদ করে ছোট নুড়ি পাথরের খোঁচা লাগল পায়ের পাতায়। এতে কিছু এসে যায় না। নতুন মোজা কিনে নেবে মারিয়া।

'জ্যাকেট খোলো।'

'না' বলতে পারত মারিয়া, কিন্তু গত রাত থেকে যেহেতু 'হ্যাঁ' বলার আনন্দ উপভোগ করছে তাই বিনাবাক্যব্যয়ে খুলে ফেলল জ্যাকেট। ওর উষ্ণ শরীরে দ্রুত জেঁকে ধরতে লাগল শীত।

'আমরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলব।'

'আমি এখানে হাঁটতে পারব না। মাটি বোঝাই পাথর।'

'আমি চাই তুমি এ পাথরের স্পর্শ নাও। চাই ওগুলো তোমাকে ব্যথা দিক, ছিলে যাক চামড়া, কারণ আমার মত তুমিও কষ্টের সঙ্গে তৃপ্তিকে মেলাতে শুরু করেছ।'

কিছু না বলে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল মারিয়া, ঠাণ্ডায় আগুন ধরে গেল পায়ের পাতায়, নুড়ির খোঁচা লাগছে চামড়ায়। র‍্যালফ পাশে বকবক করছে কিন্তু ব্যথা এবং ঠাণ্ডায় তার কথায় মনোযোগ দিতে পারছে না মারিয়া।

'তোমার হাতে একটা কালশিটে দাগ দেখলাম আজ।' হঠাৎ বলল র‍্যালফ। হ্যান্ডকাফের দাগ। দাগটা ঢাকার জন্য হাতে অনেকগুলো ব্রেসলেট পরেছে মারিয়া, কিন্তু র‍্যালফের অভিজ্ঞ চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব হয়নি।

'তোমার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা তোমাকে ওই ধাপের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমি তোমাকে বাধা দেব না, তবে তোমার জানা উচিত এর কোনও কিছুর সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক নেই।'

'কোন্ ধাপ?'

'বেদনা এবং তৃপ্তি, স্যাডিজম এবং ম্যাসোকিজম। যে নামে খুশি তুমি একে সম্বোধন করতে পার, তবে তুমি যদি মনে করো এটাই তোমার সঠিক রাস্তা, কষ্ট পাব আমি, আমি স্মরণ করব কামনার সেই অনুভূতি, আমাদের সাক্ষাৎ, সান্তিয়াগোর রাস্তায় দু'জনে মিলে হাঁটা, তোমার আলোর কথা। তোমার দেয়া কলমটি সারা জীবন আগলে রাখব আমি, এবং যতবার অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বালাব, তোমার কথা মনে পড়বে আমার। তবে তোমার খোঁজে আসব না আর কোনদিন।'

ভয় পেল মারিয়া; অনুভব করল ওকে সত্য বলার এখনই সময়, সে ওর চেয়ে ভালো জানে এরকম ভান না করা।

'সম্প্রতি যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে– আসলে বলা উচিত গত রাতে– এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। আর ভাবলেই ভীত হয়ে উঠি যে নিজের সম্মান নিজেই নষ্ট করছি আমি।'

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে মারিয়ার– দাঁতে দাঁত ঠকঠক বাড়ি খাচ্ছে, পা ব্যথায় বিষ।

'কুমানো নামের একটি জায়গায় আমার ছবির প্রদর্শনী চলছিল, অনেকের সঙ্গে এক কাঠুরেও এসেছিল প্রদর্শনীতে।' বলে চলল র‍্যালফ যেন মারিয়ার কথা শুনতে পায়নি। 'আমার ছবি পছন্দ হয়নি তার, তবে আমি কী অনুভব করছি কিংবা আমার অভিজ্ঞতা সবই যেন সে ওই ছবি দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল। পরদিন সে আমার হোটেলে এসে জানতে চায় আমি সুখী কিনা। যদি সুখী হই তাহলে যা করছি তাই যেন চালিয়ে যাই। আর যদি সুখী না হই তাহলে তার সঙ্গে যেন কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসি।

'কাঠুরে আমাকে পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করেছিল যেভাবে আজ তোমাকে আমি বাধ্য করছি। ঠাণ্ডা কী জিনিস টের পাইয়ে দিয়েছিল সে আমাকে। কষ্টের সৌন্দর্য বুঝতে বাধ্য করেছিল। তবে ওই বেদনা ছিল প্রকৃতি সৃষ্ট, মনুষ্য সৃষ্ট নয়। সে বলেছিল এর নাম *শু-গেন-দো*, একটি সুপ্রাচীন প্রাকটিস।

কাঠুরে আমাকে বলেছিল ব্যথা বেদনা যেন আমি না ডরাই, তাহলে আত্মার ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা যাবে, তাছাড়া শরীরকেও মনের দাস বানাতে শিখতে হবে। সে আমাকে বলে ভুল রাস্তায় আমি যন্ত্রণার ব্যবহার করছি। এবং এটা ঠিক হচ্ছে না মোটেই।

'এই অশিক্ষিত আমি নিজেকে যতটা না জানি তারচেও বেশি চিনে ফেলেছিল। এতে বিরক্তবোধ করি আমি তবে একই সঙ্গে এ ভেবেও গর্ববোধ হচ্ছিল, আমি যা ভাবছি তা আমার ছবি যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ।'

মারিয়ার পায়ে ধারাল একখণ্ড পাথর ঢুকে গেল। তবে ভয়ানক ঠাণ্ডার জন্য ব্যথাটা প্রায় টেরই পেল না। তার শরীর অসাড় হয়ে আসছে। তার কাটা পা ধাক্কা খেল আরেকটা পাথরে। চিৎকার করে উঠল মারিয়া। তার ইচ্ছে করল থেমে দাঁড়ায়। কিন্তু নিজের সম্মান হানির ভয়ে থামল না। সে নগ্ন পায়ে আরও অনেকখানি রাস্তা হাঁটতে পারবে, এতে তার জান যাবে না। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল মারিয়ার : কেমন হয় কাল রাতে যদি সে আহত পায়ের জন্য কোপাকাবানায় যেতে না পারে। অথবা জ্বরে যদি সে আক্রান্ত হয়ে পড়ে? মনে পড়ল খদ্দেরদের কথা যারা তাকে আশা করছে, মিলানের কথা যে তাকে খুব বিশ্বাস করে, টাকা, খামার, বাবা মা'র কথা। কিন্তু পায়ের প্রচণ্ড ব্যথা এসব চিন্তা ঝেঁটিয়ে দূর করে দিল। মারিয়া শরীরের ওজন এক পা থেকে আরেক পায়ে বদল করতে লাগল। আশা করল র‍্যালফ হার্ট তার করুণ অবস্থার কথা বুঝতে পেরে তাকে থামতে বলবে এবং পায়ে জুতো গলাবার সুযোগ পাবে মারিয়া।

কিন্তু র‍্যালফকে একদম আলাদা একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছে, বহু দূরের, মারিয়া দাঁতে দাঁত চেপে এককদম এগোল। তারপর আরেক কদম।

তীব্র ব্যথায় অন্য কিছু ভাবতে পারছে না মারিয়া। সে হাঁটা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন সময় অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো : ও ওর সীমায় পৌঁছে গেছে, এর পরে শুধু শূন্যতা, যেখানে মারিয়া ভাসছে।

মারিয়ার চারপাশটা কেমন স্বপ্নময় হয়ে ওঠে : স্বল্প আলোকিত বাগান, কালো হ্রদের জল, পাশে হাঁটা নীরব যুবক, মাঝে মাঝে হাঁটতে বেরুনো

দম্পতি দর্শন, তারা লক্ষ করছে না নগ্ন পায়ের রক্তাক্ত মারিয়াকে। মারিয়া জানে না এটা ঠাণ্ডা নাকি ব্যথার জন্য হলো, হঠাৎ শরীরের সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে ফেলে সে, এমন এক পরিবেশে প্রবেশ করে যেখানে কামনা বা ভয় নেই। শুধু আছে রহস্যময়– একে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে মারিয়া– রহস্যময় শান্তি। ব্যথার বাধা ওর জন্য আর কোনও প্রতিবন্ধকতা নয়।

এরপরে মারিয়ার যেটুকু মনে পড়ে তাহলো র‍্যালফ তাকে সিধে হতে সাহায্য করছিল (কারণ মারিয়া হাঁটু ভেঙে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে), তার গা মুড়ে দেয় জ্যাকেটে। মারিয়া নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এতে অবশ্য কিছু আসে যায় না; সে সুখী, সে ভয় পায়নি সে ভয়কে করেছে জয়। র‍্যালফের সামনে নিজেকে ছোট হতে দেয়নি মারিয়া।

পঁচিশ

মিনিটগুলো পরিণত হলো ঘন্টায়। র‍্যালফ হার্টের বাহুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল মারিয়া। জেগে দেখে এখনও রাত। ও একটা ঘরে শুয়ে আছে। ঘরের এক কোণে একটি টিভি। এ ছাড়া কিছু নেই। সাদা ধবধবে দেয়াল।

গরম চকোলেটের কাপ হাতে উদয় হলো র‍্যালফ।

'তোমার যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছ,' বলল সে।

'আমি চকোলেট খাবো না,' বলল মারিয়া। 'আমার দরকার মদ। আমি নিচে গিয়ে ফায়ার প্লেসের সামনে বসব। আমাদের চারপাশে থাকবে শুধু বই।'

পায়ের দিকে তাকাল মারিয়া। সামান্য কেটে গেছে পা, এছাড়া কয়েক জায়গায় চামড়া উঠে লাল হয়ে আছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিচে নামল মারিয়া। অগ্নিকুণ্ডের সামনে কার্পেটে বসল। এখানে বসতে ভালো লাগে ওর। নিজের বাড়ি বলে মনে হয়।

র‍্যালফ হাতে বড়সড় একটা ফাইল নিয়ে এগিয়ে এল মারিয়ার দিকে। ভেতরে অনেক ছবি।

'বেশ্যাবৃত্তির ইতিহাস তুমি জানতে চেয়েছিলে।'

হ্যাঁ, জানতে চেয়েছিল মারিয়া। কিন্তু তখন তো স্রেফ আলাপচারিতা চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এ ইতিহাস জানতে চেয়েছে সে। এখন আর এটা ওর কাছে কোনও গুরুত্ব বহন করছে না।

'লোকে বলে পতিতাবৃত্তি হলো বিশ্বের প্রাচীনতম পেশা। তবে এর একটা ইতিহাস অবশ্যই আছে,' বলল র‍্যালফ।

'এ ছবিগুলো কীসের?'

র‍্যালফের কথায় মনোযোগ নেই মারিয়ার। ব্যাপারটা হতাশ করে তুলল তাকে। তবে হতাশ ভাবটা গোপন করল সে।

'এগুলো আমি গবেষণা করার সময় সংগ্রহ করেছি।'

'এ ব্যাপারটা আজ থাক। এ নিয়ে আরেকদিন কথা বলা যাবে। আমার বেদনা কী তা বোঝা দরকার।'

'গতকাল বেদনার অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার এবং আবিষ্কার করেছ এর মধ্যে মিশে আছে আনন্দ। আজও এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় তোমাকে দিয়েছে শান্তি। তাই তো তোমাকে বলি : এ ব্যাপারটিতে অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না। কারণ এই নেশায় জড়িয়ে পড়া খুব সহজ; এ অত্যন্ত শক্তিশালী মাদক। যন্ত্রণা বা বেদনা যখন তার আসল চেহারা দেখায় তখন তা রীতিমত ভীতিকর হয়ে ওঠে। কিন্তু উৎসর্গের ছদ্মবেশে এলে যন্ত্রণা হয়ে ওঠে মনোহর। আমরা একে যতই অগ্রাহ্য করি না কেন মানুষ সবসময়ই যন্ত্রণা পেতে ভালোবাসে, একে জীবনের অংশ করে নেয়।

'আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। কেউ সেধে কষ্ট পেতে চায় না।'

'তুমি যদি মনে কর দুঃখ-কষ্ট ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবে, সেটা তো বিরাট ব্যাপার। তবে ভেবো না অন্য মানুষ তোমাকে বুঝতে পারবে। এ কথা সত্যি সেধে কেউ কষ্ট বা যন্ত্রণা পেতে চায় না, তবু প্রায় প্রত্যেকেই বেদনা খুঁজে বেড়ায়, তারপর মনে করে তাদের সঙ্গে ন্যায় বিচার করা হয়েছে। গড, এ নিয়ে এখনই মাথা ঘামাতে যেয়ো না। তোমার জানা উচিত পৃথিবী কেবল আনন্দের খোঁজে ঘুরে বেড়ায় না, আত্মত্যাগ বা আত্মোৎসর্গই হলো আসল বিষয়।

'সৈনিক কি শত্রু হত্যা করার জন্য যুদ্ধে যায়? না, সে তার দেশের জন্য জান কোরবান করতে যুদ্ধে যায়। স্ত্রী কি স্বামীকে দেখাতে চায় সে কতটা সুখী? না, সে দেখাতে চায় সে কতটা পতি-অন্ত প্রাণ, স্বামীকে সুখী করতে নিজে কত কষ্ট সহ্য করছে। স্বামী কি কাজে যায় ব্যক্তিগত পছন্দগুলো

মিটানোর আশায়? না, সে পরিবারের মঙ্গলের জন্য শরীরের ঘাম ছোটায়। এভাবেই চলছে সব কিছু; পুত্র তার বাবা-মাকে সুখী করতে নিজের স্বপ্ন জলাঞ্জলি দেয়, বাবা মা সন্তানকে খুশি নিজেদের জীবন দিয়ে দেন; বেদনা এবং শুধু একটি জিনিসের যথার্থতা প্রমাণের জন্য ব্যবহার করা হয় : প্রেম।

'চুপ করো।'

চুপ করে গেল র‍্যালফ। বিষয় পরিবর্তন করার মোক্ষম সময় এটা। সে মারিয়াকে একের পর এক ছবি দেখাতে লাগল। সেই সঙ্গে কথা বলে গেল :

'পতিতাবৃত্তির ইতিহাস একটি নয়, দুটো। প্রথমটির কথা সবাই জানে, তোমার মতই এর গল্প; সুন্দরী কোনও তরুণী বিশেষ কারণে এ পেশা বেছে নেয়, মনে করে শুধু শরীর বিক্রি করেই সে টিকে থাকতে পারবে। কেউ দেশ শাসন করে, যেমনটি মেসালিনা করতেন রোমে, কেউ কিংবদন্তীতে পরিণত হন, যেমন মাদাম দু ব্যারী, কেউ স্রেফ রোমাঞ্চের নেশায় এ কাজ করতে গিয়ে ডেকে আনেন দুর্ভাগ্য, যেমন মাতাহারি। তবে বেশিরভাগের জীবনে কোনও উজ্জ্বল অধ্যায় থাকে না, তারা কখনও বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও হয় না। তারা খোঁজে খ্যাতি, স্বামী, রোমাঞ্চ কিন্তু ভিন্ন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়, তারা এ জীবনে একসময় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তারা সবকিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আছে ভাবলেও শেষতক কিছুই করতে পারে না।

'শিল্পীরা তিন হাজারেরও বেশি বছর ধরে তৈরি করছেন স্থাপত্য, আঁকছেন ছবি, লিখছেন বই। পতিতারাও প্রায় একই সময় ধরে পতিতাবৃত্তি করে আসছে। কিন্তু তাদের কোনও কিছুর তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। তুমি বিস্তারিত জানতে চাও?'

মাথা ঝাঁকাল মারিয়া। বেদনার স্বরূপ বুঝতে তার কিছু সময়ের দরকার। যদিও তার শরীর ব্যথায় বিষ হয়ে আছে।

'পতিতাবৃত্তির কথা ক্লাসিকাল কিছু টেক্সটে আছে, মিশরীয় হিয়ারোগ্লিফসে আছে, সুমেরিয়ান লেখায় তাদের বর্ণনা পাওয়া যায়, রয়েছে ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টে। তবে পেশাটি সংগঠিত হতে শুরু করে মাত্র খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে, গ্রীক শাসক সোলন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বেশ্যালয় স্থাপন করেন এবং

'চামড়ার ব্যবসা'র ওপরে কর ধার্য করতে থাকেন। এখেনীয় ব্যবসায়ীরা এতে খুশি হয়। কারণ পতিতাবৃত্তি এক সময় নিষিদ্ধ ছিল, পরে এটা বৈধতা পায়। কাকে কত কর দিতে হবে এ নিয়ে পতিতাদের মধ্যেও শ্রেণী বিন্যাস ঘটে।

'সবচে' সস্তা পতিতা ছিল *পোরনাই*, এরা ছিল বাড়ির মালিকদের ক্রীতদাস। এরপরে *পেরিপাটেটিকা*, রাস্তা থেকে খদ্দের তুলে নিত এরা। আর সবশেষ ছিল *হেটারিয়া*, এরা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের এবং দামী পতিতা। ব্যবসায়ীদের সফরসঙ্গী হতো তারা, দামী রেস্টুরেন্টে খেত, প্রয়োজনে তার খদ্দেরকে পরামর্শও দিত, তারা নগরীর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গেও জড়িত ছিল। এরকম ঘটনা এখনও ঘটছে।

'মধ্য যুগে, যৌন রোগের কারণে...' থেমে গেল র‍্যালফ।

'আমার কথা তুমি শুনছ না মনে হচ্ছে।'

'আমি এসব কথা জানি,' বলল মারিয়া। 'তাই শুনতে ইচ্ছা করছে না। শুনলে মন খারাপ হয়। তুমি বলেছিলে আরেক ধরনের পতিতাবৃত্তির ইতিহাস আছে।'

'এ ইতিহাস পুরো এর বিপরীত : পবিত্র পতিতাবৃত্তি।'

হঠাৎ যেন ঝাঁকি খেয়ে জেগে উঠল মারিয়া। পবিত্র পতিতাবৃত্তি? শরীর বিক্রি করে অর্থ উপার্জন, তার মধ্যেও পবিত্রতা?

'গ্রীক ইতিহাসবিদ হেরোডটাস, বেবিলোনিয়া সম্পর্কে লিখেছেন : 'এখানে অদ্ভুত একটি প্রথা রয়েছে, যা সুমেরিয়ায় জন্ম নেয়া প্রতিটি নারী মেনে চলে, অন্তত জীবনে একবারের জন্য হলেও। তাহলো তারা দেবী ইশতার-এর মন্দিরে যায় এবং অচেনা কোনও মানুষকে দেহদান করে। এ হলো আতিথেয়তার প্রতীক এবং প্রতীকী মূল্য।

'গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ছিল দেবী ইশতার এর প্রভাব। সুদূর সার্ডিনিয়া সিসিলি এবং ভূ-মধ্যসাগরের বন্দরে পরবর্তীতে, রোমান সাম্রাজ্যের সময় আরেক দেবী, ভাস্তা, সম্পূর্ণ কুমারীত্ব অথবা আত্মসমর্পণ দাবি করেন। পবিত্র আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্য নারীরা কাজ করত মন্দিরে। তারা তরুণ এবং

রাজাদের যৌনতার পথে নিয়ে আসে। তারা যৌন উদ্দীপক স্তোত্র গাইত।

র‍্যালফ মারিয়াকে প্রাচীন একটি কবিতা দেখাল। জার্মান ভাষায় লেখা। তবে মারিয়াকে সে প্রতিটি লাইন ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনাল :

When I am sitting at the door of a tavern
I, Ishtar, the godes.
Am Prostitute, mother, wife, divinits.
I am what People call life
Although you call it death.
I am what people call Law.
Although you call it Deliuehcy
I am what you seck
And what you find
I am what you Scattered
And the Pieces you now gather up.

মারিয়া কাঁদতে শুরু করল। ফুঁপিয়ে কাঁদছে। হেসে উঠল র‍্যালফ হার্ট। তার শক্তি আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে। জ্বলতে শুরু করেছে 'আলো'। গল্পটা বলে যাবার সিদ্ধান্ত নিল সে।

'কেউ জানে না পবিত্র পতিতাবৃত্তি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল কেন। কারণ এর বয়স খুব বেশিদিন ছিল না। বড় জোর দুই শতক। হয়তো রোগের কারণে অথবা সমাজ পরিবর্তনই এর জন্য দায়ী। সমাজের সঙ্গে ধর্মেরও তো পরিবর্তন ঘটে। যা হোক, এর এখন আর অস্তিত্ব নেই, কখনও এর আবির্ভাবও ঘটবে না। এখন পুরুষ শাসন করে বিশ্ব, পতিতাবৃত্তি এখন কলঙ্ক বলে বিবেচিত।'

'কাল একবার কোপাকাবানায় আসতে পারবে?'

মারিয়ার এ প্রশ্নের কারণ বুঝতে পারল না র‍্যালফ। তবে সে যাবে বলল।

মারিয়ার ডায়েরি থেকে, জেনেভার জার্ডিন অ্যাংগলেইস এ নগ্ন পদে হাঁটার রাতের পরে লেখা :

আমাকে এটা পবিত্র করে তুলছে কী করছে না তা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি যা করছি তা আমি ঘৃণা করি এটা আমার আত্মা ধ্বংস করে দিচ্ছে, নিজেকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, শেখাচ্ছে কষ্ট একটা পুরস্কার, টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা যায়।

আমার চারপাশে যারা আছে তাদের কেউই সুখী নয়। ক্লায়েন্টরা পয়সা দিয়ে বিনোদন কেনে, তবে তাদেরকে আমি সুখী দেখি না। নারীরা জানে তাদেরকে কিছু বিক্রি করতে হবে। তারা তৃপ্তি বিক্রি করে। আমি অত্যন্ত অসুখী এবং অতৃপ্ত একজন মানুষ।

কিন্তু আমার কিছু করার নেই। শুধু ভান করতে পারি সবকিছু ঠিক আছে। কিন্তু এটা আমি ভুলে যেতে চাই। আমি ভালোবাসতে চাই– ব্যস, এই-ই। আমি ভালোবাসতে চাই।



ছাব্বিশ

এটা পুরুষটির বাড়ি নয়। এটা মেয়েটির বাড়ি নয়। এটা ব্রাজিল কিংবা সুইটজারল্যান্ড নয়। এটা একটা হোটেল। আর এ হোটেল পৃথিবীর যে কোনও জায়গায় থাকতে পারে। সুসজ্জিত, আর দশটা হোটেল রুমের মতোই। পারিবারিক একটা আবহ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এতে।

তবে এ হোটেল দিয়ে লেকের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যায় না, এ হোটেল বেদনা, কষ্ট এবং উল্লাসের স্মৃতির অনুরণন তোলে না মনে। এ হোটেল দিয়ে সান্তিয়াগো যাবার রাস্তা দেখা যায়। যে রাস্তার পাশের ক্যাফেতে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, একে অপরের 'আলো' আবিষ্কার করে, কথা বলে, বন্ধু হয়, প্রেমে পড়ে।

এখন বৃষ্টি হচ্ছে। রাতের এ সময়টাতে কেউ ওখানে হাঁটছে না, ওই রাস্তায়। এখন আলো বন্ধ করে দাও। টেনে দাও ঘরের দরজা।

মেয়েটি পুরুষটিকে বলল কাপড় খুলতে। সে নিজেও নগ্ন হলো। অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিল নারী, সে কোথাও থেকে ভেসে আসা আলোয় পুরুষটির কাঠামো দেখতে পাচ্ছে, শেষ বার যখন তারা এই উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছিল মেয়েটি তখন আংশিক নগ্ন হয়েছিল।

মেয়েটি একজোড়া ভাঁজ করা রুমাল নিল। ধোয়া রুমাল দুটো, এতে সাবান বা পারফিউমের গন্ধ লেগে নেই। সে পুরুষটির কাছে এগিয়ে গেল। তাকে বলল চোখে রুমাল বেঁধে নিতে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল পুরুষ। মেয়েটি বলল সে নিকষ আঁধার চায়। এখন তার পালা পুরুষটিকে কিছু শেখাবে, যেভাবে গতকাল সে বেদনা নিয়ে শিখিয়েছে। পুরুষটি চোখে বেঁধে নিল রুমাল। মেয়েটিও একই কাজ করল। এখন বিন্দুমাত্র আলোর চিহ্ন নেই: কালিগোলা আঁধারে ডুবে গেছে তারা, হাতে হাত ধরে বিছানার দিকে এগোল দু'জনে।

'না, আমরা বিছানায় শোব না। মুখোমুখি বসে কথা বলব। তবে এবারে একটু কাছাকাছি হয়ে বসব যাতে আমার হাঁটু স্পর্শ করে তোমার হাঁটু।'

নারীটি সবসময় এ কাজটি করতে চেয়েছে, কিন্তু সবচে' যে জিনিসটি দরকার তা-ই তার ছিল না; সময়। প্রথম বয়ফ্রেন্ড কিংবা প্রথম পুরুষ যে তার শরীরে প্রবেশ করেছিল, কারও জন্যই এই সময়টা ছিল না। এমনকী সময় ছিল না সেই আরবের জন্য যিনি তাকে এক হাজার ফ্রাঁ দিয়েছিলেন। সময় ছিল না অসংখ্য সেই পুরুষদের জন্য যারা তারা শরীরটাকে ইচ্ছে মত ছানাছানি করেছে, তারা কখনও নিজেদের কথা ভেবেছে, কখনও মেয়েটির কথা চিন্তা করেছে, কখনও রোমান্টিক স্বপ্ন দেখেছে।

মেয়েটি তার ডায়েরির কথা ভাবে। সে চাইছে দিনগুলো দ্রুত পার হয়ে যাক, এজন্য সে নিজেকে তুলে দিচ্ছে পুরুষটির কাছে, কারণ তার প্রেমের আলো লুকিয়ে আছে এখানে।

মেয়েটি ভাবছে : আমার সামনে যে পুরুষটি বসে আছে তাকে আমি ভালোবাসি। কারণ তার ওপর আমি অধিকার ফলাতে যাই না সে-ও আমার ওপর কর্তৃত্ব করতে আসে না। আমরা যে যার কাছে মুক্ত।

মেয়েটি অন্যান্য পতিতাদের কথা ভাবে যারা তার সঙ্গে কাজ করে। সে তার মা এবং বন্ধুদের কথা ভাবে। তাদের সবার বিশ্বাস পুরুষ একদিনে শুধু এগারো মিনিটের জন্য কামনা করে, এবং এই এগারো মিনিটের জন্য তারা পয়সা খরচ করে। তবে তাদের এই বিশ্বাস বা ধারণা সঠিক নয়; পুরুষ

একই সঙ্গে নারীও, সে-ও কাউকে খোঁজে, তার জীবন অর্থবহ করে তুলতে চায়।

তার মাও কি বাবার সঙ্গে সঙ্গমকালে তৃপ্ত হবার ভান করেন? নাকি ব্রাজিলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেক্সে তৃপ্ত হওয়া এখনও নিষিদ্ধ? সে জীবন এবং প্রেম সম্পর্কে এত কম জানে! তবে চোখে রুমাল বাঁধা অবস্থায় সে যেন এই মুহূর্তে জগতের সবকিছুর উৎপত্তি আবিষ্কার করছে এবং সে যেভাবে শুরু করতে চেয়েছে সেভাবেই যেন শুরু হচ্ছে সবকিছু।

পতিতা, ক্লায়েন্ট, মা এবং বাবার কথা ভুলে যাও। সে এখন গাঢ় আঁধারে। সে সারা বিকেল ভেবেছে এ লোককে সে কী দেবে যে তার সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছে এবং বুঝতে শিখিয়েছে যন্ত্রণার চেয়ে সুখের সন্ধান অনেক বেশি জরুরি।

নারী ভাবছে : আমাকে স্পর্শ করার সুখ তাকে আমি দেব। আমি লক্ষ করেছি আমাকে কিছু শেখাতে পারলে সে অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করে। কাজেই ওকে আমি শেখাতে দেব, আমাকে গাইড করতে দেব। আমি জানতে চাই আত্মা, পেনিট্রেশন, অর্গাজম ইত্যাদি ছাড়াই কীভাবে একজনের শরীরের কাছে যাওয়া যায়।

নারী তার হাত বাড়িয়ে দিল। পুরুষকেও বলল একই কাজ করতে। ফিসফিস করে কিছু বলল, সে। বলল আজ রাতে, এই নো-ম্যানস-ল্যান্ডে সে চায় পুরুষ তার ত্বক আবিষ্কার করুক, আবিষ্কার করুক তার মাঝের সীমানা এবং পৃথিবী। সে তাকে স্পর্শ করতে বলে, হাত দিয়ে তাকে অনুভব করতে বলে, কারণ আত্মা যখন ব্যর্থ হয় তখনও শরীর পরস্পরকে বুঝতে পারে। সে তাকে স্পর্শ করতে শুরু করল। পুরুষটিও স্পর্শ করছে তাকে। তবে যেন আগেই চুক্তি হয়েছে এভাবে তারা পরস্পরের শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গগুলো স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকবে।

পুরুষটির হাত স্পর্শ করল নারীর মুখ। নারী তার হাতে কালির গন্ধ পেল, যে গন্ধ থাকবে সারা জীবন এমনকী সে যদি হাজারবার তার হাত ধোয়, তবুও। এ গন্ধটা ছিল যখন সে জন্মগ্রহণ করেছে তখন থেকে, যখন

সে প্রথম বৃক্ষ দেখে, দেখে তার বাড়ি এবং স্বপ্নে ওগুলো আঁকার সিদ্ধান্ত নেয়। পুরুষও হয়তো নারীটির হাত থেকে কোনও গন্ধ নিচ্ছে। তবে নারীটি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয়, কারণ এ মুহূর্তে শরীরটাই সবচে' প্রধান হয়ে উঠেছে, বাকি সব নীরবতা।

নারীটি ক্রমাগত আদর করে যেতে লাগল। সারারাত সে কাটিয়ে দিতে পারে এভাবেই, কারণ এটা এমন আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা যার জন্য সেক্স করার প্রয়োজন হয় না, আর যেহেতু সেক্স করতে কোনও বিধিনিষেধ নেই, নারী তার দু'পায়ের মাঝে উত্তাপ অনুভব করতে শুরু করে। এবং সে জানে তার যোনির ভেতরটা রসে সিক্ত হয়ে উঠেছে। পুরুষ যখন ওখানটাতে স্পর্শ করবে, সে এটা আবিষ্কার করবে এবং নারী জানে না এটা খারাপ হবে না ভালো, তার শরীর তো এভাবেই সাড়া দিচ্ছে, তার ইচ্ছে নেই পুরুষকে বলে এখানে বা ওখানে আস্তে বা দ্রুত হাত দিতে।

পুরুষটির হাত এখন নারীটির বগল স্পর্শ করছে। নারীর হাতের রোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে, তার ইচ্ছে করল পুরুষটির হাত সরিয়ে দেয়। কিন্তু স্পর্শটা ভালো লাগছে তার। যদিও সে এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করছে। নারী একই জিনিস করল পুরুষটির ক্ষেত্রে। তার বগলে হাত চালিয়ে দিল।

পুরুষের আঙুল ঘুরে বেড়াচ্ছে নারীর বক্ষযুগলে। নারী চাইছে দ্রুততর হোক আঙুল চালনা, স্পর্শ করুক তার স্তনবৃন্ত, কারণ তার চিন্তা চেতনা পুরুষের হাতের চেয়েও দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। সম্ভবত এটা জানে পুরুষ তাই ওখানে হাত নিয়ে যেতে সময় নিচ্ছে।

নারীর স্তনের বোঁটা এখন পাথরের মতো শক্ত। পুরুষ স্তন নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করল, সুড়সুড়ি লাগল নারীর, আরও বেশি উত্তেজনা বোধ করল সে, আরও বেশি ভিজে গেল যোনি। পুরুষের হাত এখন তার মসৃণ পেটে, তারপর নেমে এল পায়ে, পায়ের পাতায়, ঘোরাঘুরি করতে লাগল উরু এবং হাঁটুর নিচে। নারীর শরীরের উত্তাপ টের পাচ্ছে পুরুষ, বুঝতে পারছে কতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে নারী। পুরুষটির হাতের ছোঁয়া নরম, হালকা।

একই কাজ করছে নারীও। তার হাত যেন ভেসে বেড়াচ্ছে পুরুষটির অঙ্গে, তার পায়ের লোম স্পর্শ করছে, যৌনাঙ্গের এলাকায় পৌঁছে সে টের পেল কতটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পুরুষটি। তারপর হঠাৎ, যেন হঠাৎ করেই নারীটি ফিরে পেয়েছে তার কুমারীত্ব, যেন এই প্রথম স্পর্শ করছে কোনও পুরুষ শরীর, সে ছুঁয়ে ফেলল তার পুরুষাঙ্গ। সে যা কল্পনা করেছিল এখনও অতটা শক্ত হয়ে ওঠে নি লিঙ্গ, হতে পারে পুরুষের উদ্রিত হতে আরও সময়ের প্রয়োজন।

পুরুষাঙ্গ ধরে আদর শুরু করল নারী। যেন কুমারী কোনও মেয়ে এই প্রথম ওটা আবিষ্কার করছে। সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া জানাল পুরুষ। নারীর নরম হাতের মধ্যে ওটা ফুঁসতে লাগল, আকারে ক্রমে বড় হচ্ছে, ওটাকে জোরে চাপ দিল নারী, এখন জানে কোথায় কোথায় স্পর্শ করতে হবে। ওপরের থেকে নিচে বেশি। হস্তমৈথুনের ভঙ্গিতে সে হাত ওপর নিচ করছে। এখন পুরুষ উত্তেজিত, ভয়ানক উত্তেজিত। সে নারীর যোনি ঠোঁট স্পর্শ করল, খুব আস্তে। নারীর ইচ্ছে করল বলে পুরুষ যেন আরও জোরে ঘষতে থাকে, তার যোনির ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় আঙুল। কিন্তু পুরুষ তা করল না। সে ঘষতে থাকল ভগাঙ্কুর। যোনির রাগ রসে ভিজে সপসপ করছে ওটা। তাকে এমনভাবে স্পর্শ করছে যেভাবে নারী স্বমেহনের সময় তার যোনি নিয়ে করে।

পুরুষের একটি হাত ফিরে এল নারীর বুকে; দারুণ লাগছে। চাইল পুরুষ এখন তাকে জড়িয়ে ধরুক। কিন্তু না, তারা এখন শরীর আবিষ্কার করছে, তাদের হাতে সময়, তাদের প্রচুর সময়ের দরকার। তারা ইচ্ছে করলে এখন প্রেম করতে পারে; বরং এটাই হবে পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজ, কিন্তু নারী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। সে সব কিছু নষ্ট করে দিতে চায় না। প্রথম রাতে কীভাবে তারা মদ পান করেছিল, স্মরণ করল নারী, কেমন ধীরে ধীরে মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

সে পুরুষটিকে মদের মতো আস্তে আস্তে পান করতে চায়। তারপর সে সস্তা মদের কথা ভুলে যাবে যে মদ আপনাকে মাতাল করে এবং আপনাকে ছেড়ে চলে যায় মাথাব্যথা এবং হৃদয়ে শূন্যতা রেখে।

থেমে গেল নারী। গোঙাচ্ছে পুরুষ, তারও গোঙানি আসছিল। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সে। তার শরীর ফুটে তাপ বেরুচ্ছে। একই জিনিস নিশ্চয় পুরুষের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। নারী রাগমোচন হতে দিল না। কিন্তু এভাবেই সে চেয়েছে, মাঝপথে থেমে যেতে।

সে আস্তে আস্তে নিজের চোখ থেকে খুলে ফেলল রুমাল, পুরুষেরটিও খুলল। জ্বেলে দিল বেডসাইড ল্যাম্প। ওরা দুজনেই নগ্ন : তারা হাসছে না, স্রেফ তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে। আমি ভালোবাসা, আমি সঙ্গীত, ভাবল নারী। চলো নাচি।

কিন্তু নারী কিছু বলল না। ছুতোনাতা বিষয় নিয়ে কথা বলছে তারা। যেমন কবে আবার সাক্ষাৎ হবে তাদের। নারী দিন দুই পরের একটা তারিখ দিল। পুরুষ বলল সে নারীকে তার চিত্র প্রদর্শনীতে নিয়ে যেতে চায়। ইতস্তত করল নারী। এর মানে তার পৃথিবী, বন্ধু-বান্ধবদের জানা হবে, তারা কী বলে, কী ভাবছে শোনা হবে।

নারী 'না' বলল। কিন্তু পুরুষ বুঝতে পারল আসলে সে 'হ্যাঁ' বলতে চেয়েছিল। তাই সে ইতস্তত করল, তর্ক করল খানিক বেহুদাই, শেষ পর্যন্ত রাজি হলো নারী, আসলে তো সে রাজি হতেই চেয়েছে। কোথায় সাক্ষাৎ হবে সিদ্ধান্ত নিল ওরা– প্রথম দিন যে ক্যাফেতে ওদের পরিচয় সেখানে গেলে হয় না?

'না' বলে নারী। ব্রাজিলীয়রা খুব কুসংস্কারাচ্ছন্ন। যেখানে একবার সাক্ষাৎ হয়েছে সেখানে দ্বিতীয়বার কখনও সাক্ষাৎ করতে নেই, কারণ এতে সম্পর্কের অবসান ঘটতে পারে।

তারা অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয় তারা চার্চে দেখা করবে যেখান থেকে গোটা শহর দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, যে গির্জার অবস্থান সান্তিয়াগো যাবার রাস্তায়।

মারিয়ার ডায়েরি থেকে, ব্রাজিলের টিকেট কেনার প্রাক্কালে!

একদা একটি পাখি ছিল। পাখিটির ছিল চমৎকার এক জোড়া ডানা, ঝলমলে পালক তাতে। মুক্তভাবে আকাশে ওড়ার জন্য সৃষ্টি করা হয় তাকে। তাকে যে-ই দেখে তারই জীবনে নেমে আসে আনন্দ।

একদিন এক নারী দেখল এই পাখিটিকে এবং সে তার প্রেমে পড়ে গেল। নারী পাখিটিকে উড়তে দেখল, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যায় সে, তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, উত্তেজনায় ঝিকমিক করতে থাকে চোখ, সে পাখিটিকে তার সঙ্গে ওড়ার আমন্ত্রণ জানায় এবং দু'জনে মিলে উড়তে থাকে আকাশে।

নারীর মনে হঠাৎ একটি চিন্তার উদয় হয় : পাখিটি হয়তো দূরের পাহাড় দেখতে যেতে চাইবে। নারীটি ভয় পেয়ে যায়, ভয় পায় এই ভেবে যে সে হয়তো আর কোনওদিন অন্য কোনও পাখির মতো এরকম অনুভব করবে না। পাখিটিকে সে ঈর্ষা করে, হিংসা করে তার উড়তে পারার ক্ষমতার জন্য।

নিজেকে তার একা মনে হতে থাকে।

এবং সে ভাবে : আমি একটা ফাঁদ পাতব। আবার যখন আসবে পাখি, আমাকে ছেড়ে আর যেতে পারবে না।

পাখিটি, সে-ও প্রেমে পড়েছে নারীর, পরদিন ফিরে আসে, আটকা পড়ে ফাঁদে এবং তাকে খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়।

নারী পাখিটিকে দেখে প্রতিদিন। এই তো সে, তার আবেগ-অনুভূতির বস্তু, সে পাখিটিকে তার বন্ধুদেরকে দেখায়। তারা বলে : 'তুমি তো এখন যা চেয়েছ সবই পেয়ে গেলে।'

হঠাৎ একটি অদ্ভুত রূপান্তর ঘটতে শুরু করে : নারীটি এখন পাখিটি পেয়ে গেছে, এখন আর তাকে প্রলুব্ধ করার

প্রয়োজন নেই, সে পাখির ব্যাপারে হারিয়ে ফেলতে থাকে আগ্রহ। পাখি, যে এখন উড়তে পারে না, যে নিজের জীবনের সত্যিকারের অর্থ প্রকাশে অসমর্থ, সে ক্রমে বুড়ো হতে থাকে, তার পালক থেকে চকমকে ভাব উধাও হয়ে যায়, সে হয়ে ওঠে কুৎসিত; এবং নারীটি তার প্রতি মোটেই মনোযোগ দেয় না, শুধু তাকে খাওয়ানো এবং খাঁচা পরীক্ষা করা ছাড়া।

একদিন মারা যায় পাখিটি। নারীর মন ভয়ানক খারাপ হয়ে যায়, সে পাখির কথা ভেবে কাটায় সারা দিন। তবে খাঁচার কথা মনে করে না সে, ভাবে সেইদিনটির কথা যেদিন প্রথম দেখেছিল তাকে। পাখিটি মেঘের আড়ালে উড়ে বেড়াচ্ছিল সন্তুষ্টচিত্তে।

নিজের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে নারী বুঝতে পারত তাকে পাখিটির যে বিষয়টি সবচে' রোমাঞ্চিত করে তুলত তা হলো তার স্বাধীনতা, তার ডানার শক্তি, শরীর নয়।

পাখি ছাড়া নারীর কাছেও জীবন হয়ে ওঠে অর্থহীন এবং মৃত্যু এসে কড়া নাড়তে থাকে দরজায়। 'তুমি কেন এসেছ?' জিজ্ঞেস করে সে মৃত্যুকে। 'যাতে তুমি আরেকবার তার সঙ্গে উড়তে পার আকাশে।' জবাব দেয় মৃত্যু। 'তুমি তাকে আসতে এবং যেতে দিতে, তুমি তাকে ভালোবাসবে। কিন্তু হায়, তাকে আবার দেখার জন্য এখন আমাকে দরকার হয়ে পড়েছে তোমার।'

সাতাশ

মাসের পর মাস রিহার্সাল দিয়েছিল যে বিষয়টি নিয়ে আজ সে কাজ দিয়ে দিন শুরু করল সে; ট্রাভেল ও এজেন্টের কাছে গেল। কিনল ব্রাজিলের টিকেট, দুই সপ্তা পরের তারিখে।

এখন থেকে জেনেভা হবে সেই লোকটির মুখ যাকে সে ভালোবাসত এবং যে তাকে ভালোবাসত। রু ডি বার্নে হবে স্রেফ একটা নাম। সে স্মরণ করবে তার ঘর, লেক, ফরাসী ভাষার কথা।

সে পাখিটিকে খাঁচায় বন্দি করে রাখবে না, তার সঙ্গে পাখিকে ব্রাজিলে যেতেও বলবে না। তার মতো একটি পাখির মুক্তভাবে উড়ে বেড়ানোই উচিত। আর সে নিজেও তো একটি পাখি : পাশে পেয়েছে র‍্যালফ হার্টকে যাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করে কাটিয়ে দেয়া যাবে বাকিটা জীবন। তবে এটা তার অতীত, ভবিষ্যৎ নয়।

সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুধু একবারই 'বিদায়' কথাটা উচ্চারণ করলে যখন যাবার সময় হবে, কারণ এখানে থেকে এত কষ্ট সহ্য করার মানে হয় না।

সে লাইব্রেরিতে গেল ফার্ম ম্যানেজমেন্টের ওপরে লেখা বইটি ফেরত দিতে। এ বইয়ের একটা শব্দও বুঝতে পারে নি সে। তবে বইটি ছিল তার নীরব সঙ্গী। এ যেন অন্ধকার রাতগুলোর বাতিঘর।

সে ভাবে, আমি যতবার ভবিষ্যত নিয়ে পরিকল্পনা করেছি ততবার বিস্ময়কর কোনও ঘটনা ঘটেছে আমার জীবনে।

সে অনুভব করে নিজেকে সে আবিষ্কার করেছে স্বাধীনতা, হতাশ, প্রেম, যন্ত্রণা দিয়ে।

তার কলিগরা নির্দিষ্ট বা ধরাবাঁধা কিছু খদ্দেরের সঙ্গে বিছানায় যায় মহাউল্লাসে। কিন্তু সেক্সের মধ্যে ভালো বা মন্দ কিছুই আবিষ্কার করতে পারে নি সে, সে নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারে নি, সে এখন পর্যন্ত যৌন মিলনে রাগ মোচন করতে পারেনি, সে সেক্সুয়াল কাণ্ডকারখানাগুলো অত্যন্ত অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করেছে মাত্র।

সিরিয়াস সেই লাইব্রেরিয়ান (এবং মারিয়ার একমাত্র বন্ধু, যদিও কথাটা তাকে কখনও বলেনি মারিয়া) বেশ ভালো মুডে ছিল। স্যান্ডউইচ খাচ্ছিল সে। মারিয়াকে অংশীদার হতে আহ্বান জানাল। মারিয়া ধন্যবাদ দিয়ে বলল সে খাবে না। এইমাত্র খেয়ে এসেছে।

'বইটা পড়তে অনেক সময় নিলে।'

'আমি একটা শব্দও বুঝতে পারিনি।'

'তোমার মনে আছে একবার আমার কাছে কি চেয়েছিলে?'

না, মনে নেই মারিয়ার'। তবে মহিলার চেহারায় দুষ্টু একটা ভাব ফুটে উঠতে দেখে ব্যাপারটা অনুমান করতে পারল সে, সেক্স।

'তুমি ওই বিষয়ের ওপরে বই খুঁজতে এলে। আমি ঠিক করলাম সেক্সের ওপরে কী কী বই আছে তার একটা তালিকা করব। তবে খুব বেশি বই ছিল না। কিশোর-কিশোরীদের যেহেতু এ বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন, আমি কিছু বইয়ের অর্ডার দিলাম। অন্তত একটা দিক থেকে এদের রক্ষা করা যাবে– সেক্স কী জিনিস তা জানার জন্য পতিতাদের কাছে যেতে হবে না।'

ঘরের এক কিনারে, বাদামী কাগজে মোড়ানো কতগুলো বইয়ের দিকে ইঙ্গিত করল লাইব্রেরিয়ান।

'ওগুলোর ক্যাটালগ করার সময় এখনও পাইনি। তবে চট জলদি একবার চোখ বুলিয়েছি। পড়ে যা জানলাম তাতে রীতিমত আতঙ্ক বোধ করেছি।'

মারিয়া কল্পনা করল মহিলা কী বলবে : বিব্রতকর ভঙ্গি, স্যাডো-ম্যাসেকিজম, ইত্যাদি।

লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না মারিয়ার। বলল ও এখন যাবে। লাইব্রেরিয়ান বলল :

'তুমিও আতঙ্ক বোধ করবে ওসব বই পড়লে। যেমন ধরো, তুমি কি জানো, ভগাঙ্কুর সাম্প্রতিক আবিষ্কার?

আবিষ্কার? সাম্প্রতিক?

'রিয়াল্ডো কোলাম্বো নামে এক ডাক্তার ১৫৫৯ সালে একটি বই লেখেন 'De re anatonial' নামে। এতে তিনি ভগাঙ্কুরের কথা উল্লেখ করেন। খ্রিস্টান যুগে, পনেরোশো বছর ধরে অফিশিয়ালভাবে এ বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কোলাম্বো তাঁর বইতে ভগাঙ্কুর এর বর্ণনা দিয়েছেন 'সুন্দর এবং দরকারি জিনিস' বলে। বিশ্বাস হয়?' হেসে উঠল দু'জনেই।

'এর দুই বছর পরে, ১৫৬১ সালে, জ্যাব্রিয়েল্লো ফাল্লোপিও নামে আরেক ডাক্তার দাবি করেন তিনি এটা 'আবিষ্কার' করেছেন। ভাবতে পারো! দু'জন মানুষ– ইতালীয়, তাঁরা তর্ক করছেন কে আগে ইতিহাস বইতে ভগাঙ্কুর শব্দটি অফিশিয়াল ভাবে যুক্ত করেছেন, তা নিয়ে।

আড্ডাটা বেশ মজার। তবে মারিয়া এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাইছে না কারণ ইতিমধ্যে সে অনুভব করছে তার যোনিতে রসের ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করেছে– র‍্যালফ তার ভগাঙ্কুর স্পর্শ করেছে, এ কথা মনে পড়তেই। মনে পড়ছে রুমালে বাঁধা চোখ, র‍্যালফের হাত তার সারা শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে যত্রতত্র।

কিন্তু মহিলার বিরতি দেয়ার কোনও লক্ষণ নেই। সে যেন ইতিমধ্যে ভগাঙ্কুর বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সে বকবক করেই যেতে লাগল, 'আফ্রিকান উপজাতিদের মধ্যে অঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারটি প্রচলিত। তারা নারীকে যৌন আনন্দ থেকে বঞ্চিত করছে এ কথা সবাই জানে। উনিশ শতকে খোদ এই ইউরোপে ভগাঙ্কুর ছেদন চলত।'

মারিয়া হাত তুলল বিদায় বলার জন্য কিন্তু লাইব্রেরিয়ানের কথা বলায় কোনও ক্লান্তি নেই।

'এমনকী ড. ফ্রড, মনোবিজ্ঞানের জনক, তিনিও বলেছেন নারীদের যোনি থেকে ভগাঙ্কুর অপসারণ করা উচিত। তার বিশ্বস্ত অনুসারীরা আরেক ধাপ এগিয়ে বলেছে নারীর যৌন আনন্দের কেন্দ্রস্থল যদি ভগাঙ্কুর হয় তাহলে তা সমকামের দিকে মোড় নিতে পারে।

'অথচ আমরা জানি, স্রেফ পুরুষাঙ্গ দিয়ে গুঁতোগুঁতি করলেই তৃপ্তি হয় না নারীর। আসল আনন্দ লুকিয়ে আছে ছোট্ট ওই মাংসপিণ্ডটিতে যার আবিষ্কারক একজন ইটালিয়ান।'

এ মহিলা সহজে থামবে না বুঝতে পেরে একরকম ওখান থেকে পালিয়েই এল মারিয়া। লাইব্রেরিয়ান হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকল পলায়নপর মারিয়ার দিকে।

কোপাকাবানায় যেতে ইচ্ছে করছে না মারিয়ার। তবু কাজে ফেরার একটা তাগিদ অনুভব করল। যদিও বুঝতে পারছে না কেন– কারণ ও তো টাকা কম আয় করেনি। বিকেলটা কেনাকাটা করে কাটিয়ে দিতে পারে মারিয়া।

মারিয়া জানে না কেন, হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। আর দুই সপ্তা পরে বাড়ি ফিরবে ও। সে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল চৌরাস্তার মোড়ে। এখানে হাজারও বার এসেছে মারিয়া, এখান থেকে দেখা যায় লেক।

হঠাৎ যেন মূর্তির মত জমে গেল মারিয়া। আকস্মিক মন খারাপ হবার কারণটা বুঝতে পারছে।

ও আসলে বাড়ি ফিরতে চাইছে না।

বাড়ি ফিরতে চাইছে না র‍্যালফ হার্ট, সুইটজারল্যান্ড কিংবা অ্যাডভেঞ্চারের জন্য নয়। কারণটা অতি সহজ : *টাকা।*

টাকা! কাগজের একটা নোট, চমৎকার রঙে রাঙানো। এর জন্য লালায়িত সবাই। সে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে সবাই, একগাদা নোট নিয়ে যদি কোনও সুইস ব্যাংকে যায়, জিজ্ঞেস করে। আমি কি টাকা দিয়ে আমার জীবনের কয়েকটা ঘণ্টা কিনতে পারি?'

জবাব আসবে : 'না, ম্যাডাম আমরা বিক্রি করি না, আমরা শুধু কিনি।'

গাড়ির ব্রেকের শব্দে যেন একটা ঘোর থেকে জেগে ওঠে মারিয়া। এক মোটর সাইকেল আরোহী চেঁচাচ্ছে, এক বৃদ্ধ হাসি মুখে মারিয়াকে ইংরেজিতে বলছেন ফুটপাতে উঠে দাঁড়াতে। কারণ ট্রাফিক সিগনালে পথচারীদের জন্য লাল বাতি জ্বলছে।

চারপাশে চোখ বুলাল মারিয়া। লোকজন মাথা নিচু করে হেঁটে যাচ্ছে, কেউ দ্রুত পা চালাচ্ছে কর্মস্থলের উদ্দেশে, কেউ যাচ্ছে স্কুলে। মারিয়া যেন তাদেরকে, রু ডি বার্নেকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমি আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারব। আমার একটা স্বপ্ন আছে। তাছাড়া আমি কিছু টাকা রোজগার করতে চাই।'

এ কথা সত্য মারিয়ার পেশা নিয়ে অনেকেই কটু কথা বলে। কিন্তু ও তো আসলে আর সবার মত সময় বিক্রি করছে। ওর সামনে এখনও বিরাট সুযোগ অপেক্ষা করছে। বিখ্যাত ক্লায়েন্টরা অপেক্ষা করছে ওর জন্য, যারা একবারের সেশনে মারিয়ার জন্য তিনশ থেকে হাজার ফ্রাঁ খরচ করতে দ্বিধা করে না।

মারিয়া সিদ্ধান্ত নিল সে আরেকটা বছর থেকে যাবে এখানে। কাজ করবে।

সবুজ আলো জ্বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করল মারিয়া। তারপর রাস্তা পার হয়ে ঘড়িটার সামনে দাঁড়াল। রাস্তার এপারে মস্ত একটা ঘড়ি আছে। র‍্যালফের কথা ভাবল মারিয়া। মনে পড়ল সেই রাতের কথা যেদিন অর্ধনগ্ন শরীর দেখিয়ে ছিল সে র‍্যালফকে। র‍্যালফের চোখে জ্বলজ্বল করছিল কামনা। তার হাত ঘুরে বেড়াচ্ছিল মারিয়ার নগ্ন বক্ষে, যোনিতে, মুখে, মারিয়া ভিজে উঠছিল। দূরে পানির দিকে তাকাল মারিয়া। আর ঠিক তখন, শরীরের কোনও অঙ্গ স্পর্শ করা ছাড়াই, সবার সামনে রেতঃপাত হয়ে গেল মারিয়ার।

তবে কেউ তাকে লক্ষ করল না। কারণ সবাই যে যার কাজে অতি ব্যস্ত।



আঠাশ

মারিয়া তার সহকর্মীদের মধ্যে ফিলিপিনো মেয়ে নিয়ার সঙ্গেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। মারিয়া ক্লাবে ঢুকতেই ওকে ডাকল সে। নিয়া প্রাচ্যদেশীয় এক লোকের সঙ্গে বসে আছে। দু'জনেই হাসাহাসি করছে খুব। 'দ্যাখো,' নিয়া বলল মারিয়াকে। 'এ লোক আমাকে দিয়ে কী করাতে চাইছে!'

প্রাচ্যদেশীয় ভদ্রলোক মারিয়ার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল, হাসতে হাসতে একটা সিগার বক্সের ঢাকনা খুলল। মিলান দূর থেকে লক্ষ করছে ওদেরকে। দেখছে বক্সের মধ্যে ড্রাগস আছে কিনা। নেই। তবে জিনিসটা কী দূর থেকে দেখেও বুঝতে পারল না মিলান।

'দেখে মনে হচ্ছে শতাব্দী প্রাচীন জিনিস,' মন্তব্য করল মারিয়া।

'ঠিক তাই,' বলল ভদ্রলোক। 'এর বয়স একশ বছরেরও বেশি। প্রচুর টাকা দিয়ে কিনেছি আমি এ জিনিস।'

বক্সের মধ্যে কতগুলো ভালব, একটি হাতল, ইলেকট্রিক সার্কিট, খুদে মেটাল কনট্যাক্ট এবং ব্যাটারি। যেন পুরানো কোনও রেডিওর ভেতরের অংশ দেখছে মারিয়া, এক জোড়া তার বেরিয়ে আছে ছোট গ্লাস রডের শেষ মাথা থেকে, আঙুলের মত মোটা। দেখে মনে হচ্ছে না অনেক দামী জিনিস।

'এটা কীভাবে কাজ করে?'

মারিয়ার প্রশ্ন পছন্দ হলো না নিয়ার। মারিয়াকে সে বিশ্বাস করলেও মানুষ বদলে যেতে কতক্ষণ। মারিয়া হয়তো তার ক্লায়েন্টের ওপর নজরও দিয়ে দিতে পারে।

'কীভাবে কাজ করে উনি আগেই ব্যাখ্যা করেছেন। এটা ভায়োলেট রড।'

প্রাচ্যদেশীয় ভদ্রলোকের দিকে ফিরল নিয়া। বলল ওরা এখন উঠতে পারে। কারণ সে ভদ্রলোকের দাওয়াত কবুল করেছে। লোকটা খুশি হলো মারিয়া তার খেলনার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে।

'১৯৮০ সালের দিকে, যখন বাজারে প্রথম এল ব্যাটারি, ট্রাডিশনাল মেডিসিন বিদ্যুতের সাহায্যে এক্সপেরিমেন্ট চালাতে থাকে দেখার জন্য এটা মানসিক অসুস্থতা বা মৃগী রোগ সারাতে পারে কিনা। এটা শরীরের দাগ তুলতে এবং ত্বক উত্তেজিত করে তোলার কাজে ব্যবহার করা হতো। এ দুটো প্রান্ত দেখতে পাচ্ছেন? এখানে এগুলো রাখা হতো।' নিজের কপালে ইংগিত করল লোকটা।

'ব্যাটারি এক ধরনের স্থির বিদ্যুত উৎপাদন করত। এদেশে এটা কমন ব্যাপার, বিশেষ করে শুকনো আবহাওয়ার সময়।'

ব্রাজিলে স্থির বিদ্যুৎ নিয়ে কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি মারিয়ার, হয়েছে সুইটজারল্যান্ডে এসে। সে একবার ট্যাক্সির দরজা খুলতে গিয়ে বিদ্যুতের শক খেয়েছিল। তবে ওই একবারই নয়, আরও কয়েকবার এ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে মারিয়ার, পরে জেনেছে শুকনো আবহাওয়ার কারণে এমন হয়। এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল মারিয়া, ধাতব কিছু ধরতেও ডরাত। পরে সুপার মার্কেট থেকে একটি ব্রেসলেট কিনে নেয় সে। ব্রেসলেট বিদ্যুৎ টেনে নিত। আর শক খেতে হয়নি মারিয়াকে।

লোকটার দিকে ঘুরল মারিয়া।

'কিন্তু ওটা খুব বাজে একটা জিনিস।'

মারিয়ার মন্তব্যে রাগ হচ্ছিল নিয়ার। বান্ধবীর সঙ্গে সংঘাত এড়াতে সে লোকটার কাঁধ জড়িয়ে ধরল হাত দিয়ে। এখন সবাই বুঝতে পারবে এ লোকটি তার।

'ব্যাপারটা নির্ভর করছে ওটা আপনি কোথায় রেখেছেন তার ওপর,' হা হা করে হেসে উঠল লোকটা।

সে ছোট হাতলটা ঘুরিয়ে দিল। রড দুটো বেগুনি রঙ ধরল। রড জোড়া সে দুই নারীর গায়ে ছোঁয়াল। ওরা বিদ্যুতের শক খেল, তবে ব্যথার চেয়ে সুড়সুড়িই লাগল যেন। কাউন্টার ছেড়ে এগিয়ে এল মিলান।

'এসব এখানে ব্যবহার না করলেই খুশি হবো, প্লিজ।'

লোকটা রড জোড়া ঢুকিয়ে রাখল বাক্সে। সুযোগটা কাজে লাগাল নিয়া। বলল হোটেলে যেতে। লোকটাকে কিঞ্চিৎ হতাশ মনে হলো। নতুন মেয়েটি তার যন্ত্রের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছিল। অথচ সঙ্গের মেয়েটা কিনা তাকে হোটেলে যাবার তাগাদা দিচ্ছে। সে গায়ে জ্যাকে চৈড়াল। বাক্সটা চামড়ার ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে বলল :

'ওরা এখন এ জিনিস তৈরি শুরু করেছে; বিশেষ আনন্দ যারা পেতে চায় তাদের জন্য এগুলো তৈরি করা হয়। এগুলো বড় জোর দুষ্প্রাপ্য মেডিকেল কালেকশন, জাদুঘর এবং অ্যান্টিকশপ-এ দেখতে পাবেন।'

মিলান এবং মারিয়া দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। কী বলবে বুঝতে পারছে না।'

'এরকম জিনিস আগে কখনও দেখেছেন?'

'না ঠিক এরকম জিনিস দেখিনি। তবে এটার দাম বোধহয় অনেক বেশি।' অবশ্য এ লোক এক তেল কোম্পানির উচ্চ পদস্থ নির্বাহী। 'আমি এর আধুনিক সংস্করণ দেখেছি।'

'এ দিয়ে কী করে?'

'লোকটা তার শরীরে ঢোকায় এটা... তারপর সঙ্গিনীকে বলে হাতল ঘোরাতে। শরীরের ভেতরে ইলেকট্রিক শক খায় সে।'

'কাজটা তো সে নিজেই করতে পারে, পারে না?'

'অনেক সেক্সুয়াল কাণ্ডই তুমি একাই করতে পার, আর এরা যদি ভাবতে থাকে নিজেরাই আনন্দ লুটবে তাহলে তো আমার বার-এর চাবিবাতি গুটিয়ে বাড়ি নিয়ে বসে থাকতে হবে। যাকগে, তোমার স্পেশাল ক্লায়েন্ট বলেছিল আজ রাতে সে আসছে। কাজেই অন্য কাউকে আজ নিয়ো না।

'আমি এসেছিলাম বিদায় জানাতে। আমি চলে যাচ্ছি।'

'সেইন্টারকে ছেড়ে দিচ্ছ?'

'না। কোপাকাবানা। সব কিছুরই একটা লিমিট থাকে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ব্রাজিলে ফিরে যাব। ওখানে খামার করব। আমি জানি আমি আরও টাকা বানাতে পারব যদি আরেকটা বছর কাজ করি- কিন্তু কী লাভ? কারণ আরেকটা বছর থাকতে গেলে ফাঁদে পড়ে যাব আমি। আরেকটা দিন যদি থাকি তো আরও একটা বছর থাকতে হবে আমাকে এখানে। আরেকটা বছর থাকা মানে এখান থেকে আর বেরুতেই পারব না।'

মাথা ঝাঁকাল মিলান, যেন বুঝতে পেরেছে সব কিছু। মারিয়া যা বলল তার সঙ্গে একমত হলো সে। যদিও মুখে বলল না কিছুই। মারিয়া ভুল করছে, এ কথা বলে ওকে পটানোর চেষ্টাও করল না।

মারিয়া ধন্যবাদ জানাল মিলানকে। তার কাছে ড্রিঙ্ক চাইল- এক গ্লাস শ্যাম্পেন। ফ্রুট জুস ককটেল খেতে আর ভাল্লাগে না। সে এখন মদ পান করতে পারে কারণ সে আর কাজ করছে না। মিলান বলল মারিয়ার যখনই প্রয়োজন হবে তাকে যেন ফোন করে সে। তার দরজা মারিয়ার জন্য সব সময় খোলা।

ড্রিঙ্কের দাম দিতে চাইল মারিয়া। নিল না মিলান।

মারিয়ার ডায়েরি থেকে, বাড়ি ফেরার পরে :

> *আমার ঠিক মনে পড়ছে না কবে, তবে সাম্প্রতিক এক রোববার আমি চার্চে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারি আমি ভুল জায়গায় এসে পড়েছি- এটা প্রোটেস্টান্ট চার্চ।*
>
> *আমি চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পাদ্রী ততক্ষণে প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুরু করে দিয়েছেন। ভাবলাম এখন চলে যাওয়াটা খারাপ দেখাবে। তাছাড়া ধর্মযাজক যা বলছিলেন শুনতে খুব ভালো লাগছিল আমার। তিনি*

বলছিলেন : পৃথিবীর সকল ভাষায় রয়েছে এই প্রবাদ বাক্যটি : 'চোখ যা দেখতে পায় না হৃদয় তার জন্য শোক করে না।' তবে আমি মনে করি এর মধ্যে সত্যি নেই এক রতি। দু'জনের মধ্যে যত দূরত্ব সৃষ্টি হবে হৃদয় তত বেশি করে অনুভব করবে সেইসব কথা যা আমরা ভুলে যেতে চাই। যখন নির্বাসনে থাকি আমরা, আমরা নিজেদের মূলের প্রতিটি ক্ষুদ্র স্মৃতি সংরক্ষণ করে রাখতে চাই। আমরা যাকে ভালোবাসি, তার কাছ থেকে যদি দূরে থাকি, রাস্তার প্রতিটি মানুষকে দেখলে তার কথাই আমাদের মনে পড়ে বেশি।

'সকল ধর্মেও পবিত্র শ্লোক এবং ধর্মগ্রন্থ রচনা করা হয়েছে নির্বাসনে থাকাকালীন, ঈশ্বরকে জানার চেষ্টায়, আমাদের পূর্ব পুরুষরা জানতেন না, আমরাও জানি না দেবতারা আমাদের কাছে কী চান– যে সব বই লেখা হয়েছে, আঁকা হয়েছে ছবি, এসব আঁকা ও লেখার উদ্দেশ্য একটাই– আমরা নিজেদের ভুলে যেতে চাই না– পারিও না।'

প্রার্থনা সভা শেষে আমি ধর্মযাজকের কাছে গিয়ে বলি আমি এক অদ্ভুত দেশের অচেনা বাসিন্দা। তাকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যে চোখ যা দেখতে পায় না, হৃদয় তার জন্য শোক করে। আমার হৃদয় আজ এত বেশি শোকাকুল যে চলে যাচ্ছি আমি।'



উনত্রিশ

মারিয়া দুটো সুটকেস নিয়ে বিছানায় রাখল। সে ভাবত এ সুটকেস ভরে ফেলবে উপহার, নতুন কাপড়, বরফের ছবি, সুখি সময়ের স্যুভেনির দিয়ে। সে অল্প কিছু নতুন জামা কাপড় কিনেছে বটে এবং জেনেভায় তুষারপাতের সময় কয়েকটি ছবিও তুলেছে, তবে এ ছাড়া কল্পনার সঙ্গে মেলে এমন কিছু নেই তার কাছে।

সে প্রচুর টাকা কামাই করার স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল এ দেশে। স্বপ্ন দেখেছে একটা খামার কিনে দেবে তার বাবা-মাকে, খুঁজে নেবে বর, তার পরিবারকে নিয়ে আসবে দেখাতে কোথায় সে বাস করে। সে মাত্র একটি স্বপ্ন পূরণ করার মত টাকা-পয়সা নিয়ে বাড়ি ফিরছে। সে পাহাড় দেখেনি, নিজের কাছে নিজেকে অচেনা মনে হয়। তবু সুখি মারিয়া। সে জানে এবারে বিরতি দেয়ার সময় এসেছে।

অনেকেই এভাবে থামতে জানে না।

মারিয়ার জীবনে চারটে অ্যাডভেঞ্চারের ঘটনা ঘটেছে– ক্যাবারের ডান্সার হয়েছে, ফরাসী ভাষা শিখেছে, কাজ করেছে পতিতা হিসেবে এবং নির্বোধের মত প্রেমে পড়েছে। এক বছরে এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার মত গর্ব করতে পারে ক'জনা? সে সুখি, তবু মনের ভেতরে একটা দুঃখ আছে ওর। এ

দুঃখের একটা নাম আছে– র‍্যালফ হার্ট। যদিও কোনওদিন স্বীকার করেনি নিজের কাছে, কিন্তু মনের গভীর থেকে জানে র‍্যালফকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। যে মানুষটি তার জন্য এখন চার্চে অপেক্ষা করছে, তাকে তার বন্ধুদের কাছে নিয়ে যাবে, তার ছবি দেখাবে, তার পৃথিবী দেখাবে।

মারিয়া বিমান বন্দরের কাছে হোটেল ভাড়া করতে বলেছে র‍্যালফকে। যদিও ওর ফ্লাইট কাল সকালে। মারিয়া একটা স্যুটকেস খুলে ইলেকট্রিক ট্রেনের ক্যারিজ বের করল। এটা র‍্যালফ তাকে দিয়েছে। কিছুক্ষণ খেলনাটার দিকে তাকিয়ে থাকল মারিয়া। তারপর ওটা আবর্জনার ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলে দিল। এটাকে নিয়ে ব্রাজিলে যাবার কোনও মানে নেই।

না, মারিয়া চার্চে যাবে না : আগামীকালের কথা জিজ্ঞেস করতে পারে র‍্যালফ। মারিয়া যদি বলে দেয় সে চলে যাচ্ছে, র‍্যালফ তাকে থাকার জন্য অনুনয় করতে পারে, প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারে মারিয়ার প্রতি তার ভালোবাসার কথা। কিন্তু ওদের সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে– সম্ভবত এই একটা মাত্র কারণেই ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে, কারণ ওরা জানে ওদের একে অপরকে দরকার নেই। পুরুষ ভীত হয় যখন নারী বলে : 'আমি তোমাকে চাই।' আর মারিয়া র‍্যালফ হার্টের ছবিটা শুধু তার মনের মাঝে গেঁথে রাখবে যে তার প্রেমে ছিল মাতোয়ারা এবং একান্তভাবেই ছিল মারিয়ার। যে কিনা মারিয়ার জন্য যে কোনও কিছু করতে প্রস্তুত।

মারিয়ার হাতে এখনও সময় আছে সিদ্ধান্ত নেয়ার সে র‍্যালফের কাছে যাবে কী যাবে না। কিন্তু প্রাকটিকাল বিষয়ে মনোসংযোগ করা দরকার মারিয়ার। যেসব জিনিস বাঁধাছাদা করতে পারেনি ওগুলোর ওপর চোখ বুলাল মারিয়া। বুঝতে পারছে না এগুলো দিয়ে কী করবে। ভাবল বাড়ির মালিক এসেই যা করার করবে'খন। সে ঘরে এসে দেখবে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মারিয়ার ব্যবহার্য নানান জিনিসপত্র। সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা কয়েকটি ছবি, তোয়ালে, বিছানার চাদর। এসব ব্রাজিলে নিয়ে যাবে না মারিয়া। যদিও সুইস ভিক্ষুকের চেয়েও তার বাবা মা'র এগুলো বেশি দরকার।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল মারিয়া। গেল ব্যাংকে। বলল সব টাকা তুলে নেবে। ব্যাংক ম্যানেজার– যে মারিয়ার সঙ্গে এর আগে বিছানায় গেছে–

বলল কাজটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না, কারণ ব্যাংক থেকে সুদ পাচ্ছে মারিয়া এবং এ সুদ সে ব্রাজিলে বসেও পাবে। তাছাড়া বলা যায় না, ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে সমস্ত টাকা খুইয়ে বসতে পারে মারিয়া। তারমানে এতদিনের পরিশ্রমই জলে যাবে। একমুহূর্ত ইতস্তত করল মারিয়া– যেভাবে সে সবসময়ই করে– বুঝতে পারল লোকটা তাকে সত্যি সাহায্য করতে চাইছে। কিন্তু শেষে সিদ্ধান্ত নিল সুদের দরকার নেই তার, সে এ টাকা দিয়ে খামার করবে, বাবা-মাকে বাড়ি কিনে দেবে, কয়েকটা গরু কিনবে, এ ছাড়াও কিছুকাজ করবে।

মারিয়া তার জমাকৃত অর্থের প্রতিটি পাই পয়সা পর্যন্ত তুলে নিল। টাকাটা রাখল ছোট একটি ব্যাগে। টাকা রাখার জন্যই ব্যাগটা কেনা। ওর জামার নিচের বেল্টের সঙ্গে ব্যাগটার ফিতে আটকানো।

এরপর ট্রাভেল এজেন্সিতে গেল মারিয়া। মনে মনে প্রার্থনা করল সে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকবে। বলল সে আলাদা একটি ফ্লাইটে যেতে চায়। তাকে বলা হলো আগামীকালের ফ্লাইটে গেলে তাকে প্যারিসে বিমান বদলাতে হবে। এটা কোনও ব্যাপারই না– দ্বিতীয়বার কোনও চিন্তা মনে আসার আগেই সে যত দূরে সম্ভব চলে যেতে চায়।

একটা ব্রিজে চলে এল মারিয়া। আইসক্রিম কিনল। জেনেভা শহরটার দিকে তাকাল। সবকিছু কেমন অন্য রকম লাগছে। যেন এই মাত্র সে এই শহরে এসে পৌঁছেছে। সে জাদুঘর দেখতে যাবে, যাবে ঐতিহাসিক মনুমেন্ট দর্শনে, ফ্যাশনের বার এবং রেস্টুরেন্ট ঘুরে দেখবে। ব্যাপারটা অদ্ভুত, যখন আপনি একটি শহরে বাস করেন তখন ওই শহর কখনোই ঘুরে দেখেন না ফলে ওই শহর সম্পর্কে জানাও হয়ে ওঠে না।

মারিয়া ভেবেছিল বাড়ি যাচ্ছে বলে ভালো লাগবে মন। কই, তেমন তো লাগছে না। ভেবেছিল যে শহরে এতদিন থেকেছে সে শহর ছেড়ে যেতে খারাপ লাগবে। কিন্তু তাও লাগছে না। এখন অবশ্য একটা কাজ করতে পারে মারিয়া খানিকটা অশ্রু ঝরাতে পারে। ঝরাতে পারে এ জন্য যে তার মতো বুদ্ধিমতী একটি নারী, যার সব ছিল, সে কিনা একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে।

মারিয়া আশা করল এবারের সিদ্ধান্তটি সঠিক হবে।



ত্রিশ

মারিয়া ভেতরে ঢুকে দেখল চার্চ সম্পূর্ণ খালি। জানালার কাচ ভেদ করে আলো আসছে। মারিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি খালি ক্রস। বজ্র আর বিদ্যুতের রাতটির কথা মনে পড়ে গেল ওর। এখানে মানুষ আগে এমন কিছুর পুজো করতে যার অর্থ হয়তো তারা নিজেরাও জানে না।

সবার সামনে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল মারিয়া। এখানে যীশুর মূর্তি রাখা হয় যাকে সে বিশ্বাস করে, যদিও যীশুর কথা দীর্ঘদিন তার মনে পড়েনি।

হাঁটু মুড়ে বসল মারিয়া। সে ঈশ্বর, ভার্জিন মেরী, যীশু এবং সকল সেইন্টের কাছে প্রতিজ্ঞা করল আজ যাই ঘটুক না কেন সে কিছুতেই তার মত বদলাবে না এবং অবশ্যই এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে। প্রতিজ্ঞা করল এ জন্য যে ভালোবাসার ফাঁদ সম্পর্কে তার খুব ভালো জানা আছে এবং জানে কত সহজে এ ফাঁদ নারীর মন বদলে দিতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে কাঁধে একটি হাতের স্পর্শ পেল মারিয়া। সে হাতে মাথা রাখল।

'কেমন আছ?'

'ভালো,' কণ্ঠে কোনও উদ্বেগ ফুটতে দিল না মারিয়া।

'আমি ভালো আছি। চলো কফি খাই।'

হাতে হাত ধরে ওরা ত্যাগ করল গির্জা। যেন দীর্ঘদিন বাদে সাক্ষাৎ হয়েছে প্রেমিক যুগলের। মানুষজনের সামনে ওরা পরস্পরকে চুমু খেল। যদিও অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কিন্তু গ্রাহ্য করল না কাউকে।

ওরা একটি ক্যাফেতে ঢুকল। আর দশটা ক্যাফের মতই এটাও। তবে আজকের বিকেলে অন্যরকম লাগল এটাকে। কারণ আজ ওরা একত্রিত হয়েছে এবং ওরা একে অপরকে ভালোবাসে। ওরা জেনেভা নিয়ে গল্প করল, ফরাসী ভাষা শিখতে গিয়ে কী কী সমস্যায় পড়তে হয়েছিল তা বলল মারিয়া, চার্চের সুন্দর জানালাগুলোর কথা উল্লেখ করল ধূমপানে বিষপান বলল ওরা, যদিও দু'জনেই ধূমপান করছে এবং এই বিষপান ত্যাগের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাদের নেই।

মারিয়া বলল সে কফির দাম দিয়ে দেবে। র‍্যালফ মেনে নিল ওর দাবি। তারপর মারিয়াকে নিয়ে গেল চিত্র প্রদর্শনীতে। মারিয়া র‍্যালফের জগৎ সম্পর্কে জানল : শিল্পী, ধনী ব্যক্তিগণ যারা যতটা ধনী নয় কিন্তু প্রদর্শন করে তার বেশি, মিলিওনেয়ার, যাদেরকে দেখলে মনে হয় গরীব, মানুষজন এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলছে সেসব কথা কোনওদিন শোনেনি মারিয়া। সবাই পছন্দ করল মারিয়াকে। প্রশংসা করল তার ফরাসি বলার ঢং নিয়ে, জানতে চাইল কার্নিভাল, ফুটবল, ব্রাজিলীয় সঙ্গীত সম্পর্কে। এরা সবাই হাসিখুশি, বিনয়ী, চমৎকার স্বভাবের মানুষ।

প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। র‍্যালফ বলল রাতে ক্লাবে যাবে সে মারিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। নিষেধ করল মারিয়া। রাতে সে ক্লাবে থাকবে না। সাপারের দাওয়াত দিল সে র‍্যালফকে।

দাওয়াত কবুল করল র‍্যালফ। পরস্পরকে বিদায় জানাল ওরা, কলোনির একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে ওরা সাপার করবে, তবে তার আগে র‍্যালফের বাড়িতে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। কলোনির পাশ দিয়ে বহুবার ট্যাক্সি করে গিয়েছে মারিয়া, ইচ্ছে করেছে নামে। কিন্তু নামা হয়নি।

মারিয়ার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার বান্ধবীর কথা। লাইব্রেরিতে যাবে ও। বান্ধবীকে জানাবে ও আর ফিরছে না।

ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে গেল মারিয়া। এ জ্যাম যেন চলবে অনন্তকাল ধরবে, কুর্দরা বিক্ষোভ করছে। এদের বিক্ষোভ শেষ হলে আবার চলতে শুরু করল গাড়ি। অবশ্য এখন হাতে সময় আছে মারিয়ার।

গন্তব্যে যখন পৌঁছুল মারিয়া, বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল ওটা।

'মাফ করো, ভাই, আমি হয়তো খুব বেশি ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাই। আমার আসলে কোনও বান্ধবী নেই। তাই তোমার সঙ্গেই শুধু গল্প করি।' মারিয়াকে বলল লাইব্রেরিয়ান।

লাইব্রেরিয়ানের কোনও বান্ধবী নেই? এতদিন একটা জায়গায় কাটাল সে, কাজের সুবাদে কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় তার, কাউকে সে পায়নি মন খুলে কথা বলার জন্য?

'আমি ভগাঙ্কুর নিয়ে লেখা একটা রচনা পড়ছিলাম...' অথচ এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তাই করেনি মারিয়া!

'আমি অবশ্য আমার স্বামীর সঙ্গে উপভোগ করি সেক্স। মিলনের সময় খুব কমই পূর্ণতৃপ্তি পাই আমি, অর্গাজম হয়ই না বলতে গেলে। এটা কি স্বাভাবিক?'

'তোমার কি মনে হয় কুর্দরা যে প্রতিদিন বিক্ষোভ করছে তা স্বাভাবিক? যে মেয়েটি পালিয়ে গেল তার প্রেমিকের সঙ্গে তা কি স্বাভাবিক? জগতে অনেক কিছুই ঘটে তবে আমরা বিশ্বাস করি বা না করি তাতে কিছু এসে যায় না। এসবই স্বাভাবিক। যে সব প্রকৃতির বিরুদ্ধে যায়, আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যায় তা-ও আমাদের চোখে স্বাভাবিক হয়ে ধরা পড়ে।'

মারিয়া তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাকে দেখছে। এবং এই প্রথম মহিলার নাম জানতে চাইল সে। মহিলার নাম হেইডি। ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবন তার। তবে দীর্ঘ এ সময়ে সে একবারও নিজেকে জিজ্ঞেস করেনি স্বামীর সঙ্গে যৌন মিলনে সে যে তৃপ্তি লাভ করে না এটা স্বাভাবিক কিনা।

'আমি জানি না ওগুলো পড়া আমার উচিত হয়েছে কি না। হয়তো অজ্ঞতার মাঝে থাকাই ভালো ছিল, বিশ্বস্ত স্বামীর প্রতি আস্থা, লেকের পাড়ে বাড়ি, তিনটি সন্তান, একটি ভালো চাকরি, একজন নারীর আর কী চাই?

কিন্তু তুমি এখানে আসার পরে, আমি যখন প্রথম বইটা পড়লাম, আমার জীবন কী এ নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলাম। সবার ক্ষেত্রেই কি এরকম ঘটে?

'হ্যাঁ, তা তো ঘটেই,' সামনে দাঁড়ানো মহিলা তার পরামর্শ চাইছে। নিজেকে বেশ বিজ্ঞ মনে হলো মারিয়ার।

'আমাকে বিস্তারিত বলবেন?'

প্রশ্ন করল মারিয়া।

'এসব বিষয় বোঝার জন্য তোমার বয়স খুবই কম। তবু আমার কথা তোমাকে বলছি কারণ যাতে আমার মত ভুল তুমি করে না বসো।'

'আমার স্বামী কখনও আমার ভগাঙ্কুরের দিকে নজর দিলেন না কেন? কারণ তার ধারণা অর্গাজম ঘটে যোনিতে এবং উনি যা ভাবছেন তেমনটি ভান করা আমার জন্য খুব কঠিন ছিল। হ্যাঁ, আনন্দ পাবার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, তবে ভিন্ন রকমের আনন্দ। যখন ওপরের অংশে ঘষাঘষি... আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ?'

'হুঁ।'

লাইব্রেরিয়ান তার ডেস্কের একটা বইয়ের দিকে ইংগিত করল, টাইটেল দেখতে পাচ্ছে না মারিয়া।

'অনেক কিছুই আছে যার সঙ্গে ভগাঙ্কুর এবং জি-স্পটের সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো অর্গাজমের জন্য জরুরি। কিন্তু পুরুষ ভাবে পেনিট্রেশন করলেই বুঝি সব হয়ে গেল। জি-স্পট কি তা জানো?'

'জ্বী, আপনি সেদিন বলেছিলেন।' চেহারায় নিষ্পাপ সারল্য ফুটিয়ে তুলল মারিয়া। 'দোতলায়, জানালার পেছনে।'

'দ্যাটস রাইট।' জ্বলে উঠল লাইব্রেরিয়ানের চোখ। 'তোমার পুরুষ বন্ধুদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস কোরো। কেউ এর নামই শোনেনি। একজন ইতালিয়ান আবিষ্কার করেছেন ভগাঙ্কুর, আর জি-স্পট হলো কুড়ি শতকের আবিষ্কার। শীঘ্রি এটা হেডলাইনে পরিণত হবে। কেউ আর এটাকে অবজ্ঞা করতে পারবে না। তোমার কোনও ধারণা আছে আমরা কি বৈপ্লবিক সময়ের মধ্যে অতিবাহিত করছি দিন?'

ঘড়ি দেখল মারিয়া। হেইডি বুঝতে পারল দ্রুত কথা শেষ করতে হবে তাকে।

'ড. ফ্রয়েড একমত হননি কারণ তিনি নারী ছিলেন না এবং পুরুষাঙ্গের মাধ্যমে যৌন তৃপ্তি লাভ করতেন বলে ভাবতেন নারীরও তৃপ্তির কেন্দ্র যোনি। খুব কম নারীই সত্যিকারের যৌন তৃপ্তি লাভ করে জীবনে। তুমি যদি যৌন তৃপ্তি না পাও তাহলে একটা পরামর্শ দিই : সঙ্গমের আসন বদলাও। প্রেমিককে নিচে শুইয়ে দিয়ে তুমি তার গায়ে উঠে বসবে; তোমার ভগাঙ্কুর তার শরীরে শক্তভাবে আঘাত করবে এবং তুমি অনেক বেশি আনন্দ পাবে।'

মারিয়া ভান করছিল সে মহিলার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে না। তাহলে সে একাই নয়! যৌন সমস্যা শুধু মারিয়ার একার নয়, আরও অনেকেরই আছে। মারিয়ার ইচ্ছে করল লাইব্রেরিয়ানকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। তার কাঁধ থেকে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেছে। তার বয়স এখন অল্প, এ বয়সেই এমন একটা আবিষ্কার। ভাবা যায়! দারুণ একটা দিন কাটছে মারিয়ার। হেইডি ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে হাসল মারিয়ার দিকে তাকিয়ে।

'পুরুষ হয়তো জানে না, তবে আমাদেরও ইরেকশন হয়। ভগাঙ্কুর শক্ত হয়ে ওঠে!'

মারিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল :

'আচ্ছা, আপনি কখনও পরকীয়া করেছেন?'

লাইব্রেরিয়ানকে মনে হলো শকড হয়েছে। প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল সে।

'ইরেকশনের প্রসঙ্গে আসি। তুমি জানো আমাদের ক্লিটোরিস রিজিড হয়ে যায়?'

'জানি। ছোটবেলা থেকে জানি।'

লাইব্রেরিয়ানকে হতাশ মনে হলো। তবু বলে চলল সে :

'যা হোক তুমি যদি ভগাঙ্কুরের চারপাশে আঙুল ঘষতে থাকো, তবে ক্লিটোরিসের মাথাটা বাদ দিয়ে, অদ্ভুত আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। এসব বিষয় নিয়ে খোলামেলা কথা বললে অনেক কাজ দেয়।'

'আপনার স্বামীর সঙ্গে কখনও খোলামেলা কথা বলেছেন?'

সরাসরি এ প্রশ্নটি আবার এড়িয়ে গেল হেইডি। বলল তখন পরিবেশ-পরিস্থিতি ভিন্ন রকম ছিল। এ মুহূর্তে সে তার আঁতেল অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতেই বেশি আগ্রহী।

'ভাবার চেষ্টা করো তোমার ভগাঙ্কুর যেন ঘড়ির কাঁটা এবং তোমার সঙ্গীকে বলবে কাঁটাটাকে এগারোটা এবং একটার ঘরের মধ্যে বারবার আগুপিছু করতে, বুঝতে পেরেছ!'

হ্যাঁ, মহিলা কী বলছে বুঝতে পারছে মারিয়া। তবে তার সব কথার সঙ্গে একমতও হতে পারছে না, যদিও বইতে সত্যি কথাই বলেছে। মহিলা ঘড়ি শব্দটা উচ্চারণ করার পরে নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকাল মারিয়া। বলল তাকে এখন যেতে হবে। কারণ কাজে যোগদানের সময় হয়ে গেছে। মহিলা মারিয়ার কথা শুনেও যেন শুনল না।

'ক্লিটোরিস নিয়ে লেখা এই বইটি তুমি নেবে?'

'নো, থ্যাংকস, আমার অন্য কাজ আছে। বই পড়ার সময় নেই।'

'তুমি কোনও বই-ই নিতে চাইছ না?'

'না, আমি আমার দেশে ফিরে যাচ্ছি। তবে আমাকে বুঝতে পারার জন্য এবং আমাকে বিভিন্ন সময় বই ধার দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের কখনও দেখা হয়ে যাবে।'

হ্যান্ডশেক করল ওরা, পরস্পরের সুখী জীবন প্রত্যাশা করল।



একত্রিশ

মারিয়া চলে গেল। হেইডি ঠাস করে চাপড় বসাল ডেস্কে। আফসোস হচ্ছে ওর। সুযোগ পেয়েও কেন মেয়েটার সঙ্গে নিজের দুঃখ-কষ্টের কথাগুলো ভাগ করে নিল না? মেয়েটা সাহস করে জানতে চাইল হেইডি কখনও তার স্বামী দ্বারা প্রতারিত হয়েছে কিনা অথচ এ প্রশ্নের জবাব সে এড়িয়ে গেছে। সে তখন নারীদের নতুন একটি জগৎ আবিষ্কার করছে– ভ্যাজাইনাল অর্গাজম হওয়া বা যোনি পথের তৃপ্তি পাওয়া একটি মেয়ের জন্য কতটা কঠিন?

'আরে দূর, এটা কোনও ব্যাপারই না। পৃথিবী তো আর শুধু সেক্স নিয়ে নয়।'

'না, সেক্স পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যদিও এর এখনও গুরুত্ব রয়েছে। নিজের চারপাশে চোখ বুলায় হেইডি; তাকে ঘিরে থাকা সহস্রাধিক বইয়ের বেশিরভাগ প্রেম-কাহিনী, আর গল্পগুলোও সব একইরকম, ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির পরিচয় হয়, তারা প্রেমে পড়ে, একে অন্যকে হারিয়ে ফেলে, পরে আবার খুঁজে পায়। দূর দেশ, ব্যথা-বেদনা, উদ্বেগ ইত্যাদির কথা বলা হয় বইতে, তবে খুব কম জনই প্রশ্ন করে : 'এক্সকিউজ মী, স্যার, আপনি নারী শরীর নিয়ে লিখছেন না কেন? তাকে বুঝতে পারা যায় এমন কিছু নিয়ে লেখা হচ্ছে না কেন?'

হয়তো লোকের এ ব্যাপারে সত্যি কোনও আগ্রহ নেই। পুরুষ সবসময় মহত্ব দেখায়, যদিও তারা এখনও গুহাবাসী শিকারীর পর্যায়েই রয়ে গেছে, সন্তান উৎপাদনের ইনসটিঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে।

আর নারী? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানে হেইডি, কারও সঙ্গে পূর্ণ রতিতৃপ্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা বড় জোর কয়েক বছর টিকে থাকে; তারপর এটা আস্তে আস্তে হ্রাস হয়ে যায়, কিন্তু এ নিয়ে কথা বলে না কেউ। কারণ প্রতিটি নারী মনে করে এটা তার একান্ত সমস্যা। তাই তারা মিথ্যা কথা বলে, ভান করে স্বামীর প্রতি রাতের মিলনেচ্ছা তাদের জন্য অত্যাচারের সামিল। আর মিথ্যা বলে আরেকটি নারীর ভেতরে জাগিয়ে তোলে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা।

নারীরা তাদের চিন্তা-ভাবনা প্রবাহিত করে অন্য খাতে : সন্তান, রান্না, টাইম টেবিল, গৃহকর্ম, বিল দেয়া, স্বামীর পরকীয়া– যা তারা সহ্যও করে– বাইরে ঘুরতে যাওয়া, যেটা তারা নিজেদের চেয়ে সন্তানের জন্যই বেশি করে, তাদের নানান জটিলতা, এমনকী প্রেমও, তবে সেক্স নয়।

হেইডি ভাবে, ব্রাজিলীয় তরুণীর সঙ্গে তার আরেকটু খোলামেলা হওয়া উচিত ছিল। মেয়েটিকে তার ভারী সাদাসিধে নিষ্পাপ মনে হয়েছে, প্রায় তার মেয়ের বয়সীই বলতে গেলে, অথচ দুনিয়া কী জিনিস এখনও জানে না। মেয়েটি একজন অভিবাসী, বাড়ি থেকে বহু দূরে, ক্লান্তিকর একটা চাকরি করছে, অপেক্ষা করছে সুপাত্রের জন্য, যার সঙ্গে হয়তো রতি তৃপ্তি পাবার ভান করবে সে, মেয়েটি খুঁজছে নিরাপত্তা, এই রহস্যময় মানব জাতিকে সে জন্ম দেবে, তারপর ভুলে যাবে রতিতৃপ্তি, ভগাঙ্কুর এবং জি-স্পটের কথা। একজন ভালো স্ত্রী, ভালো মা হিসেবে সে লক্ষ রাখবে সংসারে যেন কোনও কিছুর অভাব না থাকে, মাঝে মাঝে গোপনে হস্তমৈথুন করবে, তাববে এমন কারও কথা যার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হতো তার, সে মেয়েটির দিকে প্রেমময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। এভাবে স্বাভাবিকতা বজায় রাখবে– স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্য সবাই এমন উন্মাদ কেন?

এ কারণে হেইডি প্রশ্নটির জবাব দেয়নি : আপনি কখনও পরকীয়া করেছেন?

হেইডির জীবনে তার স্বামীই একমাত্র পুরুষ, যদিও সেক্স এখন তার কাছে অতীত মাত্র। তার স্বামী সঙ্গী হিসেবে চমৎকার, সৎ, উদার, রসিক, সংসার প্রতিপালনে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে, সবাইকে সে সুখী রাখতে চায়। মেয়েরা যেরকম পুরুষের স্বপ্ন দেখে, হেইডির স্বামী সেরকম একজন-আইডিয়াল স্বামী। তাই হেইডির মন খারাপ হয়ে যায় ভাবলে একদিন সে-ও পরপুরুষের কথা কল্পনা করেছিল।

পুরুষটির সঙ্গে সাক্ষাতের কথা মনে আছে হেইডির। সে ডাভোস শহরের টিলাগুলো থেকে ফিরছিল, হিমবাহের কারণে কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ট্রেন চলাচল। হেইডি বাড়িতে ফোন করে বলে দিয়েছিল যাতে কেউ তার জন্য দুশ্চিন্তা না করে। কয়েকটি পত্রিকা কিনে স্টেশনে বসে ছিল সময় কাটাতে।

এই সময় লোকটিকে লক্ষ করে হেইডি। তার পাশেই বসা ছিল সে। সঙ্গে রুকস্যাক এবং ব্যাগ। লোকটির চুলের রঙ ধূসর, রোদে পোড়া চামড়া, প্লাটফর্মে একমাত্র তাকেই মনে হচ্ছিল ট্রেন আসছে না বলে মোটেই উদ্বিগ্ন নয়। বরং হাসিমুখে চারপাশে চোখ বুলাচ্ছিল সে কারও সঙ্গে কথা বলার জন্য। হেইডি একটি পত্রিকা মেলে ধরেছিল পড়ার জন্য, এমন সময় লোকটি তার পাশে চলে আসে। হেইডি অন্যদিকে তাকাবারও ফুরসৎ পায়নি, লোকটিকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

হেইডি মৃদু গলায় বলতে যাচ্ছিল পত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ একটি লেখা ছেপেছে, ওটা তার পড়া দরকার। তার আগেই লোকটি কথা বলতে শুরু করে। জানায় সে একজন লেখক, ডাভোসে একটা বৈঠক করে ফিরছে, ট্রেনের দেরী মানে সে বাড়ি যাবার ফ্লাইট মিস করবে। জেনেভা পৌঁছার পরে হেইডি কি তাকে একটি হোটেল খুঁজে দিতে সাহায্য করতে পারবে?

হেইডি লক্ষ করছিল তাকে : লোকটি জানে সে প্লেন মিস করছে, তাকে অস্বস্তিকর একটি ট্রেন স্টেশনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, তারপরও সে এত হাসিখুশি থাকে কি করে?

লোকটি এমনভাবে আলাপ জুড়ে দিয়েছিল যেন তাদের পুরানো দোস্তী। সে কোথায় কোথায় ভ্রমণ করেছে তার বর্ণনা দিয়েছিল, বলেছিল রহস্যময়

সাহিত্যের কথা, যেসব নারীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে তাদের কথা। হেইডি মাঝে মধ্যে মাথা দোলাচ্ছিল এবং তাকে কথা বলতে দিচ্ছিল। লোকটি ক্ষমাও চাইছিল বেশি কথা বলছিল বলে, হেইডির কথা শুনতে চাইছিল। হেইডি শুধু বলেছে : 'আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ, আমার মধ্যে বিশেষ কিছু নেই।'

হঠাৎ হেইডি আবিষ্কার করে সে আশা করছে ট্রেন যেন আর না পৌঁছায় স্টেশনে। লোকটির সঙ্গে কথা বলতে তার এতই ভালো লাগছিল। সে এমন কিছু জিনিস আবিষ্কার করছিল যা শুধু উপন্যাসে পড়েছে। যেহেতু লোকটির সঙ্গে আর দেখা হবার সম্ভাবনা নেই, সে সাহস করে বলতে শুরু করে যেসব বিষয়ে নিজের আগ্রহ রয়েছে, সেসব বিষয়ে। জানায় স্বামীর সঙ্গে তার তেমন বনিবনা হচ্ছে না, একটা কঠিন সময়ের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে তাদের দাম্পত্য জীবন। হেইডি জানতে চায় কী করলে সে তার স্বামীকে সুখী করতে পারবে। লোকটি হেইডিকে কিছু মজার পরামর্শ দেয়, শোনায় একটি গল্প, তবে হেইডির স্বামী প্রসঙ্গে কথা বলতে তার অস্বস্তি হচ্ছিল।

'আপনি খুব দারুণ একজন নারী,' লোকটি বলেছিল হেইডিকে, এমন কথা কেউ বলেনি হেইডিকে।

প্রত্যুত্তরে কী বলবে বুঝতে পারছিল না হেইডি। লোকটি লক্ষ করছিল বিব্রত বোধ করছে হেইডি। সে তক্ষুনি মরুভূমি, পাহাড়, হারানো শহর, ঘোমটা পরা নারী, যোদ্ধা, জলদস্যু, জ্ঞানীগুণী মানুষ ইত্যাদি নিয়ে কথা বলে চলে যায় প্রসঙ্গান্তরে।

ট্রেন এসে পড়েছিল। ওরা দু'জন বসেছিল পাশাপাশি। হেইডির মনে হচ্ছিল সে আর বিবাহিত নারী নয় যার লেকের পাড়ে বাড়ি আছে, রয়েছে তিনটি সন্তান। নিজেকে তার অ্যাডভেঞ্চারার মনে হচ্ছিল, যেন প্রথমবার যাচ্ছে জেনেভায়। সে পাহাড় এবং নদী দেখছিল, লোকটির পাশে বসে ভালো লাগছিল ওর। এই লোকটির সঙ্গে তার বিছানায় যেতে ইচ্ছে করছিল। লোকটি তাকে কথা বলে মুগ্ধ করে দিচ্ছিল। ওই সকালে আটত্রিশ বছরের হেইডির কাছে মনে হচ্ছিল গোটা দুনিয়া বদলে গেছে, লোকটি তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে; দারুণ লাগছিল হেইডির।

হেইডির বয়স এখন পড়ন্ত শরতে, যখন সে ভাবছে সে যা চেয়েছে তা পেয়েছে, এমন সময় এ লোকটির আবির্ভাব ঘটে ট্রেন স্টেশনে এবং সে হেইডির জীবনে প্রবেশ করে কোনওরকম অনুমতির তোয়াক্কা না করে।

ওরা জেনেভায় নেমে পড়েছিল। হেইডি লোকটিকে একটি হোটেলে নিয়ে যায় (সস্তা হোটেল, বলেছিল লোকটি। কারণ সে পরদিন সকালেই চলে যাবে এবং সুইটজারল্যান্ডের বিলাসবহুল হোটেলে রাত কাটানোর মত পয়সা তার নেই); লোকটি হেইডিকে তার ঘরে যেতে অনুরোধ করে প্রত্যাশামত রুম পাওয়া গেছে কিনা দেখার জন্য। হেইডি তার প্রস্তাব গ্রহণ করে। তারা ঘরে ঢুকেই বন্ধ করে দেয় দরজা, চুমু খেতে থাকে উন্মাদের মতো, লোকটি টান মেরে খুলে ফেলে হেইডির পোশাক এবং- ডিয়ার গড!- নারী শরীরের সবকিছুই ছিল তার চেনা।

সারা বিকেল অসংখ্যবার ওরা প্রেম করেছিল। সাঁঝবেলায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হয়েছিল হেইডিকে : 'আমি বাড়ি যাব। আমার স্বামী অপেক্ষা করছে আমার জন্য।'

লোকটি একটি সিগারেট ধরিয়েছিল, নীরবতার মাঝে কেটে গিয়েছিল কয়েকটি মুহূর্ত। তবে ওদের কেউ পরস্পরকে 'বিদায়' বলেনি। হেইডি বিছানা ছেড়েছে, পেছন ফিরে তাকায়নি আর।

এই লোকটির সঙ্গে আর দেখা হবে না হেইডির। তার পড়ন্ত শরৎ বেলায় কয়েক ঘণ্টার জন্য সে বিশ্বস্ত স্ত্রী, গৃহবধূ, স্নেহময়ী মা, কর্তব্যনিষ্ঠ চাকুরের ভূমিকা থেকে সাধারণ নারীতে পরিণত হয়েছিল।

তার স্বামী কয়েকদিনই বলেছে হেইডিকে তার কেমন অন্যরকম লাগছে, সুখী না দুঃখী বুঝতে পারছিল না নাকি সে। তবে সপ্তা খানেকের মধ্যে সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে।

'মেয়েটাকে আমি বললেই পারতাম,' ভাবে হেইডি। 'তবে ব্যাপারটা হয়তো সে বুঝতে পারত না। কারণ সে এখনও এমন এক জগতে বাস করে যে জগতের মানুষ তার কাছে বিশ্বস্ত এবং প্রেমময়।'

মারিয়ার ডায়েরি থেকে :

আমি জানি না সে রাতে সে আমাকে দেখে কী ভেবেছিল। দরজা খুলে দেখেছিল দু'হাতে দুটো সুটকেস নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি দোরগোড়ায়।

'হেল্ট ওরি,' বললাম আমি। 'আমি থাকতে আসিনি। আমরা কি সাপারে যেতে পারি?

সে কিছুই বলল না, শুধু লাগেজ জোড়া নিয়ে নিল আমার হাত থেকে। 'কী হচ্ছে?' কিংবা 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি, এ ধরনের কোনও বাক্য না বলে সে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল, আমার শরীর স্পর্শ করছিল সে। আমার বুক, কুঁচকি ছুঁয়ে যাচ্ছিল তার হাত যেন এ মুহূর্তটির জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিল সে এবং ভয় পাচ্ছিল ভেবে মুহূর্তটি কোনওদিন আসবে না। সে আমার জ্যাকেট খুলে ফেলল, খুলল আমার ড্রেস, সম্পূর্ণ নগ্ন করে ফেলল আমাকে, এবং ওই হলঘরে, কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই, নিয়ম কানুনের ধার না ধেরে, কাজটা ভালো কী মন্দ বিবেচনা না করে, সদর দরজায় তখন হু হু করে বইছে শীতল সমীরণ, আমরা প্রথমবারের মত প্রেম করতে শুরু করলাম। ভেবেছিলাম ওকে থামতে বলি, আরামদায়ক কোনও জায়গা খুঁজে নিই প্রেম করার জন্য যাতে আমাদের সংবেদনশীলতার প্রখর রাজ্য আবিষ্কারের সময় পেয়ে যাই, একই সঙ্গে আমি চাইছিলাম ও আমার ভেতরে প্রবেশ করুক, কারণ ও-ই আমার জীবনে একমাত্র পুরুষ যার ওপর কখনও আমি আবিষ্কার ফলাতে যাইনি, যাবও না কোনওদিন। এ কারণেই আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে আমি ভালোবাসতে পারি এবং পেতে পারি অন্তত একটি রাতের জন্য যে রাতটি কোনওদিন আমার জীবনে আসেনি, কোনওদিন আসবেও না হয়তো।

ও আমাকে শুইয়ে দিল মেঝেতে, আমি প্রস্তুত হবার আগে, উত্তেজিত হবার আগেই আমার শরীরের ভেতরে প্রবেশ করল। ব্যথা পেলেও তা আমলে নিলাম না। বরং উপভোগ করলাম ব্যথাটা। কারণ সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল আমি তার এবং এজন্য আমার অনুমতির প্রয়োজন হয়নি তার। আমি ওখানে গিয়েছিলাম তাকে কিছু শেখাতে নয় কিংবা এটাও প্রমাণ করতে নয় যে আমি অন্য যে কোনও নারীর চেয়ে সংবেদনশীল এবং যৌনকাতর। আমি ওখানে গিয়েছিলাম 'হ্যাঁ' বলতে। হ্যাঁ, তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করতে পার।

প্রাচীনতম আসনে আমরা উপগত হই– আমি তার নিচে, আমার দু'পা ছড়ানো, সে আমার ওপরে কোমর নাড়ছে, পুরুষাঙ্গ ঢোকাচ্ছে এবং বের করছে, আমি তার দিকে তাকাই। গোঙানি বা শীৎকারের ভান করি না আমি। চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি প্রতিটি সেকেন্ড স্মরণে রাখার জন্য, দেখি তার চেহারার পরিবর্তন, আমার চুল মুঠো করে ধরেছে সে, আমাকে কামড় দিচ্ছে, চুমু খাচ্ছে। কোনও আদর নেই, কোনও প্রস্তুতি নেই, নেই সফিস্টিকেশন, সে স্রেফ আমার শরীরের মধ্যে এবং আমি তার আত্মার মাঝে।

সে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। দ্রুত এবং ধীরে, কখনও বা থেমে গিয়ে লক্ষ করছিল আমাকে, তবে আমি ব্যাপারটা উপভোগ করছি কিনা জানতে চায়নি। কারণ ও জানত একমাত্র এভাবেই ওই মুহূর্তে আমাদের দু'জনের আত্মার যোগাযোগ ঘটেছে। তার কোমরের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল আমি বুঝতে পারছিলাম এগারো মিনিটের সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। কিন্তু আমি চাইছিলাম এর যেন

অবসান না ঘটে, অনন্তকাল ধরে চলে। কারণ দারুণ লাগছিল আমার। শুধু, ঈশ্বর– সত্যি, দারুণ লাগছিল আমার। পুরোটা সময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিলাম দু'জনে। একটা সময় লক্ষ করলাম চোখে কেমন ঝাপসা দেখছি, আমরা যেন একটা ডাইমেনশনের মধ্যে প্রবেশ করছি যেখানে আমি মা, বিশ্ব মাতা, যেখানে দেখছি ব্রহ্মাণ্ড, প্রিয়জনদের, প্রাচীন সময়ের পতিতাদের, যাদের কথা বলেছিল সে আমাকে খোলা অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে।

আমি দেখলাম তার হয়ে আসছে। আমার হাত চেপে ধরল জোরে, ভয়ানক বেগে কোমর তুলছে সে, আর তখন সে চিৎকার করে উঠল– না, সে গুঙিয়ে ওঠেনি, দাঁতে দাঁত ঘষেনি, সে স্রেফ চিৎকার করে উঠল। গর্জে উঠল পশুর মত! আমার মনে হলো তার চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা না জানি আবার পুলিশে খবর দেয়। তবে তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ অসীম সুখের জোয়ারে ভাসছিলাম আমি, কারণ সময়ের যখন শুরু হয়েছিল তখন এমনটাই ঘটেছিল, যখন প্রথম পুরুষ প্রথম নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং প্রথমবার মত মিলিত হবার সময় তারাও এরকম চিৎকার দিয়ে উঠেছিল।

তারপর তার শরীর এলিয়ে পড়ল আমার গায়ে, মনে নেই কতক্ষণ সে ওভাবে শুয়ে ছিল, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলাম আমরা; আমি তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম, এরকমটি করেছিলাম এর আগে মাত্র একবার, সেই রাতে, হোটেল রুমের অন্ধকারে। টের পাচ্ছিলাম তার হৃৎপিণ্ডের উন্মাদের মত ধুকপুকানি ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে; সে আমার গায়ে হাত বোলাতে লাগল, আমার শরীরের সবগুলো লোম দাঁড়িয়ে গেল।

শরীরের সমস্ত ওজন চাপিয়ে দিয়েছিল সে আমার গায়ে। এবার গড়িয়ে সরে গেল। আমরা পাশাপাশি শুয়ে থাকলাম। দৃষ্টি নিবদ্ধ ছাদের দিকে, দেখছি ঝাড়বাতি এবং তার জ্বলন্ত তিনটে ভালব।

'শুভ সন্ধ্যা,' বললাম আমি।

সে আমার দিকে সরে এল যাতে তার বুকে মাথা রাখতে পারি। দীর্ঘসময় আদর করল সে আমাকে, তারপর বলল, 'শুভ সন্ধ্যা।'

'প্রতিবেশীরা নিশ্চয় সব টের পেয়েছে,' বললাম আমি। এরপর কী বলব ভেবে পেলাম না। কারণ 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' জাতীয় কথা বলার কোনও মানে হয় না। সে জানে আমি তাকে ভালোবাসি, আমিও জানি।

'দরজা দিয়ে প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস আসছে,' বলল সে।

'ভালোই লাগছে।

'চলো, কিচেনে যাই।'

সিধে হলাম আমরা। লক্ষ করলাম সে এমনকী ট্রাউজারও খোলেনি, গায়ে যেমন পোশাক ছিল তেমন আছে, শুধু প্যান্টের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে পুরুষাঙ্গ। আমি জ্যাকেট পরলাম। গেলাম কিচেনে। সে কিছু কফি বানাল; ধ্বংস করল একজোড়া সিগারেট। আমি একটা খেলাম। টেবিলে বসে সে বলল, 'ধন্যবাদ,' মুখে নয়, চোখ দিয়ে।

আমিও বললাম, 'ধন্যবাদ।' তবে আমার মুখও বন্ধ রইল।

অবশেষে সাহস করে সুটকেসের কথা জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি কাল দুপুরে ফিরে যাচ্ছি ব্রাজিলে।'

'যেয়ো না,' বলল সে।

'কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।'

যদি না যাই সে ভাবেব আমাদের এ সম্পর্ক স্থায়ীত্বে মোড় নেবে। কিন্তু তা হবার নয়; এটা একটি তরুণী মেয়ের স্বপ্নের অংশ বিশেষ যে দূর দেশে বাস করে, যে বড় একটি শহরে আসে, মুখোমুখি হয় নানান প্রতিকূলতার তবে খুঁজে পায় তার ভালোবাসার মানুষটিকে, আমার কঠিন সময়ের সুখী সমাপ্তি এভাবেই ঘটছে, ইউরোপের কথা যখন মনে পড়বে আমি মনে করব সেই মানুষটির কথা যার প্রেমে পড়েছিলাম এবং যে সবসময় আমার থাকবে, কারণ আমি তার আত্মার মাঝে প্রবেশ করেছি।

ওহ্, র‍্যালফ, তোমার ধারণা নেই আমি কতটা ভালোবাসি তোমাকে। হ্যাঁ, তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি আমি। এত ভালো জীবনেও কাউকে বাসিনি। এজন্যই চলে যাচ্ছি আমি। কারণ যদি এখানে থাকি, আমার স্বপ্ন রূপ নেবে বাস্তবে, আকাঙ্ক্ষার ওপর অধিকার জন্মাবে, তোমার জীবনটাকে চাইব আমার মত করে... সংক্ষেপে ভালোবাসার সবকিছুর রূপান্তর ঘটবে ক্রীতদাসত্বে। তার চে' এই-ই ভালো– স্বপ্ন স্বপ্ন হয়ে থাকুক।

'তোমার তো রেতঃপাত হয়নি,' বলল সে, প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইল সে সাবধানে। আমাকে হারাতে ভয় পাচ্ছে ও, ভাবছে আমার মত বদলানোর জন্য সারাটা রাত পাবে।

'না, হয়নি, তবে অনেক আনন্দ পেয়েছি।'

'কিন্তু তোমার অর্গাজম হলে ভালো হতো।'

'অর্গাজম হবার ভান করতে পারতাম তোমাকে খুশি করার জন্য। কিন্তু তা চাইনি আমি। র‍্যালফ হার্ট, তুমি আমাকে

সাপোর্ট দিয়েছ, সাহায্য করেছ। হ্যাঁ, অর্গাজম হলে ভালো হতো, তবে হয়নি। তবে ওই শীতল মেঝে, তোমার উষ্ণ শরীর, যে শক্তিতে তুমি আমার ভেতরে প্রবেশ করেছিলে, সবই ভালো লেগেছে আমার।

'আমি আজ লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম বই ফেরত দিতে। লাইব্রেরিয়ান জানতে চেয়েছিল আমি আমার পার্টনারের সঙ্গে সেক্স নিয়ে কথা বলি কিনা। আমি ভাবছিলাম তাকে জিজ্ঞেস করি : কীসের পার্টনার? কী ধরনের সেক্সের কথা আপনি বলছেন? কিন্তু জিজ্ঞেস করিনি। কারণ মহিলার সঙ্গে রেগে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না আমার। মহিলাকে বেশ ভালো লাগে আমার।

'জেনেভায় আসার পরে সত্যিকার অর্থে দু'জন পার্টনার পেয়েছি আমি : একজন আমাকে জাগিয়ে তুলেছিল। অপরজন তুমি যে আমাকে অনুভব করতে শিখিয়েছে আমি পৃথিবীর একটা অংশ। আমি তোমাকে শেখাতে চাই আমার শরীরের কোথায় স্পর্শ করতে হবে, কতটা চাপ প্রয়োগ করতে হবে, কতক্ষণ ধরে এবং আমি জানি এটাকে তুমি সমালোচনা হিসেবে নেবে না বরং আমাদের মধ্যেকার যোগাযোগ হিসেবে গ্রহণ করবে ব্যাপারটিকে। ভালোবাসার আর্ট তোমার পেইন্টিংয়ের মতো, এতেও কলা কৌশলের দরকার হয়, প্রয়োজন হয় ধৈর্য এবং সবার ওপরে প্রাকটিস। এর মধ্যে দরকার ঔদার্য, সাহস।'

আমার ভেতরকার শিক্ষকটি আবার ফিরে আসছিল। যদিও আমি এটা চাইছিলাম না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে জানে র‍্যালফ। সে তিন নম্বর সিগারেটটি ধরাল। বলল :

'প্রথমত, তুমি আজ রাতে এখানে থাকছ।'

অনুরোধ নয়, এটা একটা আদেশ।

'দ্বিতীয়ত, আমরা আবার প্রেম করব, তবে এবারে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছাড়া, তীব্র কামনা নিয়ে। আর সবশেষে বলতে চাই, তুমি পুরুষদের ভালো বুঝতে পার বলে আমি তোমাকে পছন্দ করি।'

পুরুষদের ভালো বুঝতে পারি? আমি প্রতিটি রাত তাদের সঙ্গে কাটাই : শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, এশিয়, ইহুদি, মুসলিম, ক্যাথলিক, বুদ্ধিস্ট। র‍্যালফ এ কথা জানে না?

'হ্যাঁ, তুমি পুরুষদের ভালো বুঝতে পার,' আমার চেহারায় সন্দেহ ফুটে উঠেছে দেখে কথাটা আবার বলল র‍্যালফ। 'তুমি তোমার ফিমেল সেক্সুয়ালিটি নিয়ে কথা বল, তোমার শরীর খুঁজে দেখতে আমাকে সাহায্য কর, তুমি ধৈর্য ধর, সময় নাও। এসব ব্যাপারে আমি একমত। কিন্তু তোমার কি কখনও এরকম মনে হয়েছে যে আমরা আলাদা?

'আমাদের যখন পরিচয় হলো, তোমাকে আমি অনুরোধ করেছিলাম আমাকে সেক্স শেখাতে, কারণ সকল যৌন কামনা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। কেন জানো? কারণ নির্দিষ্ট একটা বয়সের পরে প্রতিটি যৌন সম্পর্কের অবসান ঘটেছিল ক্লান্তি এবং হতাশায়। কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম যে নারীদেরকে আমি ভালোবাসি তারা আমাকে যে পরিমাণ তৃপ্তি দিয়েছে আমি তেমনটি দিতে পারিনি তাদেরকে।

'আমার সাহস হয়নি বলতে : তোমার শরীর দেখাও। কিন্তু তোমার সঙ্গে যখন পরিচয় হলো, তোমার ভেতরে আলো দেখলাম, তোমাকে তৎক্ষণাৎ ভালোবেসে ফেললাম। এবং ভাবলাম জীবনের এই সন্ধিক্ষণে নিজের প্রতি এবং যে সব মহিলাদের আমার পাশে চেয়েছি তাদের প্রতি সৎ হলে আমার হারাবার কিছু নেই।'

সিগারেটটার স্বাদ দারুণ লাগছিল মুখে। ওকে মদ দেব কিনা ভাবছিলাম, কিন্তু আলোচনার সুতো ছিঁড়ে যাবার ভয়ে উঠলাম না।

'পুরুষ কেন কেবল সেক্সের চিন্তাই করে? কেন তুমি যা করেছ তা করে না এবং আমার অনুভূতির ধার ধারে না?'

'তোমাকে কে বলল আমরা শুধু সেক্স নিয়ে চিন্তা করি? বরং বছরের পর বছর আমরা নিজেদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে সেক্স আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পতিতা কিংবা কুমারীর কাছ থেকে প্রেম করতে শিখি; যারা শুনতে চায় তাদেরকে বলি আমাদের গল্প। তবে একটা কথা কি জানো? আমরা আসলে কিছুই বুঝি না। আমরা ভাবি সেক্স এবং রেতঃপাত একই জিনিস। কিন্তু আসলে তা নয়। আমরা শিখতে পারি না কারণ নারীদের বলার সাহস হয় না: তোমার শরীর দেখাও। আমরা শিখতে পারি না কারণ নারীদের বলার সাহস হয় না : এই আমি। আমরা আটকা পড়ে থাকি প্রাচীন সারভাইভাল ইন্সটিংক্টের মাঝে। তুমি জানো পুরুষের কাছে সেক্সের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কী?'

টাকা অথবা ক্ষমতা, ভাবলাম আমি। তবে মুখে বললাম না কিছুই।

'স্পোর্ট। কারণ পুরুষ আরেকটি পুরুষের শরীর বুঝতে পারে। খেলাধুলা হলো দু'টি শরীরের সংলাপ যা পরস্পরকে বুঝতে পারে।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ।'

'হতে পারে। তবে আমি ভুল বলছি না। তুমি যাদের সঙ্গে বিছানায় গেছ সে সব পুরুষের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে কখনও ভেবেছ?'

ভেবেছি। তারা সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সবাই ভীতুর ডিম।'

'আসলে ওরা সত্যি জানে না ওরা কী করছে। ওরা শুধু জানে সমাজ, বন্ধু-বান্ধব এবং নারী ওদের কী বলছে এবং সেটাই ওদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সেক্স, সেক্স, সেক্স। এটাই জীবনের ভিত্তি। এটাই তারা ভাবে।

যথেষ্ট হয়েছে। আমি ওকে সেক্সের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম নিজেকে প্রটেক্ট করার জন্য। এখন দেখছি সে-ও একই কাজ করছে। আমরা একে অন্যকে যতই প্রভাবিত বা মুগ্ধ করার চেষ্টা করি না কেন, কাজটা নেহায়েত বোকার মত হয়ে যাচ্ছে।

শুরুতে সবকিছুই ছিল ভালোবাসা এবং সমর্পণের বিষয়। তারপর আবির্ভাব ঘটল সাপের। সে ইভকে বলল : তুমি সমর্পণ করেছ কী হেরে যাবে। আমার ক্ষেত্রেও এখন তা-ই ঘটছে- ভুলে পড়ার সময় স্বর্গ থেকে আমাকে টেনে নামানো হয়, তারপর থেকে, আমি সাপকে বলার উপায় খুঁজছি যে সে ভুল বলেছে। কিন্তু শেষে দেখেছি সাপের কথাই ছিল ঠিক।

আমি উবু হয়ে বসলাম। র‍্যালফের পোশাক খুললাম একে একে। ওর পুরুষাঙ্গ ঘুমিয়ে আছে। শান্ত, অনুত্তেজিত। আমি ওর পায়ে চুমু খেতে লাগলাম। আস্তে আস্তে সাড়া দিতে লাগল র‍্যালফের পুরুষাঙ্গ। হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম ওটা। তারপর মুখে পুরে নিলাম। লক্ষ করলাম উত্তেজিত হয়ে উঠছে ও। আমার স্তন বৃন্তে হাত বোলাতে লাগল। বোঁটার চারপাশে আঙুল দিয়ে বৃত্ত আঁকছে যেভাবে হোটেল রুমের অন্ধকারে বসে করেছিল। আবার দু'পায়ের ফাঁকে ওকে যেন গ্রহণ করি তা-ই চাইছে।

আমার পা থেকে জ্যাকেট খুলল না র‍্যালফ, টেবিলের ওপর উপুড় করে শোয়াল তবে পা এখনও মেঝেতে।

পেছন থেকে ও এবার প্রবেশ করল। এবারে আস্তে আস্তে , কোনও তাড়া নেই। কারণ আমাকে হারাবার ভয় নেই ওর। র‌্যালফও বুঝতে পারছে এটা একটা স্বপ্ন, সব সময় স্বপ্ন হয়েই থাকবে, কখনও মোড় নেবে না বাস্তবে।
আমি ওর পৌরুষের স্পর্শ পেলাম শরীরের ভেতর। ওর হাত খেলা করছে আমার বুকে, আমার নিতম্বে, এমনভাবে স্পর্শ করছে আমাকে যেভাবে নারীই কেবল জানে স্পর্শ করতে। আমি তখন বুঝতে পারলাম আমাদের আসলে জন্ম হয়েছে পরস্পরের জন্য।
র‌্যালফ যখন আমার শরীরের ভেতরে প্রবেশ করছে এবং আমাকে স্পর্শ করছে, তখন অনুভব করলাম এটা শুধু আমাকে নিয়েই করছে না ও, সারা ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে করছে।
হঠাৎ বিরতি নিল র‌্যালফ। ওর হাত অবশ্য দ্রুত নড়াচড়া করে চলছে আমার গায়ে। ইতিমধ্যে একবার দু'বার নয়, পরপর তিনবার রাগ মোচন হয়ে গেছে আমার, ইচ্ছে করল ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিই কারণ তৃপ্তির বেদনা এমন প্রচণ্ড যে রীতিমত লাগছিল আমার। কিন্তু নিজেকে সংযত করলাম : ব্যাপারটা এরকমই ভেবে গ্রহণ করলাম আমি, এভাবে আবার রতিতৃপ্তি পাব আমি, একবার, দু'বার, তিনবার...
...হঠাৎ এক ধরনের আলোর বিস্ফোরণ ঘটল আমার ভেতরে। আমি যেন আর আমি নই, সবাইকে ছাড়িয়ে গেছি। তার হাতের ছোঁয়ায় চতুর্থ বার অর্গাজম হলো আমার, আমি এমন একটা জায়গায় প্রবেশ করলাম যেখানে শুধুই শান্তি। পঞ্চমবার রাগমোচনে আমি যেন ঈশ্বরকে জানতে পারলাম। তখন টের পেলাম সে আমার ভেতরে? আমি শীৎকার করে উঠলাম। ওহ্, গড! এবং নিজেকে সমর্পণ করলাম স্বর্গ অথবা নরকে; কোথায় জানি না।

ওটা স্বর্গ। আমি পৃথিবী, পাহাড়, বাঘ, নদী, যে নদী প্রবাহিত হয় লেকে, লেক, যা হয়ে ওঠে সাগর। দ্রুত শরীর দোলাচ্ছে র‍্যালফ, বেদনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সুখ, আমি বলতে পারতাম, 'আমি আর সইতে পারছি না, কিন্তু বলাটা উচিত হতো না, কারণ তখন আমি এবং সে মিলে হয়ে উঠেছিলাম একজন।

যতক্ষণ ইচ্ছে তাকে আমার শরীরে প্রবেশ করতে দিলাম, তার নখ বসে গেল আমার নিতম্বে, আমার মুখ নিচু হয়ে আছে কিচেন টেবিলের ওপরে, ভাবছিলাম প্রেম করার জন্য পৃথিবীতে এরচে' ভালো জায়গা হয় না। ক্যাচকোচ শব্দ করে উঠল টেবিল, তার নিশ্বাস হয়ে উঠল দ্রুততর, তার নখের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি আমি, যোনি দিয়ে প্রবলভাবে ধাক্কা দিচ্ছি তার পুরুষাঙ্গে, মাংসের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে মাংস, হাড়ের সঙ্গে হাড়, আবার রেতঃপাত হতে চলেছে আমার, গুর ও।

'কাম অন!'

সে জানে সে কী বলছে, আমি জানি চরম মুহূর্ত উপস্থিত; আমার গোটা শরীর হঠাৎ ঢিলে হয়ে আসে– আমি আর কিছু শুনছিলাম না বা দেখছিলাম না– আমি শুধু অনুভব করছিলাম।

'কাম অন!'

একই সঙ্গে দু'জনের হয়ে গেল। এ এগারো মিনিট নয়, এ হলো অনন্তকাল, আমরা যেন স্বর্গের বাগানে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। আমি নারী এবং পুরুষ, সে নারী এবং পুরুষ। কতক্ষণ এরকম চলছিল জানি না, তবে সবকিছু যেন নীরব হয়ে গিয়েছিল, যেন ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবন পবিত্র, নামহীন, সময়হীন কিছুতে রূপান্তর ঘটেছে।

কিন্তু প্রত্যাবর্তন ঘটল সময়ের। তার চিৎকার শুনতে পেলাম আমি। আমিও তার সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম।

টেবিলটা মেঝেতে ঠকঠক শব্দ তুলবে। কে কী ভাবল তা মোটেই গ্রাহ্য করছি না আমরা।

হঠাৎ আমার শরীর থেকে বিযুক্ত হলো সে, হেসে উঠল। আমি ফিরলাম তার দিকে। আমিও হেসে উঠলাম। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম যেন জীবনে এই প্রথম দু'জনে প্রেম করেছি।

'আমাকে দোয়া করো,' বলল সে।

আমি তাকে দোয়া করলাম। যদিও জানি না ঠিক কী করছি। ওকেও বললাম আমাকে দোয়া করতে। সেও করল। বলল, ' দোয়া করছি এই নারীকে যে অনেক ভালোবাসতে পারে।' এত ভালো লাগল ওর কথাগুলো! আমরা আবার পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলাম।

দু'জনের কেউই ক্লান্ত নই। লিভিং রুমে চলে এলাম আমরা। সে একটা রেকর্ড চালিয়ে দিল। তারপর আগুন জ্বালল ফায়ার প্লেসে, আমার জন্য খানিক ওয়াইন ঢেলে দিল। এরপর একটা বই খুলে আবৃত্তি করতে লাগল :

A time to be born, and a time to die;
A time to plant, and a time to pluck up that which is planted;
A time to kill, and a time to heal;
A time to break down, and a time to build up ;
A time to weep, and a time to laugh;
A time to mourn, and a time to dance;
A time to cast away stones, and a time to gather stones together;
A time to embrace, and a time to refrain form embracing;
A time to ge, and a time to lose;

A time to keep, and a time to cast away;
A time to rend, and a time to sew;
A time to keep silence, and a time to speak;
A time to love, and a time to hate;
A time of war, and a time of peace.

ওর আবৃত্তি শুনে মনে হলো এ যেন বিদায়ের কবিতা। তবে আমার জীবনের মধুরতম বিদায়।
ওকে আবার আলিঙ্গন করলাম আমি। সে-ও জড়িয়ে ধরল আমাকে। আমার আগুনের পাশে, কার্পেটের ওপর শুয়ে রইলাম। তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট।
'তুমি একটা পতিতার প্রেমে পড়লে কেন?'
'আমি ওই সময় বুঝতে পারিনি। তবে তখন থেকে বহুবার ভেবেছি বিষয়টা নিয়ে। ভেবে দেখলাম তোমার শরীর তো আর শুধু আমি জানছি না, কাজেই তোমার আত্মা আমার জয় করতে হবে।
'তুমি ঈর্ষান্বিত হওনি?'
'তুমি বসন্তকে বলতে পার না : "তুমি এসো, যতদিন সম্ভব থাকো।" তুমি শুধু বলতে পার 'তুমি এসো, তোমার আশা দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করো এবং যতদিন পারো থাকো।"
কথাগুলো হারিয়ে গেল বাতাসে। কিন্তু আমি কথাগুলো শুনতে চাই। ওর-ও বলার প্রয়োজন আছে। আমার ঘুম আসছে। জানি না কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম, না, কোনও মানুষ নয়, দেখলাম সুগন্ধীর মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছি আমি।



বত্রিশ

ঘুম থেকে জেগে মারিয়া দেখে খোলা জানালা দিয়ে রোদ আসছে। সে সিধে হলো, পা বাড়াল কিচেনের দিকে। কফি বানাল। হলঘরে তাকাতে চোখে পড়ল সুটকেস দুটো। সে ইচ্ছে করলে এখানে থেকে যেতে পারে। তার তো হারাবার কিছু নেই। তার কাল রাতে শোনা কবিতার দুটি ছত্র মনে পড়ল : A time to weep, and a time to laugh.

তবে এ কবিতার আরেকটি লাইন ও চমৎকার : 'a time to embrace, and a time to refrain from embracing'

কফি বানিয়ে কিচেনের দরজা বন্ধ করল মারিয়া। ফোন করে ট্যাক্সি পাঠাতে বলল। কাপড় পরল, সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আশা করেছিল র‍্যালফ জেগে উঠবে এবং তাকে থেকে যেতে বলবে।

কিন্তু ঘুম ভাঙল না র‍্যালফের। বাইরে, ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছে মারিয়া, এক জিপসী এগিয়ে এল হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে।

'নেবেন একটা?'

মারিয়া একটা তোড়া কিনল। শরৎ আসছে, গ্রীষ্ম বিদায় নিচ্ছে,

ফুলগুলো তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। জেনেভার ক্যাফেগুলোর বাইরের টেবিলগুলো আবার ভরে উঠবে লোকে, লোকারণ্য হয়ে উঠবে পার্ক, মানুষ যাবে সূর্য স্নানে। তবে মারিয়ার এতে কিছু এসে যায় না : সে চলে যাচ্ছে কারণ যাওয়াই মনস্থির করেছে সে এবং এজন্য আফসোসের কোনও কারণ নেই। এয়ারপোর্টে চলে এল মারিয়া, আরেক কাপ কফি পান করল, অপেক্ষা করতে লাগল প্যারিসের ফ্লাইটের জন্য। সারাক্ষণ মন আচ্ছন্ন থাকল র‍্যালফের চিন্তায়। হয়তো সে যে কোনও মুহূর্তে হাজির হয়ে যাবে বিমান বন্দরে। ঘুমাবার আগে মারিয়া তাকে বলেছিল কোন্ ফ্লাইটে সে যাচ্ছে। সিনেমায় সবসময় এরকম ঘটে : একেবারে শেষ মুহূর্তে নায়িকা প্লেনে চড়তে যাচ্ছে এমন সময় নায়ক ছুটে আসে তার কাছে, নায়িকাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়, ফিরিয়ে নিয়ে যায় তার নিজের জগতে। তারপর পর্দায় ফুটে ওঠে 'সমাপ্ত' কথাটি। এবং দর্শক জানতে পারে এরপর থেকে নায়ক-নায়িকা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকবে।

'ছবি কখনও বলতে পারে না আগামীতে কী ঘটবে,' ভাবল মারিয়া। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে ও। সিনেমায় আসল সত্য কখনও দেখায় না। বাস্তব পৃথিবী শুরু হবার আগেই শেষ হয়ে যায় সিনেমা। সিনেমা নিয়ে না ভাবাই ভালো।

মারিয়া পত্রিকা পড়তে লাগল। একে একে তিনটা পত্রিকা শেষ করল সে। অবশেষে তার ফ্লাইটের কথা ঘোষণা করা হলো। প্লেনে উঠে পড়ল মারিয়া। যখন সীটবেল্ট বাঁধছে তখনও নায়কের আগমনের কথা কল্পনা করছিল ও। ভাবছিল এখন ওর কাঁধে হাত পড়বে, সে ঘুরে দেখবে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে র‍্যালফ।

কিন্তু কিছুই ঘটল না।

জেনেভা থেকে প্যারিসে যাবার স্বল্প দূরত্বটুকু বিমানে বসে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল মারিয়া। বাড়ি ফিরে কী বলবে ঠিক করেনি এখনও। তবে ওর বাবা নিশ্চয় মেয়েকে ফিরে আসতে দেখে খুশি হবেন।

প্লেন অবতরণ করার সময় ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল মারিয়ার। অনেকক্ষণ ধরে রানওয়েতে পড়ল বিমান। ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট মারিয়াকে

এসে বলল ওকে টার্মিনাল বদলাতে হবে। কারণ ব্রাজিলগামী প্লেন ছাড়বে টার্মিনাল 'F' থেকে, মারিয়া আছে টার্মিনাল 'C' তে। তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই : দেরি হবে না বিমান ছাড়তে, মারিয়ার হাতে সময়ও থাকছে প্রচুর। মারিয়া যদি গন্তব্যে যেতে না পারে, গ্রাউন্ড স্টাফ তাকে চিনিয়ে দেবে রাস্তা।

মারিয়া ভাবল একটা দিন সে প্যারিসে কাটিয়ে দেবে কিনা। কয়েকটা ছবি তুলবে। লোকজনকে বলতে পারবে সে প্যারিসেও গিয়েছে। তবে চিন্তা করার জন্য সময় দরকার ওর, একা থাকা দরকার, গত রাতের স্মৃতি মনের গভীরে পুঁতে রাখবে মারিয়া যাতে যখন ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা যায় স্মৃতিগুলোকে। হ্যাঁ, একটা দিন প্যারিসে থাকলে মন্দ হয় না। ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টকে জিজ্ঞেস করল ব্রাজিলের পরবর্তী ফ্লাইট কখন।

ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট মারিয়ার টিকেট দেখতে চাইল। বলল ওর যাত্রা বিরতি করার কোনও অবকাশ নেই। মারিয়া নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল একাকী এত সুন্দর শহর দেখতে গেলে বরং হতাশই হবে সে।

প্লেন থেকে নামল মারিয়া। গেল সিকিউরিটি চেকিংয়ে। তার লাগেজ সরাসরি পরের প্লেনে চলে যাবে। কাজেই জিনিসপত্র নিয়ে চিন্তা করতে হবে না মারিয়াকে।

খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এল যাত্রীরা। কোলাকুলি করল তাদের পরিবারের সঙ্গে। মারিয়া দৃশ্যটা না দেখার ভান করল যদিও ভেতরে একাকীত্ব বোধটা ঠিকই জেগে উঠছে।

'প্যারিস সব সময় আমাদেরই থাকবে।'

পেছন থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। এ কণ্ঠ ট্যুরিস্ট গাইড কিংবা ট্যাক্সি ড্রাইভারের নয়। গলাটা শুনে কেঁপে গেল মারিয়ার পা।

'প্যারিস সবসময় আমাদেরই থাকবে?'

'এটা আমার প্রিয় একটি ছবির উক্তি। তুমি আইফেল টাওয়ার দেখবে?'

ও, হ্যাঁ, অবশ্যই দেখবে মারিয়া। র‍্যালফের হাতে একগুচ্ছ গোলাপ, চোখে জ্বলজ্বল করছে আলো, যে আলো প্রথম দিন দেখেছিল মারিয়া, যখন ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে বাইরে বসিয়ে ওর ছবি আঁকছিল র‍্যালফ।

'তুমি এখানে এলে কী করে?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া। নিজের বিস্ময় ও আনন্দটুকু গোপন করল না। জবাবের প্রত্যাশাও সে করে না। তার এখন শুধু দরকার নিশ্বাস নেয়ার জায়গা।

'জেনেভা এয়ারপোর্টে দেখলাম পত্রিকা পড়ছ। তোমার কাছে আসতে পারতাম। কিন্তু আমি আসলে ততটা রোমান্টিক নই। ভাবলাম প্যারিস যাবার নেক্সট শাটল ট্রেনটা ধরি। এখানে ঘণ্টা তিনেক ঘুরে বেরিয়েছি, বারবার অ্যারাইভাল স্ক্রিনে তাকিয়েছি কখন তোমার প্লেন আসবে, কিছু ফুল কিনলাম, 'ক্যাসাব্লাঙ্কা' ছবিতে রিক তার প্রেমিকাকে যা বলেছিল তোমাকে তা-ই বলব ভাবলাম। এবং তোমার চেহারায় ফুটে উঠুক চাইলাম নিখাদ বিস্ময়। আমি নিশ্চিত তুমি এমনটাই আশা করেছিলে, আমাকে প্রত্যাশা করছিলে। সিনেমার মতো আমরাও রোমান্টিক হতে পারি, কী বলো?'

কী বলবে ভেবে পেল না মারিয়া। ভাবল কপালে যা-ই লেখা থাকুক, আবার সে ঝুঁকিটা নেবে।

মারিয়া চুমু খেল র‍্যালফকে, সিনেমা পর্দায় 'সমাপ্ত' লেখার পরে কী ঘটে তা এখন তার কাছে অর্থহীন।

তবে, কেউ যদি কখনও মারিয়ার গল্প বলতে চায় সে অনুরোধ করবে শুরুটা যেন হয় রূপকথার গল্পের মতো :

এক দেশে ছিল এক...

* * *

ইলেভেন মিনিটস সম্পর্কে পাঠক-প্রতিক্রিয়া

পাওলো কোয়েলহো'র বইগুলো সারা বিশ্বে পেয়েছে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা। তাঁর বই চল্লিশটিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'ইলেভেন মিনিটস'ও তার ব্যতিক্রম নয়। এ বই সম্পর্কে তাঁর ভক্ত-পাঠকরা নানান প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এখানে ইন্টারনেট থেকে পাওয়া বাছাইকৃত কিছু পাঠক-প্রতিক্রিয়া ছাপা হলো।

এ বই পড়ে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে!

— *জাতা*

হাই... এই প্রথম বই সমালোচনার মত কঠিন একটি কাজ করছি আমি। আমি জানি বিশ্লেষণের জন্য সৃজনশীলতা দরকার, যা আমার নেই... তবু লেখার চেষ্টা করছি... ইলেভেন মিনিটস পড়ে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে! দারুণ!

পড়তে খুব মজা লাগল

— *কোজিন*

শুরুটা তেমন ভালো লাগেনি... বরং বিরক্তিকরই মনে হয়েছে। হয়তো আপনার বইটা ছুঁড়ে ফেলতেই ইচ্ছে করবে... কিন্তু মূল চরিত্র যখন পতিতাবৃত্তিতে প্রবেশ করে, গল্পে শুরু হয়ে যায় চমক। তখন পড়তে খুব মজা লাগে... দ্য আলকেমিস্ট-এর মতই মজার বই এটা।

আমার বান্ধবীর জন্য...

— *চক্রানক*

আমার বান্ধবী এ বইটি আমাকে পড়তে বলেছিল। প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য চমৎকার একটি বই ইলেভেন মিনিটস। এক কথায় চমৎকার একটি উপন্যাস! সুপার!! যারা সেক্স আবিষ্কার করতে চায় তাদের জন্য এ বই। আমি এ লেখকের অন্যান্য বইগুলোও কিনব।

কখনও সমাপ্ত হবার নয় ইলেভেন মিনিটস

— লমিত-সিনহা

আমার প্রিয় লেখক পাওলো কোয়েলহো। তাঁর সব বই আমি পড়েছি। ইলেভেন মিনিটস পড়ে মনে হয়েছে এ গল্প যেন কখনও শেষ হবার নয়। দারুণ !

— অর্পণ রজনী

পাওলোর গল্প বলার দুর্দান্ত স্টাইলটি এ বইতে খুব ভালোভাবে ফুটে উঠেছে। মারিয়া নামে এক পতিতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এ কাহিনী। সেক্স-এর পবিত্র দিকটি নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে বইতে। তবে একে ইরোটিক বলা যাবে না। এটি একটি দারুণ বই!

নিজেকে আবিষ্কার করার বই

— শ্রী নিখিলব

'এক দেশে ছিল এক পতিতা, নাম তার মারিয়া' গল্পের এ শুরুটাই দারুণভাবে নাড়া দেয় পাঠককে। এ যেন নিজেকে আবিষ্কার করার বই...

শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য

— জোসেফ অ্যালেক্স

এক দেশে ছিল এক পতিতা। নাম তার মারিয়া। গল্পের শুরুটা এরকম। হ্যাঁ, এটি এক পতিতার কাহিনী। আমি ব্যাঙ্গালোর-এর এমজি রোডের ফুটপাথ থেকে বইটি কিনেছি। বইয়ের নামটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি পুরোপুরি প্রাপ্তবয়স্ক উপন্যাস।

কোয়েলহোর সেরা বই

— দ্য গুড জ্যাক

আমি মনে করি ইলেভেন-মিনিটস পাওলো কোয়েলহোর সেরা বই। আমি তার আলকেমিস্ট পড়েছি। ওই বইটি ছিল দারুণ, অতুলনীয়। তাঁর ভেরোনিকা ডিসাইডস টু ডাইসহ অন্যান্য বইগুলো পড়েছি। তবে আমাকে সবচেয়ে ছুঁয়ে গেছে ইলেভেন মিনিটস।

যৌনতার খোঁজে

— নিকুঞ্জণ

পাওলো কোয়েলহোর খুব একটা ভক্ত কোনওকালেই ছিলাম না আমি। তবে গত সপ্তাহে ভ্রমণ করতে গিয়ে ইলেভেন মিনিটস-এ একদম ডুবে যাই আমি। এর আগে দ্য আলকেমিস্ট, ভেরোনিকা ডিসাইডস টু ডাই পড়েছি। ভালো লাগেনি। তবে এ বইটি খুব ভালো লেগেছে।

অসাধারণ!

— ভিএন প্রবীণ

ইলেভেন মিনিটস পড়ার সময় মনে হয়েছে আমি যেন মরুভূমির মাঝে হেঁটে বেড়াচ্ছি মরুদ্যানের খোঁজে। হ্যাঁ, চূড়ান্তে যখন পৌঁছাবেন, কিছু একটা পাবেন আপনি। আমার অনেকদিন লেগেছে বইটি শেষ করতে। কারণ প্রতিটি পাতা আয়েশ করে পড়েছি। এত সুন্দর লেখা...
ধরলে শেষ না করে ওঠার উপায় নেই

— শিল্পা বৈদ্য

হাই। আমি স্যার পাওলো কোয়েলহোর একজন অন্ধ ভক্ত। সেই আলকেমিস্ট থেকে... আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি ইলেভেন মিনিটস তাঁর মাথার মুকুটে একটি সাফল্যের পালক গুঁজে দিয়েছে। মারিয়া, তার নিয়তি... স্বপ্নের রাস্তায় যাত্রা... নতুন দিকে যখন মোড় নেয় জীবন... সব মিলে এ বই ধরলে শেষ না করে ওঠার উপায় নেই।
আরেকখানা মাস্টারপিস

— স্যার গোজ

বিখ্যাত লেখক কোয়েলহোর আরেকখানা মাস্টারপিস ইলেভেন মিনিটস। এ লেখকের হাতে জাদু আছে, আছে অসম্ভব সারল্য, তিনি এমন কিছু দিয়েছেন যাতে বিকৃত হয়ে ওঠে জীবন। যদিও মূল চরিত্র এক পতিতার...
বিশ্রী বই

— আকিলা

এটা একটা বই হলো ? সেক্স নিয়ে বই লিখলেই তা বিরাট কিছু হয়ে যায় না। জ্যাকি কলিন্সের বইতেও প্রচুর সেক্স থাকে। কিন্তু কোয়েলহো যখন সেক্স নিয়ে লেখেন তখন তা বোল্ড হয়ে যায়!

নাহ্‌, ইলেভেন মিনিটস আমার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

প্রেমের যন্ত্রণাকাতর অভিজ্ঞতা

— *মানসুজ্জি*

শনিবার সন্ধ্যায় আমি ইলেভেন মিনিটস পড়া শুরু করি। বিশ্বাস করুন, বই শেষ না করে উঠতে পারিনি। এমনই ধরে রেখেছে আমাকে! আলকেমিস্ট-এর পরে কোয়েলহো'র পড়া দ্বিতীয় বই এটা। এ যেন প্রেমের যন্ত্রণাকাতর এক অভিজ্ঞতা।

ভিন্নরকম

— *হ্যানি*

পাওলো কোয়েলহো নিঃসন্দেহে আমার প্রিয় লেখকদের একজন। আলকেমিস্ট এবং ভেরোনিকা ডিসাইডস টু ডাই'র পরে ইলেভেন মিনিটস একেবারেই ভিন্নরকম একটি উপন্যাস মনে হয়েছে আমার কাছে।

নারীমন বুঝেছেন কোয়েলহো

— *অ্যানোনোমরিকা*

নারীমন চমৎকার বুঝতে পারেন পাওলো কোয়েলহো। ইলেভেন মিনিটস তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নারীদের কোয়েলহোর চেয়ে কেউ ভালো বুঝতে পারেন না। যেন মেয়েদের মনের মধ্যে বাস করেছেন তিনি!

সাহসী অনুসন্ধান

— *বীরাভাচন্দ*

এক সাবেক পতিতার সত্যি জীবন কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে ইলেভেন মিনিটস-এর গল্প। এক নিষ্পাপ কিশোরীকে নিয়ে গল্পের শুরু। মেয়েটি সফল সম্পর্ক অনুসন্ধান করে। কোয়েলহো সাহসিকতার সঙ্গে এই অনুসন্ধান করেছেন।

ভিন্নরকম অভিজ্ঞতা

— *ঋতু*

পাওলো কোয়েলহোর ভক্তদের তাঁর লেটেস্ট বই ইলেভেন মিনিটস ভিন্নরকম একটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। দারুণ লিখেছেন লেখক, সব ধরণের কোয়ালিটি থাকে বলেই তিনি এত বিখ্যাত।

অভিভূত হইনি

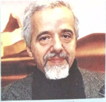
— *জিন্দাল*

আমি ইন্ডিয়া টুডে বুক ক্লাব-এর সদস্য। এ ক্লাবের মাসিক বই সমালোচনায় সম্পাদক ইলেভেন মিনিটস-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাই আগ্রহ নিয়ে বইটি কিনি আমি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোয়েলহো আমাকে অভিভূত করতে পারেন নি।

শক্তিশালি উপন্যাস

— *নিধি*

বর্তমান বিশ্বে অন্যতম জনপ্রিয় লেখক পাওলো কোয়েলহো। তাঁর ইলেভেন মিনিটস নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালি উপন্যাস। সাহসী একটি বিষয় নিয়ে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন-সেক্স! এ বইতে তিনি সেক্সের নানান দিক নিপুণ দক্ষতায় তুলে এনেছেন।



পাওলো কোয়েলহোঃ

ব্রাজিলিয়ান লেখক পাওলো কোয়েলহো বর্তমান পৃথিবীর সবচে জনপ্রিয় লেখকদের একজন। পেয়েছেন অগুণতি আন্তর্জাতিক প্রেস্টিজিয়াস এ্যাওয়ার্ড। আছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ক্রিস্টাল এ্যাওয়ার্ড, ফ্রান্সের লিজিয়ন দা অনার। তার লেখায় জাতি বদলে দেয়ার জাদুমন্ত্র আছে, আছে মানুষকে নতুন পথ দেখানোর আলো, আছে চুম্বকের মত টেনে নেয়ার ক্ষমতা। কাব্যময়তা যেমন আছে, তেমনি আছে একেবারে সরল ভাষায় গভীরে নিয়ে যাবার প্রত্যয়। কলামগুলো বিশ্বব্যাপি অনেক পত্রিকায় একইসাথে প্রকাশিত হয়। দ্য এ্যালকেমিস্ট এর সিক্যুয়েল নয়, সহযাত্রি বই অনেক প্রতিক্ষার পর প্রকাশ পেয়েছে ওয়্যারিয়র অব দ্য লাইট নামে।

www.paulocoelho.com

অনুবাদক

অনীশ দাস অপু : জন্ম ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯। জন্মস্থান বরিশাল, পিতা প্রয়াত লক্ষী কান্ত দাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে অনার্স সহ এম, এ করেছেন ১৯৯৫ সালে।

লেখালেখির প্রতি অনীশের ঝোঁক ছেলেবেলা থেকে। ছাত্রাবস্থায় তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক পত্রিকাগুলোতে চিত্তাকর্ষক ফিচার, গল্প এবং উপন্যাস অনুবাদ শুরু করেন। হরর এবং থ্রিলারের প্রতি তাঁর ঝোঁকটা বেশি। তবে সায়েন্স ফিকশন, ক্লাসিক এবং অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসও কম অনুবাদ করেনি। এ পর্যন্ত তাঁর অনুদিত গ্রন্থ সংখ্যা ৮০'র বেশি।

অনীশ দাস অপু লেখালেখির পাশাপাশি সাংবাদিকতার পেশায় জড়িত। তিনি দৈনিক যুগান্তর-এ সিনিয়র সাব এডিটর হিসেবে কাজ করেছেন। তবে লেখালেখিই তাঁর মূল পেশা এবং নেশা।

ইলেভেন মিনিটস মারিয়া নামে এক সুন্দরী তরুণীর গল্প। সে বাস করত ব্রাজিলের এক গাঁয়ে। জীবনের প্রথম প্রেমেই ছ্যাকা খায় মারিয়া। কৈশোরে তার ধারণা হয় সে কখনোই প্রকৃত ভালোবাসার সন্ধান পাবে না। সে বিশ্বাস করত, 'ভালোবাসা এক ভয়ঙ্কর জিনিস যা শুধুই কষ্ট দেয়।' হঠাৎ করেই একটি সুযোগ পেয়ে জেনেভা চলে আসে মারিয়া, যেখানে সে পতিতা হিসেবে শুরু করে জীবন। স্বপ্ন দেখে অর্থ ও খ্যাতি কামাবে।

জেনেভাতেও ভালোবাসার সন্ধান মেলে না, শুধু সেক্স ছাড়া। এক তরুণ চিত্রকরের সঙ্গে পরিচয় হয় মারিয়ার। মারিয়াকে এখন অন্ধকার রাস্তা এবং যৌন আনন্দের মধ্যে যে কোনও একটি বেছে নিতে হবে।

এই শ্বাসরুদ্ধকর নতুন উপন্যাসে পাওলো কোয়েলহো সেক্স এবং প্রেমের প্রকৃতি তুলে এনেছেন নিখুঁতভাবে।

দ্য টাইমস মন্তব্য করেছেন 'পাওলো কোয়েলহো'র বই লাখ লাখ পাঠকের ওপর বিস্তার করে গভীর প্রভাব।'

ISBN 984 12 3898 2

BDT : 200.00 Tk. Only